উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

২১ আশ্বিন ১৪৩১ মঙ্গলবার ৪.০০ টাকা 8 October 2024 Tuesday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 142 MLD

মালদ্বীপের পাশে থাকার আশ্বাস মোদির

দেশদুনিয়ার পাতায়

স্বপ্নপূরণের আবেগে ভাসছেন বরুণ চক্রবর্তী

মাঠে ময়দানের পাতায়

চর্চায় মুখ্যমন্ত্রী-বিধায়কের কথোপকথন

বন্যা নেই, তবুও ত্রাণ

রণবীর দেব অধিকারী

ইটাহার, ৭ অক্টোবর : বিধায়ক : দিদি, আমরা আছি এখানে।

মুখ্যমন্ত্রী : তোমার ওখানে বন্যা হয়ে গিয়েছে তো !

বিধায়ক : হ্যাঁ, বন্যার জল নেমে গেছে। এখন শুধু ভাঙন শুরু হয়েছে দিদি ইটাহারে।

মুখ্যমন্ত্রী : ত্রাণ কমপ্লিট হয়েছে তো?

বিধায়ক : হ্যাঁ, ত্রাণ দেওয়া কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী : বন্যা ত্রাণ ?

বিধায়ক : বন্যা ত্রাণ দেওয়া কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে, দিদি। আমি এখনই নদী থেকে এলাম, বন্যা এলাকা থেকে।

রবিবার ইটাহার ব্লকের হাঁসুয়া সর্বজনীন দুর্গোৎসবের ভার্চুয়াল উদ্বোধনের সময় বন্যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হুসেনের এই কথোপকথন ঘিরে রীতিমতো বিতর্ক শুরু হয়েছে সমাজমাধ্যমে। যদিও অডিওটির সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ। বিভিন্ন বিরোধী দল থেকে মানুষও প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন, 'কোথায় বন্যা? কোথায় ত্রাণ?' তাঁদের বক্তব্য, ইটাহারে এই বছর সেই অর্থে বন্যা হয়নি। নীচু এলাকার কিছু জমি, নদী বর্ষার জলে প্লাবিত হলেও কোথাও এখনও মানুষের ঘরবাড়ি বা রাস্তাঘাট বন্যার জলে ডুবে যায়নি। এমনকি কোথাও ত্রাণও বিলি করা হয়নি বলে অভিযোগ। তাহলে মুখ্যমন্ত্রী কেন এভাবে বন্যার কথা বললেন এবং ত্রাণ বিলির খোঁজ নিলেন? বিধায়কই বা কী করে বললেন, ত্রাণ বিলি সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে? এইসব প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে সমাজ মাধ্যমে।

বিতর্ক

- ইটাহারে এই বছর সেই অর্থে বন্যা হয়নি। নীচু এলাকার কিছু জমি, নদী বর্ষার জলে প্লাবিত হলেও কোথাও এখনও মানুষের ঘরবাড়ি বা রাস্তাঘাট বন্যার জলে ডুবে যায়নি
- এমনকি কোথাও ত্রাণও বিলি করা হয়নি বলে অভিযোগ। তাহলে মুখ্যমন্ত্রী কেন এভাবে বন্যার কথা বললেন এবং ত্রাণ বিলির খোঁজ নিলেন
- বিধায়কই বা কী করে বললেন, ত্রাণ বিলি সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে? এইসব প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে সমাজমাধ্যমে

ইটাহারের বিডিও দিব্যেন্দু সরকার বলেন, 'সব অঞ্চলেই ত্রিপল, জামাকাপড় ও খাদ্যসামগ্রী বন্যাদুর্গত মানুষের মধ্যে বিলি করা হয়েছে।' তবে ঠিক কোন কোন এলাকায় কতজন দুর্গত মানুষের কাছে ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হয়েছে তা স্পষ্ট করে জানাতে পারেননি।'

ঠিক এই প্রসঙ্গেই কটাক্ষ ছুড়ছেন বিরোধীরা। ইটাহারের বাসিন্দা তথা জেলা যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মহিদুর ইসলাম বলেন, 'ইটাহারে এবার কোথাও বন্যা হয়নি। নদীর ধারে থাকা নীচু এলাকার কিছু জমি জলে ডুবে গিয়ে ফসল নষ্ট হওয়ায় কিছু কৃষক ক্ষতির শিকার হয়েছেন। কিন্তু কারও ঘরবাড়ি ডোবেনি। মুখ্যমন্ত্রী ও বিধায়ক কোথায় বন্যা দেখলেন? ত্রাণসামগ্রীও কোথাও কেউ পায়নি। অথচ নির্লজ্জভাবে বন্যা ও ত্রাণ বিতরণের মিথ্যা কাহিনী সমাজমাধ্যমে ছড়ানো হচ্ছে।'

বিজেপি নেতা গোকুলচন্দ্র মণ্ডল জানান, 'বন্যা ত্রাণ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ও বিধায়কের মধ্যে যে কথা হয়েছে তা আমি শুনেছি। *এরপর দশের পাতায়*

কথায় কথায়

পুলিশ নিজেরা না বদলালে সামনে বিপদ

আশিস ঘোষ

দু'একজন হিরো পুলিশ অফিসারের চরিত্র বাদ দিলে বাংলা ছবিতে পুলিশ প্রায় ভাঁড়। এভাবেই বাঙালি দেখে এসেছে, ভেবে এসেছে পুলিশকে। সিনেমার পুলিশ কথায় কথায় ভুলভাল কাজ করে আর হাসিতে ফেটে পড়ে দর্শক। কোথাও কৌতুকের আড়ালে আছে রাগ আর ক্ষোভ, সেই ব্রিটিশ আমল থেকেই। পুলিশকে আগের জমানায় একবার সমাজবন্ধু বানানোর চেষ্টা হয়েছিল। তাদের দিয়ে ফুটবল খেলানোর একটা সরকারি চেষ্টাও হয়েছিল। তারপরেও তারা কি বন্ধু হতে পেরেছে?

সেই বিধান রায়, প্রফুল্ল সেনের আমলে ট্রাম আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলন, তেভাগা আন্দোলনের সময় পুলিশকে কীভাবে দেখা হত তা নিয়ে বিস্তর লেখালেখি পড়ছি। তা নিশ্চিত খুব একটা সুবিধের ছিল না। তবে নকশাল আমলে 'পুলিশ তুমি যতই মারো, মাইনে তোমার একশো বারো' দেওয়ালে লেখা দেখেছি। অবশ্য পুলিশকে মাইনের খোঁটা দেওয়া পরে বন্ধ হলেও পুলিশের উপরি নিয়ে কথা বন্ধ হল কই? রাতের পরে যেমন ভোর, ভাদ্রের পর আশ্বিন, তেমনই পুলিশের চাকরি মানেই ঘুষ খাওয়া যেন নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে বহুকাল হল। যুগে যুগে এমনটাই সত্যি। তিলমাত্র বদলায়নি। শাসক পালটে গেলেও পুলিশ পালটাল কই?

এরপর দশের পাতায়

চিকিৎসায় নোবেল

জীবকোষের মাইক্রো আরএনএ আবিষ্কার এবং জিনের ট্রান্সক্রিপশন পরবর্তী পরিস্থিতিতে তার ভূমিকা নিয়ন্ত্রণের দিশা বাতলে চিকিৎসা বিজ্ঞানে (মেডিসিন) নোবেল পুরস্কার পেলেন দুই বিজ্ঞানী ভিক্টর অ্যামব্রোস এবং গ্যারি রুভকুন।

বিস্তারিত দেশদুনিয়ার পাতায়

আত্মসাতের অভিযোগ

এবার ভাঙনের কাজ নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ তুলল বামেরা। ন'টাকার বস্তা গঙ্গায় ফেলে ৬৪ টাকা ধরা হচ্ছে বলে অভিযোগ। সেচমন্ত্রী মানুষকে বিপদে ফেলে টাকা আত্মসাৎ করেছেন বলেও অভিযোগ বাম নেতৃত্বের।

বিস্তারিত দশের পাতায়

আজ মহাপঞ্চমী...

বালুরঘাট সরকারবাড়ির দুর্গা প্রতিমা। সোমবার। - মাজিদুর সরদার

যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা না থাকায় সুবিধা দর্শনার্থীদের

চতুর্থীতেই উপচানো ভিড়

অভিষিক্তা সাহা

৭ অক্টোবর : দেবীর বোধনে আর মাত্র একদিন। ইতিমধ্যেই বহু ক্লাব সেরে ফেলেছে উদ্বোধন। আলোর রোশনাই-এ সেজে উঠেছে রাস্তাও। চারিদিকেই উৎসবের আবহ। সেই মতো চতুর্থীর দিনই প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে দর্শনার্থীদের ভিড় দেখা গেল গৌড়বঙ্গেও। শেষ মুহূর্তের কেনাকাটার সঙ্গেই চলছে আশেপাশের মণ্ডপে একটু ঢু মেরে দেখা। তার উপর 'শাপে বর' টোটো বা গাড়ি চলাচলে কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই। তাই বাড়ির বড়রা যাঁদের পক্ষে হেঁটে ঘোরাঘুরি একটু হলেও সমস্যার, তাঁদের অনেকেই টোটো ভাড়া করে আগেভাগেই দেখে নিচ্ছেন ঠাকুর।

সোমবার সন্ধেয় মালদার রাস্তায় প্রতিমা দর্শনে বেরিয়েছেন অনেকেই। প্রায় সকলের মুখে একটাই কথা, গাড়ি চলাচলে বিধিনিষেধ শুরু হওয়ার আগেই জনপ্রিয় মণ্ডপগুলি ঘুরে দেখে নিতে হবে। আবার শেষলগ্নে বাজার মিটিয়ে নিতে মাঠে নেমেছেন উৎসাহী ক্রেতারা। তার সঙ্গে উদ্বোধনও হয়ে গেল শহরের শরৎপল্লি সর্বজনীন, বালুচর কল্যাণ সমিতি, গোলাপট্টি সর্বজনীন, বিবেকানন্দ ক্রীড়াচক্র সহ বেশকিছু ক্লাবে।

সোমবার সন্ধে পর্যন্ত জেলা পুলিশের তরফে ড্রপ গেটের ব্যবহার করা হয়নি। ফলে শহরে টোটোর যানজট তৈরি হয় কিছু রাস্তায়। শহরের বাসিন্দা সুশান্ত কর্মকার বলেন, 'গোটা শহরজুড়ে যানজট। অনেকেই শেষ মুহূর্তে পুজোর বাজার সেরে নিতে এসেছেন। আমিও মা-কে নিয়ে বেরিয়েছি। মা হেঁটে ঠাকুর দেখতে পারেন না। তাই আজই স্কুটিতে করে যে কটা পারি ঠাকুর দেখিয়ে নিলাম।'

সোমবার রায়গঞ্জ শহরের রাস্তাতেও দর্শনার্থীদের ভিড় নজরে এল। এই ভিড়ের মধ্যে পুজোর দর্শনার্থী যেমন রয়েছেন তেমনই রয়েছেন কেনাকাটা করতে যাওয়া ক্রেতারা। শহরের বাসিন্দা মৃন্ময় মজুমদারের কথায়, 'পুজোর দিনগুলোতে ভিড় অনেক বেশি হবে ভেবে চতুর্থীর সন্ধ্যায় বেরিয়েছি। তবে বেরিয়ে দেখছি আজও ভিড় হবে রাস্তায়।'

শহরের বিপ্লবী ক্লাবের সম্পাদক সানকিং দাস বলেন, 'পুজো উপলক্ষ্যে বেশ কিছুদিন আগেই রাস্তার আলোকসজ্জা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। মণ্ডপসজ্জা ও প্রতিমা দেখতে অনেকেই আসতে শুরু করেছেন।' এদিন শহরের অনুশীলনী ও বিপ্লবী ক্লাবের পুজোর উদ্বোধন হয়ে গেল।

সোমবার দর্শনার্থীদের ঢল নামে বালুরঘাটেও। সন্ধ্যা নামতেই শহরের সৃজনী সংঘ, কচিকলা, অভিযাত্রী সহ বিভিন্ন পুজোমণ্ডপে মানুষ ভিড় জমিয়েছেন। *তথ্য সহায়তায় : রাহুল দেব, পঙ্কজ মহন্ত ও অরিন্দম বাগ*

মালদা শহরের শান্তি ভারতী পরিষদ ও শিবাজি সংঘের পুজোমণ্ডপে দর্শনার্থীদের ভিড়। সোমবার। - অরিন্দম বাগ ও স্বরূপ সাহা

পঞ্চমীতে সব হাসপাতালে ১২ ঘণ্টার প্রতীকী অনশন

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ৭ অক্টোবর : ধর্মতলায় জুনিয়ার ডাক্তারদের অনশন অব্যাহত। আন্দোলনের ঝাঁঝ বাড়াতে মঙ্গলবার রাজ্যের সমস্ত হাসপাতালে ১২ ঘণ্টার প্রতীকী অনশনের ডাক দিয়েছেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। ওইদিন বিকালে কলেজ স্কোয়ার থেকে ধর্মতলায় অনশনমঞ্চ পর্যন্ত মিছিলেরও ডাক দিয়েছেন তাঁরা। সোমবার মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ জুনিয়ার ডাক্তারদের সবাইকে কাজে ফেরার অনুরোধ করেছেন। তিনি জানান, জুনিয়ার ডাক্তারদের দাবিমতো হাসপাতালের উন্নয়ন ও সংস্কারমূলক কাজ ১০ অক্টোবরের মধ্যে প্রায় শেষ হয়ে যাবে। রেফারেল সিস্টেম নিয়ে ১৫ অক্টোবর থেকে একটি পাইলট প্রোজেক্ট শুরু হচ্ছে। ১ নভেম্বর থেকে গোটা রাজ্যে ওই সিস্টেম চালু হওয়ার টার্গেট নিয়ে সরকার এগোচ্ছে। উল্লেখ্য, শনিবার রাত ৮টা ৩৫ মিনিট থেকে ধর্মতলায় মেট্রো চ্যানেলের পাশে আমরণ অনশনে বসেছেন ৭ জুনিয়ার ডাক্তার। সোমবার তাঁদের সমর্থনে ৬ সিনিয়ার ডাক্তার ও ৩ সাধারণ নাগরিক প্রতীকী রিলে অনশনে বসেন। তবে ধর্মতলায় ভারতীয় ন্যায়সংহিতার ১৬৩ ধারা জারি উপেক্ষা করে জুনিয়ার ডাক্তারদের অনশন প্রসঙ্গে কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা বলেন, 'প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

সময় যত এগোচ্ছে, অনশনরত জুনিয়ার ডাক্তারদের শারীরিক অবস্থা ক্রমেই দুর্বল হচ্ছে। শনিবার রাত থেকে চলা এই অনশনকে সমর্থন জানাতে প্রতিদিনই প্রচুর মানুষ অনশন মঞ্চে আসছেন। কার্যত দমবন্ধ অবস্থা সেইসময়। দূর থেকে মনে হবে যেন প্রতিমা দর্শনের জন্য সাধারণ মানুষের ঢল নেমেছে। আন্দোলনকারীরা বাধ্য হয়ে সকলকে দূরে সরে যেতে বলেন। মঞ্চের সামনে বোর্ডে অনশনকারী ডাক্তারদের শারীরিক অবস্থার তালিকা প্রতি মুহূর্তে টাঙিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

এদিনই জুনিয়ার ডাক্তারদের কাজে ফেরার আবেদন জানিয়েছেন মুখ্যসচিব। তিনি বলেন, 'রাজ্যের ২৮টি মেডিকেল কলেজে ৭০৫১টি সিসি ক্যামেরা বসানো হবে। ইতিমধ্যেই ৪৫ শতাংশ ক্যামেরা বসানো হয়ে গিয়েছে। জুনিয়ার ডাক্তারদের *এরপর দশের পাতায়*

কলকাতায় আজ মহামিছিল

জুনিয়ার ডাক্তাররা অনশনে। ধর্মতলায় সোমবার। - পিটিআই

সিবিআইয়ের চার্জশিটে ধর্ষক ও খুনি সঞ্জয় একাই

রিমি শীল

কলকাতা, ৭ অক্টোবর : আরজি করের তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কেই একমাত্র অভিযুক্ত হিসাবে উল্লেখ করল সিবিআই। ঘটনার ৫৮ দিনের মাথায় সোমবার শিয়ালদা আদালতে সিবিআইয়ের ৪৫ পাতার চার্জশিট জমা পড়েছে। চার্জশিটে সিবিআইয়ের দাবি, এই ঘটনায় গণধর্ষণের কোনও তথ্যপ্রমাণ নেই। কিন্তু তদন্ত চলছে। অভিযুক্ত সন্দীপ ঘোষ ও টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলকে তথ্যপ্রমাণ লোপাটের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে চার্জশিটে উল্লেখ করেছে সিবিআই। চার্জশিটে উল্লেখ করা হয়েছে, অপ্রকৃতস্থ অবস্থায় সঞ্জয় এই ঘটনা ঘটিয়েছে। ধর্ষণ ও খুনে সঞ্জয় ছাড়া অন্য কারও প্রত্যক্ষ যোগ পাওয়া যায়নি।

এই ঘটনায় গণধর্ষণের যে অভিযোগ প্রথম থেকেই উঠে আসে, তা এখনও পর্যন্ত উড়িয়ে দিচ্ছেন তদন্তকারীরা। চার্জশিটে দাবি, সিসিটিভি ফুটেজে ৯ অগাস্ট ভোর ৪টের সময় সঞ্জয়কে সেমিনার রুমে ঢুকতে দেখা গিয়েছে। ৩০ মিনিট পর ওই ঘর থেকে বের হন তিনি। নির্যাতিতার দেহে ১৬টি বাহ্যিক আঘাত এবং ৯টি অভ্যন্তরীণ আঘাত রয়েছে। ফরেন্সিক রিপোর্ট অনুযায়ী তাঁর নখ থেকে নমুনা হিসেবে যে রক্ত ও টিস্যু উদ্ধার হয়েছে, তা সঞ্জয়ের ডিএনএ'র সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। তদন্তকারীদের দাবি, সঞ্জয় তদন্তে বিভ্রান্তি ঘটানোর চেষ্টা করেছে। সিবিআই এখনও পর্যন্ত ২০০ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ করেছে ও ১২ জনের পলিগ্রাফ টেস্ট করেছে। ৫৭ জনের বয়ান চার্জশিটে দেওয়া হয়। মূল চার্জশিটের সঙ্গে ৬০০ পাতার নথিও পেশ করা হয়েছে। তদন্তের ভিত্তিতে এখনও পর্যন্ত গণধর্ষণের যোগসূত্র তাদের হাতে আসেনি। সন্দীপ ও অভিজিৎ এই ঘটনায় পরোক্ষভাবে যুক্ত বলে অভিযোগ সিবিআইয়ের। অভিযোগ, সন্দীপ ও অভিজিৎ এই ঘটনাকে লঘু করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। তাঁরা তথ্যপ্রমাণ লোপাটের চেষ্টা করেছেন। তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ বলেন, 'সিবিআইয়ের চার্জশিটেও কলকাতা পুলিশের গ্রেপ্তার করা সঞ্জয়ের নাম রয়েছে। পরে কী গল্প দেবে, সেটা পরের ব্যাপার। ৫৮ দিন লাগল চার্জশিট দিতে। সরকারকে কালিমালিপ্ত করতে নানা গল্প ছড়ানো হয়েছিল। যে সময় সিবিআই নিল আর কেউ কেউ জড়িত থাকলে তাঁদের নাম থাকত। সন্দীপ ঘোষকে নিয়ে এত বিতর্ক। সে তো ছিল তাদের কাছেই। ন্যূনতম প্রমাণ থাকলে তাঁর বা তাঁদের নাম দেওয়া উচিত ছিল। সিবিআই পুরো জল্পনার অবসান ঘটিয়েছে। যাঁরা ময়নাতদন্তে যুক্ত ছিলেন, সেখানে ভুল থাকলে কেন তাঁদের নাম চার্জশিটে এল না?' বর্ষীয়ান আইনজীবী তথা সিপিএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, 'গণধর্ষণের অভিযোগ কেউ কখনও করেনি। কিন্তু শরীরে যতগুলো আঘাত *এরপর দশের পাতায়*

তদন্তের তথ্য

- এই ঘটনায় গণধর্ষণের কোনও তথ্যপ্রমাণ নেই। কিন্তু তদন্ত চলছে
- অভিযুক্ত সন্দীপ ঘোষ ও টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলকে তথ্যপ্রমাণ লোপাটের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে
- অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় সঞ্জয় এই ঘটনা ঘটিয়েছে। ধর্ষণ ও খুনে সঞ্জয় ছাড়া অন্য কারও প্রত্যক্ষ যোগ পাওয়া যায়নি

রামকেলিতে চৈতন্যদেবের ইতিহাস

শুধু বিগ বাজেটের কিংবা থিমের পুজো নয়, গৌড়বঙ্গের তিন জেলার এমন কিছু গ্রাম রয়েছে যেখানে এবার প্রথম পুজো হচ্ছে। আবার কোনও গ্রামের মানুষকে অঞ্জলি দিতে পাড়ি দিতে হয় বহু দূরে। এছাড়াও কোনও কোনও গ্রামে পুজো ঘিরে রয়েছে চরম উন্মাদনা। সেই গ্রামের পুজোর কথা তুলে ধরা হল উত্তরবঙ্গ সংবাদে। আজ ষষ্ঠ কিস্তি।

অরিন্দম বাগ

মালদা, ৭ অক্টোবর : উৎসবের আমেজ। শব্দটার সঙ্গে পুরোপুরি পরিচিত হতে গেলে একবার ঘুরে আসতে হবে রামকেলিতে। দূরত্ব মালদা শহর থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার। মূল প্রবেশদ্বার দিয়ে ঢোকার সময় তেমন কিছু অনুভূতি না হলেও চৈতন্যদেবের মূর্তির কাছে পৌঁছানোর পর পুজোর গন্ধের উপলব্ধি যেন পাওয়া যাবে।

কথিত আছে বৃন্দাবন যাওয়ার পথে এই রামকেলিতেই এসেছিলেন চৈতন্যদেব। সময়ের স্রোতে সেসব দিন পেরিয়ে গেছে সেই কবে। যদিও রামকেলির ঐতিহ্য এখনও অক্ষুণ্ণ। আপাতত দেবীপক্ষের সূচনায় অন্য আবহ নিমাইয়ের স্মৃতিবিজড়িত রূপ-সনাতনের দীক্ষা নেওয়ার গ্রামে। স্থানীয় মানুষের কাছে দেবী দুর্গার আরাধনা এখানে রামকেলির পুজো নামেই পরিচিত। প্রতিমা তৈরির কাজ দেখতে মন্দিরে খুদে পড়ুয়া থেকে শুরু করে প্রাপ্ত বয়স্কদের ভিড়। পুজো উদ্যোক্তারা চাঁদা তুলতে ব্যস্ত। ফায়ার ব্লোয়ার দিয়ে মন্দিরে প্রতিমা শুকাতে ব্যস্ত মৃৎশিল্পী বিশ্বজিৎ ঘোষ। তাঁকে সাহায্য করছেন সহধর্মিণী লক্ষ্মী ঘোষও। আর এলাকার খুদেরা পুজোমণ্ডপের বাঁশে লাফালাফি করার পাশাপাশি মাঝেমধ্যেই প্রতিমার কাজ দেখতে ছুটে আসছে। তাদের যেন আর ধৈর্য ধরছে না।

প্রতিমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে দুই বোন, স্মৃতি (৬) ও প্রীতি দাস (৪)। পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বাবা কুশিলাল দাস। তিনি জানান, 'স্কুল থেকে ফেরার পথে প্রতিদিনই মেয়েদের মন্দিরে আসা চাই।'

দুপুরে বন্ধুদের সঙ্গে মণ্ডপেই আড্ডা দিচ্ছিলেন সুরজ দাস। তিনি জানান, 'এই পুজোর প্রতি আলাদা টান রয়েছে। পুজোর সময় এলাকার মহিলারা পুজোর সমস্ত কাজ করেন। অষ্টমীতে সাত থেকে সত্তর সকলেই অঞ্জলি দেন।' স্থানীয়রা জানিয়েছেন, শ্রীচৈতন্যের স্মৃতিবিজড়িত রামকেলি বছরের ওই চারটে দিন হয়ে ওঠে আশপাশের অঞ্চলের বাসিন্দাদের আনন্দের প্রাণকেন্দ্র।

রামকেলি মণ্ডপে প্রতিমা তৈরি দেখতে ব্যস্ত খুদের দল। - অরিন্দম বাগ

ইলেক্ট্রনিক সামগ্রীর প্রচুর সম্ভার

নিউজ ব্যুরো

৭ অক্টোবর : পুজোয় প্রতিটি বাড়িকে নতুনভাবে সাজিয়ে তুলতে গ্রেট ইস্টার্ন ট্রেডিং কোম্পানি নিয়ে এল 'গ্রেট ফেস্টিভাল অফার–২০২৪'। থাকছে এয়ার কন্ডিশনার, রেফ্রিজারেটার, স্মার্টফোন, এআই ল্যাপটপ সহ অত্যাধুনিক প্রযুক্তির নানা সামগ্রীতে দারুণ আকর্ষণীয় অফার। ক্রেতারা পেয়ে যেতে পারেন ২৬ হাজার টাকা পর্যন্ত ক্যাশব্যাক। এছাড়াও থাকছে একটি ছাড় সহ ৩৬ মাসের ইএমআই-এর ব্যবস্থা। সঙ্গে থাকছে শূন্য ডাউন পেমেন্টের ব্যবস্থাও।

এছাড়াও লাকি ড্র'র মাধ্যমে একটি গাড়ি, একটি দু'চাকার যান, ১০১টি এলইডি টিভি এবং ১০১টি মাইক্রোওয়েভ জিতে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। 'স্ক্র্যাচ অ্যান্ড উইন' কনটেস্টে জিতে নেওয়ার সুযোগ থাকবে ১০০টি এলইডি টিভি, ১০০টি মাইক্রোওয়েভ, ১০০০ মিক্সার, ২০০০ ট্রলিব্যাগ এবং ২০০০টি কেটলি।

পাঞ্জাব নেশনাল বৈঙ্ক punjab national bank ...the name you can BANK upon!

ব্রাঞ্চ অফিস ঃ কোচবিহার, সুনীতি রোড, কোচবিহার (পশ্চিমবঙ্গ), পিন-৭৩৬১০১
ইমেল আইডি ঃ bo024020@pnb.co.in

জন বিজ্ঞপ্তি
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের কোচবিহার শাখার লকার ভেঙে খোলার বিজ্ঞপ্তি।

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক কোচবিহার শাখা (০২৪০২০)-র পক্ষ থেকে এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, আটটি লকার যেগুলি তিন বছরের বেশি সময় ধরে ভাড়া পরিশোধ করেনি, এবং লকারের মালিকাধীন কোনও ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোনও দাবি বা চিঠিপত্র ব্যাংকে আসেনি, তাদের লকার ভাড়া পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে ব্যাংকের নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে নিম্নে উল্লেখিত লকারগুলি ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

লকারের মালিকাধীন ব্যক্তির নাম এবং ঠিকানা	লকার নং	বকেয়া অর্থমূল্য (টা:)
বিশ্বজিৎ চৌধুরি, প্রয়াত এল.এম. চৌধুরির পুত্র, আর.আর. রোড, কোচবিহার, পিন-৭৩৬১০১	এএ০০০১০	২১৭৮৪.০০
নির্মল কান্তি দত্ত, পুরাতন অফিসপাড়া, কোচবিহার, পিন-৭৩৬১০১	এএ০০০৩২	১৬৩৫৬ .০০
জয়ন্ত কুমার মোহন্ত, আর.আর.এন. রোড, কোচবিহার, পিন-৭৩৬১০১	এএ০০০৬৬	৯৪৭৬ .০০
চিত্রা ধর, ধীরেন্দ্র নাথ সরকারের কন্যা, গুঞ্জবাড়ি, কোচবিহার, পিন-৭৩৬১০১	এবি০০১০৫	৯৪৭৬ .০০
মনোতোষ কুমার দাস, প্রয়াত এম.সি. দাসের পুত্র, পুলিশ লাইন, কোচবিহার, পিন-৭৩৬১০১	এবি০০১৩৩	২১৭৮৪ .০০
নরেশ চন্দ্র দাস, পুলিশ লাইন, কোয়ার্টার নং- বি/২, কোতোয়ালি থানাঃ কোচবিহার, পিন-৭৩৬১০১	এসি০০০৬৭	৭৯৬৫ .০০
নীহার কান্তি চক্রবর্তী, পি.ডব্লিউ. ডি কোয়ার্টার নং-০৮, সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার, পিন-৭৩৬১০১	এএফ০০০৭১	২১১৩৫ .০০
বঙ্কিম রায় চৌধুরি, এম.জে.এন রোড বাইলেন, কোচবিহার, পিন-৭৩৬১০১	এএফ০০০৭৪	২১৭৮৪ .০০

জামিনদাতা/দাবিদারদের উদ্দেশ্যে জানানো হচ্ছে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে তাদের দাবিকে সঙ্গত করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দেওয়ার জন্য পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের কোচবিহার শাখার সঙ্গে যোগাযোগ করার অনুরোধ করা হচ্ছে, নতুবা ব্যাংক লকার ভেঙে খোলার প্রক্রিয়ার দিকে অগ্রসর হবে।

কোচবিহার শাখা — চিফ ম্যানেজার

আজ টিভিতে

মধুর হাওয়া সোম থেকে শনি সন্ধ্যা ৭টায় আকাশ আটে

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ রান্নাঘর, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল
স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি
কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন
আকাশ আট : সকাল ৭.০০ গুড মর্নিং আকাশ, দুপুর ১.৩০ রাঁধুনি, সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ মধুর হাওয়া, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-বউচুরি, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস
সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ শিবা শিবানীর গপ্পো, দুপুর ১.০০ দিওয়ানা, বিকেল ৪.০০ দুর্গা সপ্তসতী, সন্ধ্যা ৬.০৫ শপথ নিলাম, রাত ৮.২৫ আজকের সন্তান, রাত ১১.২০ সুবর্ণলতা
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ শিবাজী, দুপুর ১.০০ প্রতিবাদ, বিকেল ৪.০০ দাদাঠাকুর, সন্ধ্যা ৭.০০ সেদিন দেখা হয়েছিল, রাত ১০.০০ বোঝেনা সে বোঝেনা
জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ মহাপীঠ তারাপীঠ, দুপুর ১.৩০ মহিষাসুরমর্দিনী, বিকেল ৩.৩০ সংঘর্ষ, সন্ধ্যা ৬.৫০ সাত পাকে বাঁধা, রাত ৯.৫৫ জাগো মা দুর্গা
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ কর্তব্য
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জীবনসঙ্গী
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ ফয়সালা

সাত পাকে বাঁধা সন্ধ্যা ৬.৫০ মিনিটে জলসা মুভিজে

উঁচাই সন্ধ্যা ৬.১৯ মিনিটে অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডিতে

সেদিন দেখা হয়েছিল সন্ধ্যা ৭টায় কালার্স বাংলা সিনেমায়

এয়ার ক্র্যাশ ইনভেস্টিগেশন সন্ধ্যা ৭টায় ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকে

চুরিতে থমকে রেলের সিগন্যালিং

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ৭ অক্টোবর : রেলের ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের ইঞ্জিনের দুটি ব্যাটারি সহ সিগন্যালিংয়ের কেবল চুরির অভিযোগ উঠল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে। রবিবার ব্যাটারি চুরির বিষয়টি জানতে পেরে তদন্তে নামে আরপিএফ। ব্যাটারি চুরির অভিযোগে জোড়াইয়ের দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সোমবার তাদের আলিপুরদুয়ার আদালতে তোলা হয়। এদিকে, ব্যাটারি চুরির জন্য রেলট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ থমকে।

কয়েকদিন আগে নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে হঠাৎ সিগন্যালিং ব্যবস্থায় সমস্যা দেখা যায়। ইঞ্জিনিয়াররা খতিয়ে দেখতে সিগন্যালিং আর্থিং তার চুরির বিষয়টি সামনে আসে। তারপরই নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনের আরপিএফের কর্তাদের খবর দেওয়া হয়। আরপিএফের তরফে তল্লাশি শুরু করলে জংশন এলাকার দুই অভিযুক্তের হদিস পাওয়া যায়। তাদের ধরা হয়েছে।

নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন আরপিএফ ইনস্পেক্টর ওজি ব্রহ্ম বলেন, 'ব্যাটারি এবং সিগন্যালিংয়ের কেবল চুরির অভিযোগ ওঠার পর খোঁজখবর নেওয়া শুরু হয়। দুটি পৃথক ঘটনায় চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আরও তথ্যপ্রমাণ পেতে তদন্ত চলছে।'

আর্থিংয়ের তামার তারটি মাটির ওপরে ছিল। ফলে সহজেই সেটা চুরি করতে পেরেছে দুষ্কৃতীরা। আরপিএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় পাঁচ মিটার লম্বা তার চুরি হওয়ার পরে সিগন্যাল সমস্যা দেখা দিতে থাকে বলে অভিযোগ। কেউ বা কারা পরিকল্পিতভাবে কেবলটি চুরি করেছে, বুঝতে পারে আরপিএফ। তারপরেই আরপিএফের বিশেষ টিম আলিপুরদুয়ার জংশন এলাকায় খোঁজ চালিয়ে দুই অভিযুক্তর থেকে কেবলটি বাজেয়াপ্ত করে।

ধৃতদের নাম-পরিচয় গোপন রাখা হয়েছে। মনে করা হচ্ছে, এটা কোনও চক্রের কাজ। তবে নাশকতার ছকের পরিকল্পনার কোনও প্রমাণ মেলেনি। প্রাথমিকভাবে আরপিএফ জানতে পেরেছে, ওই তার ভাঙাড়ির দোকানে বিক্রির পরিকল্পনা ছিল।

এর আগেও নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন এলাকার স্টোরহাউস থেকে রেলের বিপুল পরিমাণ বৈদ্যুতিক তার চুরির চেষ্টার অভিযোগ উঠেছিল। সেসময় কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করে আরপিএফ। এবার সরাসরি সিগন্যালিংয়ের তার চুরি হওয়ায় শোরগোল পড়ে যায় রেলের অন্দরে। আসলে সিগন্যালিংয়ের ত্রুটিজনিত কারণে দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা থাকে। বিষয়টি নজরে আসতেই তাই তড়িঘড়ি পদক্ষেপ করা হয়।

আরপিএফ সূত্রে খবর, রেলের ওই তামার তারগুলি সিগন্যালিংয়ের বিভিন্ন কাজে লাগে। এছাড়া উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ব্যাটারিগুলির একেকটির দাম ২০-২৫ হাজার টাকা। এই তার, ব্যাটারি চুরি করে বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। নজরদারির অভাবে মাঝেমধ্যেই সেইসব চুরি হয়ে যাচ্ছে। আর রেলের এই জিনিস চুরির পেছনে কোনও বড় চক্রের হাত রয়েছে বলে আরপিএফ কর্তাদের অনুমান।

চুরি-কথা

- আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে রেলের ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের ইঞ্জিনের দুটি ব্যাটারি চুরি
- চুরি গিয়েছিল সিগন্যালিংয়ের পাঁচ মিটার লম্বা তামার তারটিও
- তদন্তে নেমে চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে আরপিএফ

হারিয়ে যাওয়া

সুখিয়াপোখরির অদূরে পারমাগুড়ি খাসমহলে ছবিটি তুলেছেন মৃত্তিকা ভট্টাচার্য।

শারদীয়ায় ভ্রমণপ্রেমীদের এনবিএসটিসির উপহার

কলকাতা যেতে স্পেশাল বাস

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৭ অক্টোবর : পুজো উপলক্ষ্যে নতুন নতুন ট্রেন চালু হয়। এবার কলকাতাগামী পুজো স্পেশাল বাস চালু করছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম (এনবিএসটিসি)-এর জলপাইগুড়ি ডিপো। আর ট্রেনের টিকিটের জন্য হা-হুতাশ করতে হবে না ভেবে খুশি জলপাইগুড়িবাসী। জলপাইগুড়ি শহরের বাসিন্দা অভীক কর্মকার বলেন, 'আমার ছেলে কলকাতায় একটি বেসরকারি কোম্পানিতে কাজ করে। সে ষষ্ঠীতে ছুটি পাবে। কিন্তু টিকিট না পাওয়ায় খুবই চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। এখন আর চিন্তা নেই।' ষষ্ঠীর বিকেলে পুজো স্পেশাল বাসে চেপে বাড়ি ফিরতে কোনও সমস্যাই হবে না বলে জানালেন।

এনবিএসটিসি'র জলপাইগুড়ি ডিপো থেকে পঞ্চমীর ভোর পাঁচটা নাগাদ কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেবে বাসটি। সেই বাসটি ষষ্ঠীর বিকেলে কলকাতা থেকে রওনা দেবে এবং সপ্তমীতে জলপাইগুড়ি পৌঁছাবে। স্পেশাল বাসটিতে আসন রয়েছে ৫৫ জনের মতো। জলপাইগুড়ি থেকে কলকাতা যাওয়ার ভাড়া রাখা হয়েছে ৪৮০ টাকা। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের জলপাইগুড়ি ডিপো ইনচার্জ দীপক রাহা জানালেন, পুজোর সময় ট্রেনের টিকিটের আকাল পড়ে যায়। তৎকালেও টিকিট পাওয়া যায় না অনেকসময়। ফলে কলকাতা থেকে বাড়ি ফিরতে খুবই সমস্যায় পড়তে হয়। তাঁদের কথা মাথায় রেখে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ পুজো স্পেশাল বাসের ব্যবস্থা করেছে। বললেন, 'শুধুমাত্র কলকাতা নয়, এই বাসে মালদা, ফরাক্কাও যাওয়া যাবে। ফেরার ক্ষেত্রেও একই ব্যবস্থা রয়েছে।'

কলকাতাগামী বাসে দুজন চালক সহ একজন কনডাক্টর থাকবেন। নিরাপত্তার বিষয়ে নজর রাখা হবে। তবে অগ্রিম বুকিংয়ের কোনও ব্যবস্থা নেই। শিলিগুড়ি, ইসলামপুর সহ অন্যান্য স্টপে জায়গা থাকলে সেখান থেকে টিকিট কেটে বাসে উঠতে পারবেন যাত্রীরা। কলকাতা থেকে কেউ আসতে চাইলে সেখানকার ডিপোতে যোগাযোগ করলে সময় জানা যাবে।

যাত্রার কথা

- জলপাইগুড়ি ডিপো থেকে পঞ্চমীর ভোর পাঁচটা নাগাদ কলকাতার উদ্দেশে রওনা
- তারপর ষষ্ঠীর বিকেলে কলকাতা থেকে রওনা দিয়ে সপ্তমীতে জলপাইগুড়ি
- জলপাইগুড়ি থেকে কলকাতা যাওয়ার টিকিটের দাম ৪৮০ টাকা, অগ্রিম বুকিং করতে হবে না

জমিয়ে ঠাকুর দেখা, ভোজন

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৭ অক্টোবর : চতুর্থীতে পুজো পরিক্রমায় বেরিয়ে ঠাকুর দেখার পাশাপাশি জমিয়ে চলল খাওয়াদাওয়া। প্যাটিস থেকে ফ্রায়েড রাইস- মেনুতে ছিল হরেক কিসিমের খাবার। এই পুজো পরিক্রমার উদ্যোক্তা উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম (এনবিএসটিসি)। পঞ্চমীতেও থাকছে এই ব্যবস্থা। সোমবার নিগমের বাসে চেপে শিলিগুড়ির বিভিন্ন মণ্ডপ ঘুরে খুশি দর্শনার্থীরা। এজন্য যাত্রীপিছু নেওয়া হয়েছে ৩৫০ টাকা করে। এনবিএসটিসির শিলিগুড়ির ডিভিশনাল ম্যানেজার শ্যামল সরকারের বক্তব্য, 'সরকারি উদ্যোগে পুজো পরিক্রমার ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

বিগত বছরে ভালো সাড়া পাওয়ায় নিগম এবার দু'দিন পুজো পরিক্রমার ব্যবস্থা করেছে। চলতি মাসের গোড়ায় শুরু হয়েছিল টিকিট বুকিং। জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, বাস ছাড়ার এক ঘণ্টা আগে পৌঁছোতে হবে। সেইমতো এদিন নির্দিষ্ট সময়ে হাজির হয়ে যান সকলে।

বাসে ওঠার কিছুক্ষণ পরেই সকলকে দেওয়া হয় ভুজিয়া, প্যাটিস, জলের বোতল। ডিনারে ছিল ফ্রায়েড রাইস, পনির। জয় দাস, মালবিকা রায়দের বলতে শোনা গেল, 'এটা অন্যধরনের পুজো পরিক্রমা। এর আনন্দই আলাদা।' বীথিকা বলছিলেন, 'আগে বাসে চেপে পুজো পরিক্রমায় তেমন উন্মাদনা ছিল না। গতবছর থেকে এই উন্মাদনাটা চোখে পড়ছে।'

এদিন তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাস থেকে বেরিয়ে উত্তর মাল্লাগুড়ি সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটির মণ্ডপ চত্বরে যায় পরিক্রমার বাস। পরে সেন্ট্রাল কলোনি সহ শহরের বিভিন্ন পুজো পরিক্রমা করে সেটি। এবার একসঙ্গে ৩৯ জন যাত্রী যাতে বাসে চেপে পুজো পরিক্রমা করতে পারেন, সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ডিভিশনাল ম্যানেজার বলেছেন, 'বছর তিনেক আগে এই পরিষেবা শুরু হয়েছিল। এজন্য আমরা যাত্রীপিছু ন্যূনতম টাকা নিয়ে থাকি।'

এনবিএসটিসির বাসে পুজো পরিক্রমা। সোমবার শিলিগুড়িতে। ছবি : তপন দাস

তদন্ত দাবি

জলপাইগুড়ি, ৭ অক্টোবর : ইউটিইউসি'র পক্ষ থেকে বীরভূমে শ্রমিকদের মৃত্যুর ঘটনার তদন্তের দাবি করা হয়েছে। সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অশোক ঘোষ বলেন, 'রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বেআইনিভাবে কয়লা উত্তোলন চলছে। এ বিষয়ে দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিয়ে তদন্তের দাবি জানিয়েছি।'

কর্মখালি

শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোডে অবস্থিত নামী হোটেলের জন্য ম্যানেজার চাই। যোগাযোগ ঃ বক্স নং 8246, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, শিলিগুড়ি।

ভাড়া

শিলিগুড়ি - অরবিন্দপল্লিতে গ্যারাজ ভাড়া দেওয়া হবে। Mob : 8250341532. (C/112500)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৫৯৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬৩৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭২৫৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯২৪০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯২৫০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

এসি কোচের এসকর্টিংয়ের জন্য এসিসিইএ-এর আউটসোর্সিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ইএল-জিএইচ-৯৬৫ অব ২০২৪-২৫; তারিখ: ০১-১০-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং: ইএল-জিএইচ-৯৬৫। কাজের নাম ঃ ৪ বছর সময়ের জন্য গুয়াহাটি ও কামাখ্যায় প্রাথমিক রক্ষণাবেক্ষণের ডিপোতে এলএইচবি এবং এসজি এসি কোচের এসকর্টিংয়ের জন্য এসিসিইএ-এর আউটসোর্সিং কাজ। বিজ্ঞাপিত মূল্য: ২১,৬২,০৬,৮৩৮.৯৬ টাকা; বায়নার ধন: ১২,৩১,০০০.০০ টাকা; ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৩-১০-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। বিশদ বিবরণের জন্য www.ireps.gov.in দেখুন।

সিনি. ডিইই/গুয়াহাটি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক
UTTARBANGA KSHETRIYA GRAMIN BANK
A GOVT. ENTERPRISE
HEAD OFFICE, SHIB BARI ROAD, COOCHBEHAR – 736 101 (WEST BENGAL)
IMPLIMENTATION OF PENSION SCHEME IN REGIONAL RURAL BANKS (RRBs)

As per the instructions of the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Govt.of India vide LR No. F.No. 8/4/2024-RRB dated -03.10.2024 all those employees who were in Bank's Service on or before 31.03.2010 will be given the benefit of pension from 01.11.1993.
Therefore through this public notice it is inform to all such employees who were in the Bank's Service on or before 31.03.2010 and are not currently drawing pay or pension, have been dismissed /deceased, have taken compulsory retirement / resigned or their legal heirs to apply for pension along with necessary documents (to be downloaded from the Bank website **www.ubkgb.org**) at any regional office of UBKGB, where from he/she is willing to draw pension. The last date for submission of application is 22.10.2024. Application form is available on bank's website **www.ubkgb.org.**

Sd/-
General Manager

পূর্ব রেলওয়ে

নোটিস নং. ঃ সিগ_ডব্লু_৫_পলিসি, তারিখ ঃ ০৩.১০.২০২৪। সিনিয়র ডিভিশনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর - ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন - ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: ই-টেন্ডার নং ঃ ক্র. নং. ১. এমএলডিটি_এসএনটি_২৪-২৫_১৫_ওটি, তারিখ ঃ ০৩.১০.২০২৪; কাজের নামঃ ডিআরএম অফিস, মালদার পেছনদিকে বিপর্যয় মোকাবিলা বা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট রুম নির্মাণের পরিপ্রেক্ষিতে এস অ্যান্ড টি-র কাজ; টেন্ডার মূল্য ঃ ৯৭,০৯,৯০৪.১৩ টাকা; বায়না অর্থঃ ১,৯৪,২০০.০০ টাকা; ক্র. নং. ২. এমএলডিটি_এসএনটি_২৪-২৫_১৬_ওটি, তারিখ ঃ ০৩.১০.২০২৪; কাজের নামঃ মালদা ডিভিশনে কন্ট্রোল সার্কিটের জন্য ৮টি চ্যানেলযুক্ত ভয়েস ডাটা লগার, মনিটর প্রভৃতির প্রতিস্থাপনের কাজ; টেন্ডার মূল্য ঃ ৩১,৪০,২১৯.০০ টাকা; বায়না অর্থঃ ৬২,৮০০.০০ টাকা; ই-টেন্ডার দাখিলের তারিখ ও সময় ঃ ১১.১০.২০২৪ তারিখ থেকে ২৫.১০.২০২৪ তারিখ দুপুর ১১ টা পর্যন্ত। ওয়েবসাইট বিবরণ এবং নোটিস বোর্ড ঃ ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in নোটিসবোর্ডঃ সিনি. ডিএসটিই অফিস, ডিআরএম বিল্ডিং, মালদা।
MLD-109/24-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

CINEMA সিনেমা

Now showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
Tekka
(Bengali)
Xing : Dev, Swastika, Rukmini
Time : 12.30, 3.30, 6.30 P.M

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

নং. সিওএম/পার্কিং/মালদা/২০২৪, তারিখঃ ০৫.১০.২০২৪।
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর-ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) (নিলাম পরিচালনাকারী আধিকারিক) কর্তৃক মালদা ডিভিসনে জঙ্গীপুর (জেআরএলই) রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার জন্য www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করা হয়েছে। অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ পার্কিং-২০২৪-১১; নিলাম শুরুঃ ২১.১০.২০২৪ তারিখ সকাল ১১.৪৫ মিনিটে। লট নং. ঃ পার্কিং-এমএলডিটি-জেআরএলই-এমএক্স-২৫-২৪-১; স্টেশন ঃ জঙ্গীপুর, আরও বিশদের জন্য সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাদের আইআরইপিএস-এ ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
MLD-110/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

আজকের দিনটি
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : হারোনো কোনও জিনিস আজ ফেরত পেতে পারেন। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে মানসিক আনন্দলাভ। **বৃষ :** কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি মিটিয়ে নিতে পারবেন। নতুন বাড়ি কেনার স্বপ্নপূরণ। **মিথুন :** সামান্য অলসতার কারণে বড় সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। **কর্কট :** ব্যবসায়িক কাজে দূরে যেতে হতে পারে। সংগীত ও অভিনয় শিল্পীরা আজ ভালো সুযোগ পাবেন। **সিংহ :** ব্যবসার জন্যে অযথা ঋণ করতে যাবেন না। সামান্যেই সন্তুষ্ট থাকুন। প্রেমের সঙ্গীকে সময় দিন। **কন্যা :** চিকিৎসকের পরামর্শ পালন করুন। পথে চলতে আজ খুব সতর্ক থাকুন। **তুলা :** দূরের প্রিয়জনের কাছ থেকে উপহার মিলতে পারে। ছেলের পরীক্ষার ফলে আনন্দ। **বৃশ্চিক :** অফিসে কোনও জটিল কাজ সম্পূর্ণ করে প্রশংসাপ্রাপ্তি। পেটের অসুখে ভোগান্তি। **ধনু :** প্রেমের সঙ্গীকে অন্যের কথায় বিচার করতে গেলে সমস্যা তৈরি হবে। ধার পরিশোধ করতে হবে আজ। **মকর :** ভাইয়ের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে আলোচনায় সুফল মিলবে। বাবার সঙ্গে সামান্য কারণে মনোমালিন্য। **কুম্ভ :** সংসারের কাজে দূরে যেতে হতে পারে। প্রেমের সঙ্গীকে ভুল বুঝে কষ্ট। **মীন :** ব্যবসার জন্য বেশ কিছু ঋণ করতে হতে পারে। আজ সাংসারিক কাজে ব্যস্ততা থাকবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ২১ আশ্বিন ১৪৩১, ভাঃ ১৬ আশ্বিন, ৮ অক্টোবর ২০২৪, ২১ আহিন, সংবৎ ৫ আশ্বিন সুদি, ৪ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৩৪, অঃ ৫।১৬। মঙ্গলবার, পঞ্চমী দিবা ৭।৯। জ্যেষ্ঠানক্ষত্র রাত্রি ১।৪। সৌভাগ্যযোগ শেষরাত্রি ৪।৪৪। বালবকরণ দিবা ৭।৯ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ৭।২০ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, রাত্রি ১।৪ গতে ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- দক্ষিণে, দিবা ৭।৯ গতে পশ্চিমে। বারবেলাদি ৭।২ গতে ৮।৩০ মধ্যে ও ১২।৫৩ গতে ২।২১ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।৪৮ গতে ৮।২১ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পূর্বে উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ দিবা ৭।৯ গতে যাত্রা নাই, রাত্রি ১।৪ গতে পুনঃ যাত্রা শুভ মাত্র উত্তরে নিষেধ, রাত্রি ৩।৫৬ গতে পশ্চিমে দক্ষিণেও নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ৭।৯ গতে দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- ষষ্ঠীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাদেবীর বোধন। ভারতীয় বায়ুসেনা দিবাস (৮ অক্টোবর)। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৩ মধ্যে ও ৭।১৪ গতে ১০।৫৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩০ গতে ৮।২১ মধ্যে ও ৯।১২ গতে ১১।৪৬ মধ্যে ও ১।২৮ গতে ৩।১১ মধ্যে ও ৪।৫৪ গতে ৫।৩৫ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ৭।৩০ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

তেজপাতা গাছে ফাঁসে মৃত্যু

কালিয়াগঞ্জ, ৭ অক্টোবর : সোমবার সকালে চাঞ্চল্য পড়ে যায় অনন্তপুর অঞ্চলের ঢেকি মোড় এলাকায়। এদিন কাকভোরে ওই গ্রামের এক তেজপাতা গাছে গলায় দড়ি জড়ানো অবস্থায় এক ব্যক্তিকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখা যায়। পুলিশ জানায়, মৃত ব্যক্তির নাম ঝড়েন দেবশর্মা (৪৩)।

কালিয়াগঞ্জ থানার আইসি দেবব্রত মুখার্জি বলেন, 'মৃত ব্যক্তির দেহ ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হওয়া একটি হেডফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।' মৃতের ভাইপো পবিত্র দেবশর্মা বলেন, 'এদিন খুব সকালে আমার বাবা ভদন দেবশর্মা একটি তেজপাতা গাছের ডালে ঝুলন্ত অবস্থায় কাকাকে দেখতে পান। আচমকা এমন দৃশ্য দেখে বাবা চিৎকার করে সবাইকে ডাকতে থাকেন। ঘুম ভেঙে আমি ঘটনাস্থলে যাই। কাকার ঝুলন্ত দেহের পায়ের পাশে এলাকার বাসিন্দা বিকাশ দেবশর্মার ব্যবহৃত হেডফোন পড়েছিল।' পুলিশ সোমবার এসে ওই জায়গাটি চিহ্নিত করে গিয়েছে। মৃতের ভাইপোর দাবি, ঘটনার পর এলাকা থেকে উধাও বিকাশ দেবশর্মা।

ঝুলন্ত দেহ

হেমতাবাদ, ৭ অক্টোবর : এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল হেমতাবাদের বাঙালবাড়ি পঞ্চায়েতের ইসলামপুর গ্রামে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠায়। মৃতের নাম কৃষ্ণ বর্মন (৩৫)। তিনি পেশার নির্মাণ শ্রমিক। বাড়ি স্থানীয় এলাকায়। হেমতাবাদ থানায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

দুঃস্থদের বস্ত্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৭ অক্টোবর : দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে হরিশ্চন্দ্রপুরের দু'টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার যৌথ উদ্যোগে দুঃস্থ বৃদ্ধ ও খুদেদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। সোমবার হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকায় ১৫০ জন বৃদ্ধাকে শাড়ি ও ৫০ জন খুদের হাতে পুজোর জামা তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন হরিশ্চন্দ্রপুর-১ নম্বর ব্লকের যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মহম্মদ আলি রুমি, হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ অফিসার বিকাশ শুক্লা প্রমুখ।

বাঁধের উপর দিয়ে মণ্ডপের পথে। সোমবার গাজোলের অহরা এলাকায় ছবিটি তুলেছেন পঙ্কজ ঘোষ।

স্বাস্থ্যকর্মীদের চেষ্টায় তেলেঙ্গানার বৃদ্ধ ফিরলেন বাড়ি

পথ ভুলে কাশীর বদলে বালুরঘাট

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ৭ অক্টোবর : যাওয়ার কথা ছিল কাশী। ভুল করে চলে এসেছিলেন বালুরঘাট স্টেশনে। তারপর থেকে স্টেশন ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন এক বৃদ্ধ। বিষয়টি নজরে আসতেই পুলিশ ওই বৃদ্ধকে উদ্ধার করে বালুরঘাট জেলা হাসপাতাল ভর্তি করেন। তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছিল প্রায় ১০ হাজার টাকা। সবার সঙ্গে কথাও বলছিলেন। কিন্তু ভাষা সমস্যার কারণে তা বুঝতে পারছিলেন না বালুরঘাটের চিকিৎসক, নার্স কিংবা স্বাস্থ্যকর্মীরা। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর অবশেষে গত সপ্তাহের শেষদিকে বৃদ্ধের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে পুলিশ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। শেষ পর্যন্ত সোমবার চতুর্থীর দিন পরিবারের লোকজন হাসপাতালে আসেন। আইনি প্রক্রিয়া মেনে ওই বৃদ্ধকে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। দীর্ঘদিন পর পরিবারের লোকদের কাছে পেয়ে খুশি বৃদ্ধও। তাঁর নাম লক্ষ্মীনারায়ণ(৭৮)। বাড়ি তেলেঙ্গানার হায়দরাবাদে।

গত ২৫ সেপ্টেম্বর বালুরঘাট রেল স্টেশন থেকে লক্ষ্মীনারায়ণবাবুকে উদ্ধার করে জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেই সময় তিনি গুরুতর জখম ছিলেন। চিকিৎসায় ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠেন তিনি। তবে সুস্থ হলেও তাঁর নাম ও পরিচয় জানা ছিল খুব সমস্যার। কারণ, তিনি তেলেগু ছাড়া কোনও ভাষা বলতে কিংবা বুঝতে পারেন না। শেষ পর্যন্ত হাসপাতালের নার্স অপর্ণা বর্মন ও কর্মী সঞ্জীব বিশ্বাসের অক্লান্ত পরিশ্রমে বৃদ্ধের নাম, পরিচয় ও বাড়ির খবর পাওয়া যায়। এরপর পুলিশের সহায়তায় পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। এদিন হাসপাতালে পৌঁছান পরিবারের লোকেরা। দুপুরে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে লক্ষ্মীনারায়ণবাবুকে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন হাসপাতাল সুপার কৃষ্ণেন্দুবিকাশ বাগ সহ অন্যান্য কর্মীরা। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অনুমান, ওই বৃদ্ধকে মাদক জাতীয় কিছু খাইয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাঁর শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন ছিল। তবে এখন সুস্থ রয়েছেন তিনি।

ঘটনাক্রম

- কাশীর উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন লক্ষ্মীনারায়ণ
- গত ২৫ সেপ্টেম্বর বালুরঘাট স্টেশনে তিনি অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার হন
- ভাষার সমস্যার কারণে জানা যাচ্ছিল না তাঁর নাম পরিচয়
- অবশেষে অনেক প্রচেষ্টার পর পুলিশ ও স্বাস্থ্যকর্মীরা তাঁর ঠিকানা খুঁজে বের করে
- সোমবার তাঁকে তাঁর ঠিকানায় পৌঁছে দেওয়া হয়

বৃদ্ধের নাতি গৌরীশংকর বলেন, 'কাশী যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল দাদু। ভুল করে হয়তো এখানে চলে এসেছে। আমরা দাদুর খোঁজ পাচ্ছিলাম না। পরে পুলিশের কাছ থেকে দাদুর খোঁজ পাই। আজ আমরা হাসপাতালে আসি। দাদুকে আমাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ধন্যবাদ জানাই পুলিশ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে।'

হাসপাতালের সুপার কৃষ্ণেন্দুবিকাশ বাগ বলেন, 'ওই বৃদ্ধকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়েছিল পুলিশ। সেই সময় খুব অসুস্থ ছিলেন তিনি। বর্তমানে অনেকটাই সুস্থ। তবে সুস্থ হলেও তাঁকে বাড়িতে পাঠানো যাচ্ছিল না। কারণ, ভাষার সমস্যা। তিনি আমাদের কোনও ভাষাই বুঝতে পারছিলেন না।

হাসপাতালের দুই কর্মীর প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত তাঁর পুরো পরিচয় পাওয়া যায়। গুগল ম্যাপ দেখে জায়গার নামও উদ্ধার হয়। এরপর পুলিশি সহযোগিতায় তাঁর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। আজ তাঁকে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।'

দিদির সঙ্গে ঝগড়ার পর বিষপানে বোনের মৃত্যু

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৭ অক্টোবর : দিদির সঙ্গে সামান্য ঝগড়া। তার জেরেই অভিমান। শেষ পর্যন্ত বিষপান করে আত্মঘাতী ১৩ বছরের কিশোরী। মাতৃপক্ষ চলাকালীন এই মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী থাকল হরিশ্চন্দ্রপুর থানার একটি প্রত্যন্ত গ্রাম। খবর পেয়ে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। ঘটনার প্রেক্ষিতে মন খারাপের আবহ গোটা গ্রামে।

মৃত কিশোরী স্থানীয় একটি স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী। পাড়া-পড়শিরা জানাচ্ছেন, সম্প্রতি ওই ছাত্রী এলাকারই একটি ছেলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ে। সোমবার বিকেলে বোনকে মোবাইল ফোনে কথা বলতে দেখে সন্দেহ হয় দিদির। এই বয়সেই প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়লে বোনের পড়াশোনার ক্ষতি হবে চিন্তা করে বকাবকি করে সে। এতেই অভিমান হয় বোনের। দিদির বকা খাওয়ার পর সে চুপচাপ হয়ে যায়। কারও সঙ্গে কথাও বলেনি। শেষ পর্যন্ত বাড়িতে থাকা ইঁদুর মারার বিষ পান করে সে। পরিবারের লোকজন বিষয়টি বুঝতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে স্থানীয় এলাকার একটি নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়া হয়। পরিস্থিতি আশঙ্কাজনক বুঝে প্রাথমিক চিকিৎসার পর সেখানকার চিকিৎসকরা ওই কিশোরীকে অন্যত্র রেফার করে দেন। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। মঙ্গলবার ভোরে মারা যায় কিশোরী।

মৃত কিশোরীর বাবা পেশায় গ্রামীণ চিকিৎসক। তিনি জানান, 'আমার তিন মেয়ে ও এক ছেলে। ও আমার ছোট মেয়ে। সোমবার আমি বাড়িতে ছিলাম না। সন্ধেয় শুনতে পাই, মেয়ে বিষপান করেছে। খবর পেয়েই বাড়ি ফিরে যাই। হাসপাতালে নিয়ে গেলে মঙ্গলবার ভোরে ও মারা যায়। দিদি সামান্য বকাঝকা করেছিল। তাতেই ওর এতো অভিমান হবে যে নিজেকে শেষ করে ফেলবে তা ভাবিনি।'

এই ঘটনায় হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলার রুজু করেছে।

মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়া গেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। তবে এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি।

ট্রাকের ধাক্কায় ভাঙল বাড়ির দেওয়াল

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৭ অক্টোবর : ঘরের মধ্যে ঘুমিয়ে ছিলেন পরিবারের সদস্যরা। আচমকা একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজোরে রাস্তার পাশে থাকা বাড়িটিতে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি। তবে ভেঙে পড়ে বাড়ির দেওয়ালের একাংশ। রবিবার রাতে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার রাঙ্গাইপুর বটতলা অঞ্চলে। ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির মালিকের দাবি, ট্রাকের চালক ঘুমিয়ে পড়ার কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির মালিক বিজয় মিশ্র জানান,'আমরা বাড়ির ভেতরের ঘরে সপরিবারে ঘুমিয়েছিলাম। তখন রাত বারোটা হবে। সেসময় বিকট শব্দে আমার বাড়ির দেওয়াল কেঁপে ওঠে। ভেবেছিলাম ভূমিকম্প হচ্ছে। এরপরই বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি, একটি ট্রাক রাস্তা থেকে নেমে এসে আমার বাড়ির দেওয়ালে ধাক্কা মেরেছে। ওই ট্রাকের চালক ঘুমিয়ে পড়েছিল বলে এই ঘটনা ঘটেছে। আমি চাই আমাকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক।'

স্থানীয় বাসিন্দা দীপক দাস অভিযোগ করে বলেন,'এইভাবে লাগামহীন গতিতে রাজ্য জাতীয় সড়কে বড় বড় গাড়ি যাতায়াত করছে। কিন্তু প্রশাসন উদাসীন। এই ঘটনায় প্রাণহানি হতে পারত। আমরা চাইব, পুলিশ আরও সজাগ হোক। না হলে রাজ্য সরকারের সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ প্রকল্প করে কী লাভ।'

চালক ঘুমিয়ে পড়ায় দুর্ঘটনা

দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি। সোমবার হরিশ্চন্দ্রপুরে। - সংবাদচিত্র

সোমবার গভীর রাতে তুলসীহাটা-ভালুকা রাজ্য সড়কে দ্রুতগতিতে ছুটে আসা একটি ট্রাক সজোরে গিয়ে ধাক্কা মারে রাস্তার পাশে থাকা স্থানীয় বাসিন্দা বিজয় মিশ্রের বাড়ির দেওয়ালে। গভীর রাতে বিকট শব্দে জেগে ওঠেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখতে পান,একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তা থেকে নেমে রাস্তার পাশে একটি বাড়ির দেওয়ালে ধাক্কা মেরেছে। খোঁজ নিয়ে দেখা যায়, চলন্ত অবস্থায় ওই ট্রাকের চালক ঘুমিয়ে পড়েছিল। তার ফলে এই কাণ্ড।

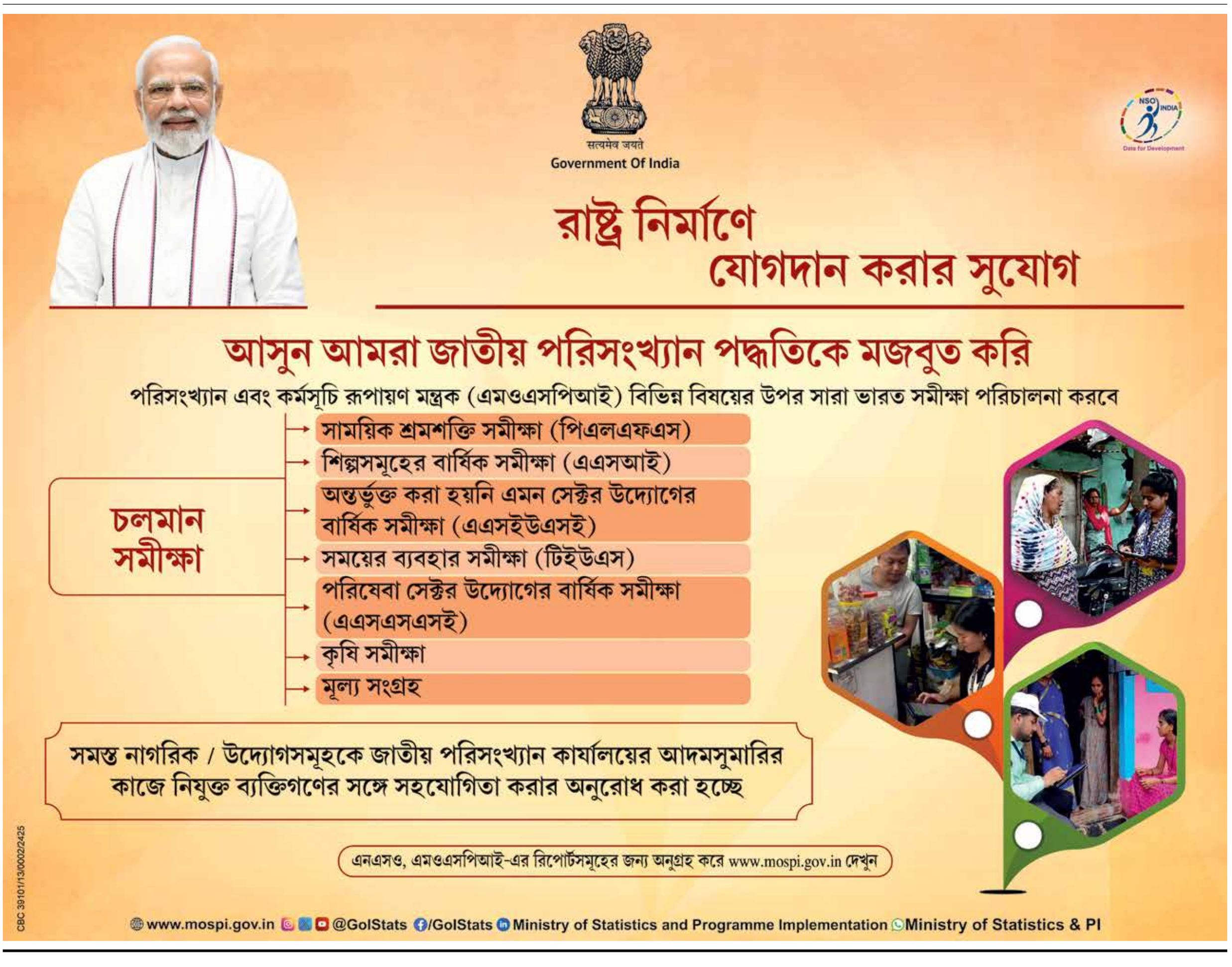

জমানো টাকা আত্মসাৎ করে নিখোঁজ তরুণ

বালুরঘাটে পুজোর মুখে বিপাকে মহিলারা

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ৭ অক্টোবর : পুজোর আগে প্রবল বিপাকে পড়লেন বালুরঘাট শহর লাগোয়া হাজিপুর এলাকার প্রায় দুশোজন গৃহবধূ। সাথি বদলপুর নামে একটি সংস্থায় তাঁদের জমানো বেশ কয়েক লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করে পালানোর অভিযোগ উঠেছে সংস্থার কর্তা স্থানীয় এক তরুণের বিরুদ্ধে। গত বছর মহালয়ার পর থেকে প্রতি সপ্তাহে সেই সংস্থায় নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা করে আসছিলেন ওই মহিলারা।

এই বছর মহালয়ার দিন থেকে তাঁদের জমানো অর্থ ফেরত পাওয়ার কথা ছিল কিন্তু আচমকা মোবাইল সুইচ অফ করে ওই তরুণের গায়েব হয়ে যাওয়ার ঘটনায় এখন বিপন্ন অবস্থা হাজিপুর এলাকার গৃহবধূদের মধ্যে। বছরভর জমানো অর্থ ফেরত না পাওয়ায় পুজোর আগে বিপাকে পড়েছেন তাঁরা। উপায় না পেয়ে এদিন বালুরঘাট থানায় এসে লিখিতভাবে অভিযোগও দায়ের করা হয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বালুরঘাট শহর লাগোয়া ডাঙা পঞ্চায়েতের হাজিপুর এলাকার শতাধিক মহিলা গত কয়েক বছর ধরে স্থানীয় একটি সংস্থায় অর্থ জমা করছেন। ওই মহিলারা জানান, প্রতি বছর মহালয়ার দিন থেকে পরের মহালয়া পর্যন্ত টাকা জমা দেওয়ার নিয়ম ছিল ওই সংস্থায়। পরের মহালয়ায় একেবারে সুদ সমেত অর্থ ফেরত পেতেন তাঁরা। শেষ পাঁচ বছরে সমস্যা না হলেও এই বছরই প্রথম তারা বিপাকে পড়েছেন। বালুরঘাট থানার আইসি শান্তিনাথ পাঁজা বলেন, 'অভিযোগ পেলে বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হবে।'

> মহালয়ার দিন জমানো টাকা তোলার জন্য আমরা ওই সংস্থার লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি। কিন্তু তখন জানতে পারি, আমাদের সকলের টাকা আত্মসাৎ করে সংস্থার দায়িত্বে থাকা এক তরুণ নিখোঁজ হয়ে গিয়েছে।
>
> **পল্লবী সরকার,** গৃহবধূ

স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের জালে ঝাড়খণ্ডের পাচারকারী

কালিয়াচক, ৭ অক্টোবর : পুজোর মুখে ফের উদ্ধার জাল নোট। গ্রেপ্তার ঝাড়খণ্ডের এক পাচারকারী। সোমবার কালিয়াচকের জালালপুর স্ট্যান্ডের কাছ থেকে এসটিএফ তাকে গ্রেপ্তার করে। তার কাছ থেকে এক লক্ষ ৯৫ হাজার টাকার ভারতীয় জাল নোট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সেইসঙ্গে পাওয়া গিয়েছে পাঁচ হাজার টাকার আসল নোটও। ধৃতের নাম রামনরেশ সিং ওরফে নরেশ টাকলা (৫৫)। বাড়ি ঝাড়খণ্ডের পালামুর সিলদিয়া কালান এলাকায়। ধৃত পাচারকারীর দাবি, গোলাপগঞ্জের এক ব্যক্তির কাছ থেকে ৮০ হাজার টাকার বিনিময়ে সে জাল নোটগুলি সংগ্রহ করেছিল। ধৃত পাচারকারীকে সোমবার মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে।

কালিয়াচকের জালালপুর স্ট্যান্ডের কাছে সে অপেক্ষা করছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এসটিএফের একটি দল হানা দিয়ে তাকে ধরে ফেলে। তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় এক লক্ষ ৯৫ হাজার টাকার জাল নোট। জাল নোটগুলি সবই ৫০০ টাকার।

কালিয়াচক

সেইসঙ্গে পাঁচ হাজার টাকার আসল নোটও পাওয়া গিয়েছে। ধৃতের নামে কালিয়াচক থানায় এনডিপিএস ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কালিয়াচকের এসডিপিও ফয়সাল রাজা বলেন, 'জাল নোট সহ এসটিএফ ভিনরাজ্যের এক পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশি হেপাজতের আবেদন জানিয়ে ধৃতকে সোমবার মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে।'

ধৃত নরেশ টাকলা স্বীকার করেছে, 'সুদীপ সরকার নামে গোলাপগঞ্জ এলাকার এক বাসিন্দার কাছ থেকে ৮০ হাজার টাকার বিনিময়ে এই জাল নোটগুলি সে সংগ্রহ করে। ঝাড়খণ্ডের দুজন পাচারকারী তাকে কালিয়াচকের পাঠায়। পালামুর নন্দী ও সাহু নামে দুজন তাকে এই টাকা নিয়ে যাওয়ার জন্য সমস্ত তথ্য দিয়ে কালিয়াচকে পাঠিয়েছে বলে দাবি করে। তার দাবি সে শুধু পাচারকারী হিসেবে হিসাবে কাজ করে।'

যতবার দেখি মাগো তোমায়, সাধ মেটে না। সোমবার মালদার দিলীপ স্মৃতি সংঘের প্রতিমা। - স্বরূপ সাহা

পুলিশ পরিবারের কৃতীদের স্কলারশিপ

বালুরঘাট, ৭ অক্টোবর : প্রত্যেক বছরের মতো এবছরও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশের তরফে পুলিশ পরিবারের কৃতী সন্তানদের হাতে স্কলারশিপ তুলে দেওয়া হল। সোমবার দুপুরে বালুরঘাট পুলিশলাইনে একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে প্রায় ৪৪ জন কৃতীর হাতে স্কলারশিপের টাকা তুলে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও চাকরি থেকে অবসরপ্রাপ্ত এক মহিলা পুলিশকর্মীর হাতে সরকারি সুযোগসুবিধা ও আর্থিক সহায়তা তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কার্তিকচন্দ্র মণ্ডল সহ অন্য পুলিশ আধিকারিকরা। এদিন সিভিক থেকে পুলিশকর্মীর পরিবারের হাতে চেক তুলে দেওয়া হয়।

পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় আহত দুই

বালুরঘাট, ৭ অক্টোবর : পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় আহত হলেন টোটোচালক ও যাত্রী। ঘটনাটি বালুরঘাট এলাকার কুরমাইল এলাকার। আহত দুজনকেই বালুরঘাট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহত টোটোচালকের নাম বিপুল বর্মন। সোমবার তিনি যাত্রী নিয়ে যাওয়ার সময় একটি পিকআপ ভ্যান টোটোতে ধাক্কা মারে। ঘটনার পর পিকআপ ভ্যানচালকের বিরুদ্ধে বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন আহত টোটোচালকের বাবা অনিল বর্মন।

চোরাই সামগ্রী আটক, ধৃত ১

বালুরঘাট, ৭ অক্টোবর : চোরাই সামগ্রী সহ এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল বালুরঘাট থানার পুলিশ। ধৃতের নাম প্রদীপ রবিদাস। বাড়ি বালুরঘাট ব্লকের রায়নগর এলাকায়। পুলিশ চোরাই সামগ্রী উদ্ধার করেছে। ধৃতকে সোমবার বালুরঘাট জেলা আদালতে পাঠায়। ধৃতের বিরুদ্ধে আগেও বেশ কয়েকটি চুরির মামলা রয়েছে।

বাবা-মাকে নির্যাতনে গ্রেপ্তার ছেলে

রায়গঞ্জ, ৭ অক্টোবর : দুর্গাপুজোর মুখে বাবা-মাকে নির্যাতন করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় গুণধর ছেলেকে গ্রেপ্তার করল রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃতের নাম মলয় দাস (৪৮)। বাড়ি রায়গঞ্জ শহরের ইন্দিরা কলোনিতে। ধৃতের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। সোমবার ধৃতকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে শর্তসাপেক্ষে জামিন দেন। অভিযোগ, বসতবাড়ির জমি ছেলের নামে লিখে না দেওয়ায় যাবতীয় গণ্ডগোলের সূত্রপাত। রবিবার রাতে রায়গঞ্জ থানায় এই বিষয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত ছেলেকে গ্রেপ্তার করে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ।

রায়গঞ্জ

বালুরঘাটে মোতায়েন জোড়া পিঙ্ক ভ্যান

বালুরঘাট, ৭ অক্টোবর : আরজি কর ঘটনার পর রাজ্যজুড়ে নারী নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এমন পরিস্থিতিতে নারীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে একাধিক উদ্যোগ নিয়েছে প্রশাসন। আসন্ন দুর্গাপুজোয় নারী নিরাপত্তা জোরদার করতে সোমবার দুপুরে বালুরঘাট পুলিশলাইন থেকে দুটি পিঙ্ক মোবাইল ভ্যানের সূচনা করা হল। এদিন সবুজ পতাকা নাড়িয়ে মোবাইল ভ্যানগুলির সূচনা করেন জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কার্তিকচন্দ্র মণ্ডল, ডিএসপি ডিইবি রাহুল বর্মন সহ অন্যরা। দুটি পিঙ্ক মোবাইল ভ্যানের একটি বালুরঘাট এবং অপরটি গঙ্গারামপুরে থাকবে। পুজোর দিনগুলিতে শহরজুড়ে পিঙ্ক মোবাইল ভ্যান দুটি ঘুরবে। উইনার্স টিমের মহিলা পুলিশকর্মীরা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় নজরদারি চালাবে। ভ্যানের সঙ্গে পুলিশের নম্বর দেওয়া হয়েছে। বিপদে পড়লে ওই নম্বরে ফোন করলেই দ্রুত পৌঁছে যাবে টিম। সারা বছরই এই টিম রাস্তায় ঘুরবে।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল বলেন, 'আজ দুটো পিঙ্ক মোবাইল ভ্যানের সূচনা করা হল। উইনার্স বাহিনীর আরও শক্তি বাড়িয়ে ১৫ থেকে ২৪ জন করা হল। পিঙ্ক মোবাইল ভ্যানে মোট ৪০ জন থাকছে। পুজোর দিনগুলোতে জেলাজুড়ে প্রায় ৬ হাজার পুলিশকর্মী মোতায়েন থাকবে।'

কাউন্সেলিংয়ে সমস্যায় উঃ দিনাজপুরের চাকরিপ্রার্থী

কমিশনের তালিকায় স্কুল থাকলেও শূন্যপদে বিভ্রান্তি

রাহুল দেব

রায়গঞ্জ, ৭ অক্টোবর : আট বছরের বেশি সময় ধরে ঝুলে থাকার পর অবশেষে শুরু হয়েছে উচ্চ প্রাথমিকে নিয়োগের কাউন্সেলিং। পুজোর আগে বাংলামাধ্যম বাদে বাকি মাধ্যমের কাউন্সেলিং দু'দিন হয়েছে। পুজোর পর আবার কাউন্সেলিং শুরু হবে। এই কাউন্সেলিংয়েই গুরুতর সমস্যায় পড়েছেন উত্তর দিনাজপুরের এক চাকরিপ্রার্থী। রায়গঞ্জ শহরের বাসিন্দা সুমন দাস হিন্দি মাধ্যমে ইতিহাস বিষয়ের কাউন্সেলিংয়ে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ব্লকের একটি জুনিয়ার হাইস্কুল বাছাই করেন। কিন্তু স্কুল বাছাইয়ের পর জানতে পারেন, ওই স্কুলে সেই বিষয়ে শূন্যপদই নেই। ফলে তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না এখন কী করবেন।

গত ৪ অক্টোবর কাউন্সেলিংয়ে আলিপুরদুয়ারের কালচিনি ব্লকের হিন্দি মাধ্যমের জুনিয়ার হাইস্কুল বাছাই করেছিলেন সুমন। কালচিনি চৌপথি থেকে ওই স্কুলের দূরত্ব প্রায় পাঁচ কিলোমিটার। সোমবার সুমন জানান, 'কাউন্সেলিংয়ে ওই স্কুল বাছাইয়ের পর স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানতে পারি, সেখানে আমার বিষয়ে আমার ক্যাটিগোরিতে শূন্যপদই নেই। অথচ কমিশনের পাঠানো তালিকায় ওই স্কুলের নাম ছিল। এই বিষয়গুলো সতর্কতার সঙ্গে দেখা উচিত। এতে চাকরিপ্রার্থীদের ভীষণ সমস্যা হয়। তবে কমিশনের উপর আমার আস্থা রয়েছে। আশা করি সমস্যা সমাধানে কমিশন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।' কালচিনি ব্লকের ওই স্কুলে বর্তমানে একজন স্থায়ী শিক্ষক ও একজন অশিক্ষক কর্মী রয়েছেন। আইসিটি হিসাবেও একজন শিক্ষক রয়েছেন। সেখানে এসটি ক্যাটিগোরিতে সোশ্যাল সায়েন্স এবং জেনারেল ক্যাটাগোরিতে পিওর সায়েন্সে একটি করে শূন্যপদ রয়েছে। স্কুলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৯৩ জন। তেমনটাই জানা যাচ্ছে।

উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন আলিপুরদুয়ারের জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) আশানুল করিম। সোমবার তিনি বলেন, 'ওই স্কুলে হিন্দি মাধ্যমে ইতিহাস বিষয়ের শূন্যপদ না থাকলেও আমাদের আরও ২৯টি হিন্দি মাধ্যমের স্কুল রয়েছে। আমরা স্কুল সার্ভিস কমিশনকে সেই বিষয়ে প্রস্তাব পাঠাব। কোনও স্কুলে শূন্যপদ না থাকার জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ যদি কোনও চাকরিপ্রার্থীকে প্রত্যাখ্যান করে, সেক্ষেত্রে যেখানে শূন্যপদ আছে তারা গ্রহণ করবে। আমরা কমিশনকে সেই প্রস্তাব পাঠাতে চলেছি।'

অভিযোগ

- গত ৪ অক্টোবর কাউন্সেলিংয়ে আলিপুরদুয়ারের কালচিনি ব্লকের হিন্দি মাধ্যমের জুনিয়ার হাইস্কুল বাছাই করেছিলেন রায়গঞ্জ শহরের সুমন দাস
- কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে সুমন জানতে পারেন, তাঁর ক্যাটিগোরিতে ওই স্কুলে শূন্যপদই নেই। অথচ কমিশনের পাঠানো তালিকায় ওই স্কুলের নাম ছিল

ব্ল্যাকমেল, গ্রেপ্তার

এক গৃহবধূর নগ্ন দেহ গোপন ক্যামেরায় তুলে তাঁকে ব্ল্যাকমেল করার অভিযোগ উঠেছে প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে। সোমবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড় থানার পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে।

ধর্ষণে ধৃত নাবালক

দক্ষিণ কলকাতার হরিদেবপুরের জোকায় এক তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগে এক নাবালককে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। অভিযোগ, ওই তরুণীর বাড়িতে গিয়ে তাঁকে ধর্ষণ করা হয়।

ঝলমলে আকাশ

কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়ার উন্নতি হয়েছে। সোমবার দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্র ছিল ঝলমলে আকাশ। পুজোর মধ্যে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা ক্ষীণ, দাবি আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের।

পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা

নিউটাউনে নাবালিকাকে নির্যাতনের ঘটনায় পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ নির্যাতিতার মা। ঘটনার এক মাস কেটে গেলেও হয়নি সোয়াব টেস্ট।

অভিযোগের তির রাজ্য সরকারি সংস্থার বিরুদ্ধে

খনিতে বিস্ফোরণে মৃত ৯

কলকাতা ও দুবরাজপুর, ৭ অক্টোবর : চতুর্থীতেই বিষাদের সুর। ২৪ ঘণ্টা পরই যখন পুজোর বাদ্যি বেজে ওঠার কথা তখন বীরভূমের আকাশে বাতাসে শুধুই কান্নার রোল, স্বজনহারানোর হাহাকার।

সোমবার সকালে জেলার খয়রাশোল ব্লকের লোকপুর থানার গঙ্গারামচক-ভাদুলিয়া খোলামুখ কয়লাখনিতে ডিটোনেটর বিস্ফোরণে ঘটনাস্থলেই ন'জনের মৃত্যু হল। জখম হলেন আরও দশজন। তাঁদের স্থানীয় খয়রাশোল ব্লক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঘটনাস্থলে যান বীরভূমের জেলা শাসক বিধান রায়, পুলিশ সুপার রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, দুবরাজপুরের বিজেপি বিধায়ক অনুপ সাহা। ডিএম-এসপি এনিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি। এদিন দুপুরে কলকাতায় সাংবাদিক বৈঠক থেকে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ এব্যাপারে জেলা প্রশাসনের কাছে রিপোর্ট তলব করেছেন। তিনি জানান, মৃতদের পরিবারপিছু ৩২ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ ও পরিবারের একজনকে চাকরি দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, খয়রাশোলের এই খনিটি রাজ্য সরকারি সংস্থা পিডিসিএলের লিজ নেওয়া। তাদের গাফিলতিতে এই মৃত্যু বলে স্থানীয়দের অভিযোগ।

ঘটনায় জেলা প্রশাসনকে রিপোর্ট দিতে বলল নবান্ন। দ্রুত উদ্ধারকাজ চালানোর পাশাপাশি আহতদের চিকিৎসায় কোনও গাফিলতি না হয়, তা দেখতেও বলা হয়েছে। দুর্ঘটনা সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, 'আশা করি, সরকার সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবে।' একইসঙ্গে তিনি বলেন, 'সম্প্রতি বীরভূমের মহম্মদবাজারে ৮১ হাজার জিলেটিন স্টিক উদ্ধার হয়েছিল। যে ঘটনার তদন্ত ইতিমধ্যেই শুরু করেছে এনআইএ। এর সঙ্গে এই খনি দুর্ঘটনার কোনও সম্পর্ক আছে কিনা, তদন্তে সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখুক প্রশাসন।' ঘটনায় যাঁরা মারা গিয়েছেন, তাঁরা কয়লাখনির শ্রমিক ছিলেন নাকি বাইরে থেকে এসেছিলেন, তা নিয়ে রিপোর্ট তলব করেছে নবান্ন। ইতিমধ্যেই বীরভূম জেলার জেলা শাসকের সঙ্গে কথা বলেছেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। এই নিয়ে পুলিশ সুপারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার।

স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ ডিটোনেটর ও জিলেটিন স্টিক বোঝাই একটি গাড়ি খনির মুখে এসে দাঁড়ায়। কর্মরত শ্রমিক ও ওভারম্যানরা গাড়ি থেকে ওই বিস্ফোরক নামানোর সময় অসাবধানতায় বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরকবোঝাই গাড়িটি তছনছ হয়ে যায়। প্রচণ্ড আওয়াজে কেঁপে ওঠে এলাকা। মুহূর্তে তালগোল পাকিয়ে যায় বাস্তবপুরের বাসিন্দা সোমলাল হেমব্রম (২৮), জয়দেব মুর্মু (৩২), রবিলাল মারান্ডি (২৮), মঙ্গল মারান্ডি (২৯), লুকেশ্বর হেমব্রম (২৭), দেবগঞ্জ গ্রামের যুদ্ধ মারান্ডি (৩২), বিস্ফোরকবোঝাই গাড়ির চালক পলপাই গ্রামের ভজহরি ঘোষ (৩৫), পশ্চিম বর্ধমানের কাজোড়া গ্রামের ওভারম্যান অমৃত সিং ও আরও একজন ওভারম্যান আশরাফ যাদবের দেহ। সবাই ঘটনাস্থলে প্রাণ হারান। তাঁদের শনাক্ত করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। শিবানী হেমব্রম জানান, তিনি তাঁর পরিবারের লোককে পোশাক দেখে শনাক্ত করেন। শরীরে মাথা, হাত নেই, দুই পা দলা পাকিয়ে মাংসের তালে পরিণত হয়েছে। পেট থেকে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে পড়েছে। এ দৃশ্য দেখে নিহতদের অনেকেরই পরিবারের লোকজন ঘটনাস্থলেই জ্ঞান হারান।

ঘটনার পরই পিডিসিএল কর্তারা অফিসে তালা ঝুলিয়ে পালিয়ে যান। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যেতেই তাদের তিরধনুক তুলে তাড়িয়ে দেন আদিবাসী মানুষজন। তাঁদের দাবি, সংস্থার কর্তারা ক্ষতিপূরণ না দিলে দেহ তুলতে দেওয়া হবে না। ফলে, দেহগুলি সেখানে বহুক্ষণ পড়ে থাকে। পুজো শুরুর ২৪ ঘণ্টা আগে এই ঘটনায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় জনরোষ চরমে ওঠে। এদিন লোকপুর থানায় বিক্ষোভ দেখান দুবরাজপুরের বিজেপি বিধায়ক অনুপ সাহা। পুলিশ তাঁকে আটক করে। খয়রাশোল ব্লক হাসপাতালে জখমদের মধ্যে দুজনের অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় সিউড়ি সদরের সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল ও পরে দুর্গাপুরের মিশন হাসপাতালে পাঠানো হয়।

এপ্রসঙ্গে নাকড়াকোন্দা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান লুৎফুর রহমানের অভিযোগ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী দিয়ে কাজ না করানোর জন্যই এতগুলি মানুষের প্রাণ গেল। কয়লা তোলার জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি না মানায় এই ঘটনা ঘটেছে।

বিস্ফোরণে ঘনিষ্ঠদের হারিয়ে শোকার্ত পরিবার। (পাশে) ক্ষতবিক্ষত গাড়ি। সোমবার। - অশোক মণ্ডল

সিবিআই চার্জশিটে অস্বস্তিতে বিজেপি

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৭ অক্টোবর : সিবিআই চার্জশিটে অস্বস্তিতে বিজেপি। আরজি কর কাণ্ডে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় রাজ্য সরকার ও পুলিশ প্রকৃত অপরাধীকে আড়াল করতে চাইছে বলে দাবি করে সিবিআই তদন্ত দাবি করেছিল বিজেপি। ডাক্তার-ছাত্রীর ধর্ষণ ও খুনে সঞ্জয় রায় নামে এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই গ্রেপ্তার করে কলকাতা পুলিশ। কিন্তু বিজেপি দাবি করেছিল, প্রকৃত অপরাধীকে আড়াল করতে সঞ্জয়কে বলির পাঁঠা করা হচ্ছে। এরপরেই তদন্তে নেমে আরজি করের অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে গ্রেপ্তার করে সিবিআই। ঘটনার সঙ্গে যুক্ত সন্দেহে একাধিক আধিকারিক ও স্বাস্থ্যকর্তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তারা। কিন্তু শেষমেশ এদিন আদালতে সিবিআইয়ের চার্জশিটে মূল অভিযুক্ত হিসেবে একমাত্র সঞ্জয় রায়ের নামই সামনে আসায় চূড়ান্ত অস্বস্তিতে পড়েছে বিজেপি। সিবিআইয়ের চার্জশিট প্রসঙ্গে এদিন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের কথাতেই তা স্পষ্ট।

সুকান্ত বলেছেন, 'আমি এই চার্জশিট মানতে পারছি না। আরজি করের ঘটনায় সঞ্জয় একাই অপরাধী এটা মেনে নেওয়া যায় না।' তবে একই সঙ্গে আরজি করের ঘটনায় পুলিশ প্রশাসনের মাধ্যমে তথ্যপ্রমাণ লোপাটের অভিযোগকেও এদিন সিবিআই প্রশ্নে ঢাল করতে চেয়েছেন সুকান্ত। এদিন সুকান্ত ফের দাবি করেছেন, প্রকৃত অপরাধীদের আড়াল করার জন্য ঘটনার পরেই যেভাবে তথ্যপ্রমাণ লোপাট করা হয়েছিল, তার সুবাদে অনেকেই ফাঁক গলে পালাতে পারে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর মতে, সিবিআই আরজি কর কাণ্ডে খুন ও ধর্ষণ, আর্থিক দুর্নীতি ও তাকে ঘিরে চক্রান্ত নিয়ে তদন্ত করছে। এর মধ্যে একটি মামলায় চার্জশিট হয়েছে। তা নিয়ে এত বিচলিত হওয়ার মতো কিছু নেই। শুভেন্দু বলেন, 'এটাই একমাত্র চার্জশিট নয়, এরপরেও সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট হতেই পারে। সিবিআই তদন্তের জন্যই মুখ্যমন্ত্রী ঘনিষ্ঠ সন্দীপ ঘোষ গ্রেপ্তার হয়েছেন। সিবিআই তদন্ত সঠিক পথেই এগোচ্ছে।' রাজনৈতিক কারণেই বিজেপিকে কটাক্ষ করতে সিবিআইয়ের চার্জশিটকেই হাতিয়ার করেছে তৃণমূল। তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, 'যাঁরা সিবিআই চেয়েছিলেন তাঁরা দেখুন, মূল ধর্ষণ, খুনের মামলায় শুধু সঞ্জয় রায়ের নামে চার্জশিট দিল সিবিআই। যাকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কলকাতা পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল। কুণালের মতে, হয়তো পরে অভিযুক্তের তালিকায় আরও নাম জুড়বে। কিন্তু কলকাতা পুলিশ যে সঠিক পথেই এগোচ্ছিল, সিবিআইয়ের চার্জশিটই তার প্রমাণ।

আরজি কর কাণ্ড

তৃণমূলের এই সমালোচনায় অস্বস্তিতে পড়েছে বিজেপি। রাজনৈতিক মহলের মতে, বিজেপির অবস্থা এখন শাঁখের করাতের মতো। সিবিআই প্রশ্নে বিজেপি না পারছে কড়া কোনও মন্তব্য করতে না পারছে তাকে সমর্থন করতে।

পার্থর জামিনের রায়দান স্থগিত

কলকাতা, ৭ অক্টোবর : কলকাতা হাইকোর্টে নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় প্রাক্তনমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিনের আবেদনের শুনানি সোমবার শেষ হল। আপাতত রায়দান স্থগিত রয়েছে। বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি অপূর্ব রায়ের ডিভিশন বেঞ্চে পার্থ চট্টোপাধ্যায়, কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়, সুবীরেশ ভট্টাচার্য সহ শিক্ষা দপ্তরের একাধিক আধিকারিকের জামিন মামলার শুনানি এদিন শেষ হয়। সব পক্ষের বক্তব্য শোনাও শেষ হয়েছে। পুজোর পরে আদালত চালু হলে এই মামলার রায়দান করা হবে।

উল্লেখ্য, ২০২২ সালের ২২ জুলাই গ্রেপ্তার হন পার্থ। তাঁদের আইনজীবীদের দাবি, সিবিআই তদন্ত চলছে বলে ট্রায়াল শুরু হয়নি। অন্তত ট্রায়াল শুরু করা হোক। সিবিআইয়ের বক্তব্য, মামলাগুলিতে ১৩৭ জন সাক্ষী রয়েছেন। এখনও তদন্ত চলছে।

বাংলাকে টেক্কা ত্রিপুরার পদ্মের

কলকাতা, ৭ অক্টোবর : আয়তনে ছোট হয়েও দলীয় সদস্য সংগ্রহে বাংলাকে টেক্কা দিচ্ছে ত্রিপুরা। ২ মাস কেটে গেলেও, সদস্য সংগ্রহের কাজ যেখানে এখনও শুরুই করতে পারেনি বাংলা, সেখানে বাংলার তুলনায় দ্বিগুণ লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ইতিমধ্যেই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখিয়েছে ত্রিপুরা। গত ২ সেপ্টেম্বর থেকে সারা দেশের সঙ্গে ত্রিপুরাতেও সদস্য অভিযান শুরু হয়েছে বিজেপির। সম্প্রতি, সদস্য অভিযানে ত্রিপুরা গিয়েছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। গত ২৯ নভেম্বর থেকে ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত ত্রিপুরার আগরতলা, ত্রিপুরা সদর, ধলাই ও খোয়াই জেলার সদস্য অভিযানে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন তিনি। দিলীপের মতে, 'আয়তন ও জনসংখ্যার বিচারে রাজ্য হিসাবে বাংলার তুলনায় যথেষ্ট ছোট হলেও সদস্য অভিযানে বাংলাকে ইতিমধ্যেই অনেকটা পিছনে ফেলে দিয়েছে ত্রিপুরা। আমাদের এখানে সদস্য সংগ্রহের কাজ এখনও শুরুই করা যায়নি।'

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এবার রাজ্যকে বুথ পিছু গড়ে ১৫০ থেকে ২০০ সদস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা দিয়েছে কেন্দ্র। অন্যদিকে ত্রিপুরায় বুথপিছু গড়ে ৪০০ সদস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয়েছে। সেই কাজে ইতিমধ্যেই অনেকটাই সফল ত্রিপুরা বিজেপি। রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক দীপক বর্মনও স্বীকার করেছেন, বিশেষ পরিস্থিতির জন্য রাজ্যে সদস্য সংগ্রহের কাজ ২ মাস পিছিয়ে দিতে হয়েছে। পুজোর পরেই এই কাজ শুরু হবে। গত ২০১৮-তে রাজ্যে দলের খাতায় কলমে সদস্য হয়েছিল ৮৮ লাখ। সেবার ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে প্রবল বিজেপি হাওয়ায় এ রাজ্যেও বিজেপির সদস্য বেড়েছিল।

প্লাবন বিধ্বস্ত ঘাটালে নদীপথে মণ্ডপমুখী দুর্গাপ্রতিমা। সোমবার। ছবি : চিত্ত মাহাতো

পুজোয় নাশকতা রুখতে সতর্কবার্তা পুলিশের

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৭ অক্টোবর : পুজোয় রাজ্যে হামলা চালাতে পারে বাংলাদেশি জঙ্গি সংগঠন জামাত-উল- মুজাহিদিন (বাংলাদেশ) বা জেএমবি। ইতিমধ্যেই গোয়েন্দা দপ্তরের কাছে এই ব্যাপারে নির্দিষ্ট তথ্য এসেছে। এরই প্রেক্ষিতে রাজ্যের সমস্ত জেলার পুলিশ সুপারদের সতর্ক করলেন রাজ্য পুলিশের এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) জাভেদ শামিম। জেলাগুলির সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে সোমবার পুজোর দিনগুলিতে সমস্ত পুলিশ কর্মীদের সতর্ক থাকতে পুলিশ সুপারদের যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিলেন।

বাংলাদেশে অশান্ত পরিবেশের মধ্যেই জেএমবির একটি দল সীমান্ত টপকে এরাজ্যে ঢুকেছে বলে পুলিশের কাছে খবর। কোচবিহারের চ্যাংরাবান্ধা, মালদার মহদিপুর, দক্ষিণ দিনাজপুরের হিলি, উত্তর ২৪ পরগনার পেট্রাপোল ও ঘোজাডাঙা সীমান্ত দিয়ে আলাদা আলাদাভাবে তারা রাজ্যে ঢুকেছে বলে গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরও এনিয়ে রাজ্যকে সতর্ক করেছে। সোমবার নবান্নে রাজ্য পুলিশের এডিজি জাভেদ শামিম রাজ্যের সমস্ত পুলিশ সুপার ও পুলিশ কমিশনারকে নিয়ে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন। সেখানে পুজোয় সর্বত্র নিরাপত্তা বাড়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও পুজোতে বারবার রাজ্যবাসীকে সতর্ক থাকতে বলেছেন। পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্তাদের বৈঠকেও তিনি এনিয়ে সতর্ক করেছেন। এরই মধ্যে গোয়েন্দা দপ্তরের এই ইনপুট রাজ্য পুলিশের হাতে এসেছে। সাতটি দলে ভাগ হয়ে জামাতের একটি গোষ্ঠী ভারতে ঢুকেছে। তাদের লক্ষ্য, জনসমাগম বেশি হয় এমন বড় পুজোমণ্ডপ। সেখানে বড় ধরনের বিস্ফোরণ ঘটানোর ছক কষেছে তারা। নবান্ন এই তথ্য পেয়েই সব জেলাকে সতর্ক করেছে। একইসঙ্গে বিএসএফের সঙ্গেও সমন্বয় বজায় রেখেছে রাজ্য পুলিশ। তারপরই সীমান্তে নজরদারি বাড়িয়েছে বিএসএফ।

রাজ্য পুলিশের এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) জাভেদ শামিম বলেন, 'পুজোয় সবরকম নাশকতা রুখতে রাজ্য পুলিশ সতর্ক রয়েছে। সর্বত্র অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। থাকছে সাদা পোশাকের পুলিশও। পুজো নির্বিঘ্নে কাটবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।'

নবান্ন সূত্রে খবর, তিনদিন আগেই গোয়েন্দা দপ্তর থেকে খবর আসে রাজ্য পুলিশের কাছে। সেখানেই জানা গিয়েছে, জামাত-উল-মুজাহিদিন-এর মূল লক্ষ্য পুজোয় রাজ্যে নাশকতা চালানো। বাংলাদেশে আওয়ামি লিগ সরকারের পতনের পর জামাত-উল-মুজাহিদিন বা জেএমবি যথেষ্ট সক্রিয় হয়েছে। ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের বহু জেলায় প্রতিমা ভাঙার ঘটনা ঘটেছে। লেখিকা তসলিমা নাসরিন নিজের সমাজ মাধ্যমে মুন্ডুহীন প্রতিমার ছবি পোস্ট করে ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন। এই পরিস্থিতিতে জামাতের পরিকল্পনা চিন্তা বাড়িয়েছে নবান্নের।

বিনীতের উত্তর তলব কোর্টের

নির্যাতিতার নাম প্রকাশ

কলকাতা, ৭ অক্টোবর : আরজি কর কাণ্ডে নির্যাতিতার নাম প্রকাশের অভিযোগে কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের কাছে উত্তর তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট। তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। সোমবার প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি বিভাস পট্টনায়কের ডিভিশন বেঞ্চে এর শুনানিতে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মীবর্গ ও প্রশিক্ষণ দপ্তরকেও যুক্ত করার নির্দেশ দেয়। বিনীত গোয়েল যেহেতু আইপিএস অফিসার, তিনি কেন্দ্রের ওই দপ্তরের আওতাধীন। তাই, তাঁর বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ করা হতে পারে তা দপ্তরকে হলফনামা দিয়ে জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রধান বিচারপতি জানান, শীর্ষ আদালতে আরজি কর সংক্রান্ত মামলা যেহেতু বিচারাধীন, তাই এই মুহূর্তে হাইকোর্ট আলাদা করে কি এই মামলা শুনতে পারে? এমন অভিযোগের ক্ষেত্রে একজন আইপিএস অফিসারের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ আনা যায় কি না তা হলফনামা দিয়ে কেন্দ্রের কর্মীবর্গ ও প্রশিক্ষণ দপ্তরকে জানাতে হবে। কেন্দ্রীয় আইন ও বিচারমন্ত্রককে কপি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি। পাশাপাশি প্রাক্তন পুলিশ কমিশনারের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে, সে বিষয়ে তাঁকেও হলফনামা দিয়ে আদালতে বক্তব্য জানাতে হবে। পুজোর পর অর্থাৎ ১৪ নভেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানি। ১৩ নভেম্বরের মধ্যে আবেদনকারী ও কেন্দ্র সহ মামলায় যুক্ত সব পক্ষকে হলফনামা জমা দিতে হবে।

অনশন মঞ্চে হস্তক্ষেপ নয় আদালতের

কলকাতা, ৭ অক্টোবর : ধর্মতলায় ৪৮ ঘণ্টারও বেশি আমরণ অনশনে বসেছেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। তাঁদের এই অবস্থানের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করতে চেয়ে প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি বিভাস পট্টনায়কের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। তবে সুপ্রিম কোর্টে এই মামলা বিচারাধীন থাকায় এখনই এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করল না আদালত। আবেদনকারীদের আর্জি, ধর্মতলায় ওই স্থানে অবস্থানের জন্য যাতায়াত ও নানা ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হচ্ছে। তাই, রাস্তার একপাশে মঞ্চ সরানোর আবেদন করা হয়। কিন্তু সেই আবেদনে সাড়া দেয়নি প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ।

সোমবারই বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি মামলা দায়েরের অনুমতি দেন। মঙ্গলবার শুনানির সম্ভাবনা।

যৌন হেনস্তায় এসআই গ্রেপ্তার

কলকাতা, ৭ অক্টোবর : থানার ভিতরেই এক মহিলা সিভিক ভলান্টিয়ারকে যৌন হেনস্তার অভিযোগে অভিযুক্ত পার্ক স্ট্রিট থানার এসআইকে গ্রেপ্তার করা হল। বিভাগীয় তদন্তের পর তাঁর বিরুদ্ধে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। রবিবার ওই মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে বিভাগীয় তদন্তের পদক্ষেপ নেওয়া হয় ও তাঁকে ক্লোজ করা হয়। সোমবার অভিযুক্ত ওই পুলিশ আধিকারিককে গ্রেপ্তার করা হয়।

ওই মহিলা সিভিক ভলান্টিয়ারকে পার্ক স্ট্রিট থানার তিনতলার রেস্ট রুমে ডেকে পাঠান অভিযুক্ত। তাঁকে পুজোর পোশাক দেওয়ার অছিলায় অশালীনভাবে স্পর্শ করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনাটি কর্তব্যরত অফিসারকে জানানোর পরও অভিযোগ নেওয়া হয়নি। তাই প্রশাসনের শীর্ষকর্তাদের স্পিড পোস্টে অভিযোগ জানান ওই মহিলা। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর সিসিটিভি ফুটেজ ও অভিযোগের সত্যতা খতিয়ে দেখে ওই পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হয়েছে।

পার্ক স্ট্রিট থানা

দর্জিপাড়ার মিত্র বাড়িতে দেবীর হাতে অস্ত্রদান। সোমবার। - আবির চৌধুরী

জেএনএমে ময়নাতদন্ত

কলকাতা, ৭ অক্টোবর : কলকাতা হাইকোর্টের ভর্ৎসনার পর কুলতলির নাবালিকার ধর্ষণ ও খুনে পকসো ধারা যুক্ত করল পুলিশ। সোমবার আদালতের নির্দেশে কল্যাণীর জেএনএম হাসপাতালে বারুইপুরের অ্যাডিশনাল চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে ময়নাতদন্ত সম্পন্ন করেন এইমসের তিন চিকিৎসক। এদিন সকাল পৌনে ১০টা নাগাদ মোমিনপুরের কাটাপুকুর মর্গ থেকে কল্যাণী এইমসে দেহ নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে জেএনএম-এ নিয়ে গিয়ে ময়নাতদন্ত এইমসের চিকিৎসকদের উপস্থিতিতে সম্পন্ন করা হয়। ঘটনার দু'দিন পরও কুলতলির পরিস্থিতি থমথমে। বিচারের দাবিতে মোমবাতি জ্বালিয়ে বিক্ষোভও দেখান স্থানীয়রা। এমনকি রাত পাহারার ডাক দিয়েছেন তাঁরা। ঘটনার দু'দিন পর ফরেন্সিক দল গিয়ে নমুনা সংগ্রহ করে।

মঙ্গলবার, ২১ আশ্বিন ১৪৩১, ৮ অক্টোবর ২০২৪
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৪২ সংখ্যা

বঙ্গের পুজো অর্থনীতি

২৪ ঘণ্টা পর আনুষ্ঠানিকভাবে হইহই করে শুরু হয়ে যাবে দুর্গাপুজো। পশ্চিমবঙ্গে দুর্গাপুজো নিছক ধর্মীয় আচার বা সারা বছরের দুঃখ-কষ্ট ভুলে উল্লাসে মেতে ওঠা নয়। এর সঙ্গে জড়িত প্রায় ৭০ হাজার কোটি টাকার অর্থনীতি, প্রায় তিন লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান ও রুজিরুটি। বাড়ির পুজো বাদে কলকাতায় এবার প্রায় তিন হাজার এবং গোটা রাজ্যে ৪০ হাজারের বেশি বারোয়ারি পুজোর আয়োজন।

সবক'টি পুজো মাইক্রো-অর্থনীতির সহায়ক হয়ে ওঠে। পাঁচদিনের এই উৎসবে সমাজের নানা ক্ষেত্রের মানুষ নানাভাবে জড়িত। ডেকোরেটার্স কর্মী, মৃৎশিল্পী, পুরোহিত, ঢাকি, ইলেক্ট্রিশিয়ান, নিরাপত্তারক্ষী, প্রতিমা পরিবহণে যুক্ত শ্রমিক, খাদ্য ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে চাষি, ফ্যাশন, টেক্সটাইল, পাদুকা, প্রসাধনী উৎপাদক কিংবা কারবারি, চর্মকার সবাই।

এছাড়া সাহিত্য ও প্রকাশনা, ভ্রমণ, হোটেল, রেস্তোরাঁ, সিনেমা, নাচ-গান, বিনোদন ইত্যাদিতেও দুর্গাপুজোর প্রভাব অনস্বীকার্য। দুর্গাপুজোয় হঠাৎ সবকিছুর বিক্রি বেড়ে যায়। মানুষ প্রবল উৎসাহে দ্বিতীয়া-তৃতীয়া থেকে প্যান্ডেল হপিংয়ে বেরিয়ে পড়ে। কর্পোরেটদের উদার স্পনসরশিপ এমনই যে আরজি কর মেডিকেল কলেজের চিকিৎসককে ধর্ষণ-খুন জনিত বিষাদ, প্রতিবাদ ছাপিয়ে কলকাতার পুজো এবার আড়েবহরে অনেক বেড়েছে।

যে কোনও উৎসবই বাজারে মুদ্রার লেনদেন বাড়িয়ে তোলে। ইউনেসকো 'সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য'র ট্যাগ দেওয়ায় বঙ্গের দুর্গাপুজো আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে 'আর্থিক প্রতিবন্ধকতার' অভিযোগ তুললেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৪০ হাজার পুজো কমিটির মধ্যে বাছাই করা কয়েকশো ক্লাবকে ৮৫ হাজার টাকা করে অনুদান দিয়েছে এবার। এ নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর থাকলেও অর্থনীতিবিদদের মতে, রাজ্যের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখতে 'বারোয়ারি' পুজো সহায়কের ভূমিকা নেয়। তাঁদের মতে, দুর্গাপুজো হল শ্রমভিত্তিক ভোগবাদী কার্যকলাপ। এটি রাজ্যের মোট দেশজ উৎপাদনের উপর বড় প্রভাব ফেলে।

অ্যাসোচেমের গবেষণা অনুযায়ী দুর্গাপুজোকে ঘিরে ২০১৩ সালে ২৫ হাজার কোটি টাকার লেনদেন হয়েছিল। এগারো বছর পর এবার সেটা ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে দুর্গাপুজোর অবদান ব্রাজিলের রিও ডি জেনেইরো কার্নিভাল কিংবা জাপানে চেরি ব্লসম উৎসবের থেকে অনেক অনেক বেশি।

২০১৯ সালে ব্রিটিশ কাউন্সিল দুর্গাপুজো ও সৃজনশীল অর্থনীতির সমীক্ষা করেছিল। নাম দিয়েছিল 'ম্যাপিং দ্য ক্রিয়েটিভ ইকনমি অ্যারাউন্ড দুর্গাপুজো ইন ২০১৯।' রাজ্যে এমন সমীক্ষা সম্ভবত সেটি প্রথম। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন দপ্তর এজন্য সহায়তা করেছিল। ২০১৯-এর সেপ্টেম্বর থেকে ২০২০-র জানুয়ারি পর্যন্ত ওই গবেষণা ও সমীক্ষা চলেছিল।

দুর্গাপুজোয় মূর্তি তৈরি থেকে শুরু করে মণ্ডপে বসানো, নানা ধরনের সামগ্রীর ব্যবহার, আলোকসজ্জা, পোশাক-পরিচ্ছদ, পাদুকা, নানা অ্যাক্সেসরিজ, বিভিন্ন খুচরো সামগ্রীর বিক্রয়, স্পনসরশিপ, বিজ্ঞাপন, খাদ্য-পানীয় ইত্যাদি ব্যবহারের ওপর আলাদা আলাদা গবেষণা হয়েছিল। তা থেকে বেরিয়ে আসে যে, দুর্গাপুজো রাজ্যের অর্থনীতিতে ৩২ হাজার ৩৭৭ কোটি টাকা অর্থাৎ ৪.৫ বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা তৈরি করে। এই উৎসব-অর্থনীতি পশ্চিমবঙ্গের জিডিপি-র ২.৫৮ শতাংশ।

পুজোর এই সৃজনশীল অর্থনীতিতে সবচেয়ে বেশি অবদান খুচরো সেক্টরের। এ সময় সবচেয়ে বেশি বিক্রিবাটা হয় এবং নানারকম অফার, ডিসকাউন্ট এবং সেলের পণ্য বিক্রি ইত্যাদি সবই দুর্গাপুজোকেন্দ্রিক। চলতি বছর পুজো-অর্থনীতির আকার ব্রিটিশ কাউন্সিলের ওই সমীক্ষায় পাওয়া তথ্যের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি হতে চলেছে। মূল কথা, দুর্গাপুজোকে ঘিরে কর্মসংস্থান ও আয়ের রাস্তা খুলে যায়। তাই, এ রাজ্যে দুর্গাপুজো নিছক উৎসব নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে অর্থনীতি ও উন্নয়নের প্রশ্ন।

অমৃতধারা

ক্রোধাগ্নিতে যদি তুমি দগ্ধ হও তার নির্গত ধোঁয়া তোমার চোখকেই পীড়িত করবে। অসংযত চিন্তা যতই হবে, তোমার শান্তিপূর্ণ অবস্থা ততই ক্ষয়প্রাপ্ত হবে। যেখানে জ্ঞান আছে সেখানে শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন নেই। শান্তি পাওয়া কত দুরূহ, কেননা তা তোমার নাকেরডগায় বিদ্যমান। নির্বোধ ব্যক্তি কখনই সন্তুষ্ট হয় না, জ্ঞানীজন সদা সন্তুষ্টচিত্ত হয়ে নিজ মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্পদের সন্ধান পান। ক্রোধান্বিত ব্যক্তি মেজাজ হারানোর সঙ্গে আরও অনেক কিছু হারান। যে শান্ত থাকে তাকে বোকা বানানো যায় না। জনগণের মনের সমতান জাগরুক হলে, ঐক্যবদ্ধ ও সুসংবদ্ধ সমাজের ভিতর তার প্রকাশ ঘটে। বস্তু বা পরিস্থিতি দ্বারা যদি তুমি চমকিত হও, তাহলে তুমি সহজেই হতবিহ্বল হবে।

-ব্রহ্মাকুমারী

পুজো জানায়, না থেমে সামনে তাকাও

মনে লুকিয়ে থাকা অতৃপ্তি, ক্রোধ, অহংকার, লোভ, ঈর্ষার সঙ্গে সংগ্রাম ও বিনাশের মাধ্যমে আত্মশক্তির বিকাশই পুজো।

রম্যাণী গোস্বামী

বালুরঘাটে মামাবাড়িতে প্রত্যেক বছর দুর্গাপুজো হত। একচালার ঠাকুর। কাঠামোপুজোর পরেই মূর্তি গড়তে পালমশাই চলে আসতেন। সঙ্গে আসত তাঁর ফ্রক পরা দশ বছরের নাতনি মহামায়া। ত্রিনয়নী মা দুর্গা ও তার ছানাপোনাদের গায়ের রং ফুটফুটে কাঁচা হলুদ। শরতের আলো পড়ে থুতনির কাছে গর্জনতেল চকচক করছে। চমৎকার ডাকের সাজে সেজে দু'পাশে দাঁড়িয়ে লক্ষ্মী-সরস্বতী-কার্তিক-গণেশ। তাঁদের পায়ের কাছে গুটিশুটি মেরে বসে আছে বাহনের দল। অসুরের গায়ের রং গাঢ় নীল কিংবা কচি সবুজ। তাগড়াই চেহারার সঙ্গে পাকানো গোঁফখানা অত্যন্ত মানানসই। পেল্লাই সিংহটা ঝাঁপিয়ে পড়ে তীক্ষ্ণ দাঁতে কামড়ে ধরেছে তার পেশিবহুল বাহু। ওর ঠিক নীচেই টুল পেতে বসে মহামায়া নিপুণ হাতে পিচবোর্ড আর রাংতা দিয়ে মায়ের অস্ত্র গড়তে ব্যস্ত। একে একে জেগে উঠছে শিবের দেওয়া ত্রিশূল, বিষ্ণুর চক্র, বরুণের শঙ্খ, ইন্দ্রের বজ্র, বায়ুর ধনু ও বাণ। মহামায়ার পিঠে লুটিয়ে পড়েছে একঢাল কুচকুচে কালো চুল। আশ্বিনের মৃদুমন্দ বাতাসে তারা কেউটের ফণার মতো দুলছে। আজকের মহামায়ারা নিজেরাই মূর্তি গড়েন। থিম বোনেন। গোটা পুজোর দায়িত্ব পালন করেন সংসার সামলানোর পাশাপাশি।

মনে আছে পুজোর নির্ঘণ্ট বেজে উঠতেই দিদা, মামি, মা-মাসিমণিদের ব্যস্ততা তুঙ্গে উঠত। এর আগে পুজো তাঁদের কাছে ধরা দিয়েছে ভাদ্রের তপ্ত উঠোনে ঢালাও জামাকাপড় রোদে দেওয়ার আর ঘর পরিষ্কারের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু পুজোর দিনগুলিতে তাঁরাই স্বয়ং দশভুজা। ঠাকুরমশাইকে পুজোর নানা উপচার গুছিয়ে হাতের কাছে এগিয়ে দেওয়া, ফলপ্রসাদের ফল কাটা, ফুলের ডালা ভর্তি করে ফুল আনা, বাছা, মালা গাঁথা, ধূপধুনোর জোগাড়, দেবীবরণ, আরতির প্রস্তুতি, ভোগ রান্নার যাবতীয় ব্যবস্থাপনা, বাড়ির অতিথিদের দেখাশোনা, এসবের মাঝেই ঢাক, কাঁসর ও ঘণ্টার ছন্দে পুজোর চারটে দিন কখন কীভাবে যে হুস করে পেরিয়ে যেত, তা টেরই পাওয়া যেত না। শুধু যতক্ষণ পর্যন্ত না সিঁদুরখেলার হুল্লোড় পেরিয়ে গিয়ে বিসর্জনের সময়টা আসত।

মামাবাড়ির পুকুরপাড়ে পুরো কাঠামো সমেত ঠাকুরকে কয়েকপাক ঘুরিয়ে 'দুর্গা মাইকি জয়' শব্দে আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ করার একটু পরে যখন দেখতাম যে ধীরে ধীরে পুকুরে তলিয়ে যাচ্ছে মায়ের গোটা শরীরটা, ভেসে আছে শুধু তার অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি, তখন প্রতিবছর, প্রত্যেকবারই, আমার মামাতো বোন ঝিল্লি মুখে আঁচলচাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে উঠত। ওর সেই অশ্রু আমাদের চোখের পাতায় শিশিরবিন্দু হয়ে ফুটে উঠত যখন ফাঁকা চণ্ডীমণ্ডপে এসে বসতাম ভাইবোনেরা মিলে। বিজয়া দশমীর সন্ধ্যায় বুকের ভিতরের সর্বব্যাপী ওই 'খাঁখাঁ শূন্যতা'র দ্বিতীয় কোনও পরিভাষা অন্তত আমার জানা নেই।

এখনও কি সেই একইভাবে মায়ের বিদায়বেলায় প্রাণ কাঁদে তরুণ প্রজন্মের? হ্যাঁ, তা কাঁদে বৈকি। সারাবছর কর্পোরেটের কাজের পাহাড়ের তলায় পিষে যেতে যেতে মাত্র এই কয়েকটা দিনই তো কাছের মানুষের সঙ্গে রাত জেগে প্যান্ডেল হপিংয়ের, পুজোমণ্ডপে পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে নির্ভেজাল আড্ডায় মেতে ওঠার, অথবা অনলাইনে খাবার আনিয়ে সারাদিন স্রেফ বিছানা আঁকড়ে আলসেমির, অঞ্জলির ভিড়ে বিশেষ কারও সঙ্গে চোখে চোখে কথা বলার, বাঁধনহারা মুক্তির।

আলিপুরদুয়ারের অদূরে আটিয়াবাড়ির হেমা টুডু ওদের পরিবারের ফার্স্ট জেনারেশন লার্নার। কলকাতায় আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে গ্র্যাজুয়েশন করছে। পঞ্চমীর দিন বাড়ি এসেই হেমা ছুটেছে মণ্ডপের দিকে। প্রান্তিক চা বাগানের এই একটিমাত্র দুর্গাপুজো। আভরণহীন। বিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের দিয়ে ঝকমকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ঘটাপটা, ফিতে কাটার বালাই নেই। কিন্তু মণ্ডপের মাথায় ঝুলে থাকা নীল আকাশের উজ্জ্বলতায় প্রাণের ছোঁয়া আছে। আছে এলাকার ভাইবোনেদের জন্য নিজের পকেটমানি জমিয়ে নিউ মার্কেট থেকে চুলের ক্লিপ, খেলনা গাড়ি কিনে আনার ও বিলানোর অনাবিল আনন্দ। মায়ের শাড়ি পরে নানা বয়সি মেয়েদের একসঙ্গে দল বেঁধে 'টাউনে' ঠাকুর দেখতে যাওয়া, ফুচকা খাওয়া, হিল জুতো পরে পা মচকে জুতো হাতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বাড়ি ফেরা এসবও সেই নির্মল আনন্দযজ্ঞেরই অঙ্গ।

সারাবছর কর্পোরেটের কাজের পাহাড়ের তলায় পিষে যেতে যেতে মাত্র এই কয়েকটা দিনই তো কাছের মানুষের সঙ্গে রাত জেগে প্যান্ডেল হপিংয়ের, পুজোমণ্ডপে পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে নির্ভেজাল আড্ডায় মেতে ওঠার, অথবা অনলাইনে খাবার আনিয়ে সারাদিন স্রেফ বিছানা আঁকড়ে আলসেমির, অঞ্জলির ভিড়ে বিশেষ কারও সঙ্গে চোখে চোখে কথা বলার, বাঁধনহারা মুক্তির।

তবে বেদনার ভারটিও বড় কম নয়। যেদিন মণ্ডপ ফাঁকা হয়ে গেল, হেমার বুকের ভিতরটা যেন ছিঁড়ে আসতে থাকল অপরিমেয় যন্ত্রণায়। এবার যে তারও আজন্মলালিত চেনা গণ্ডি ছেড়ে আবার অচেনা শহরে ফেরার পালা। আহা, বকনা বাছুরটা ওকে কত খুঁজবে। গলায় হাত বুলিয়ে দিলে কী আরাম পায়। ওকে খুঁজবে ফুলে ফুলে ভরা শিউলিতলা, উঠোনের তুলসী গাছ আর অঙ্কের খাতা হাতে ছোট্ট ভাইটা। চা বাগানের একমাত্র হাইস্কুলের ভূগোল দিদিমণি একবার ক্লাস নাইনে ওদের সুন্দর করে বুঝিয়ে বলেছিলেন দুর্গাপুজোর প্রকৃত অর্থ। এই যে প্রতি বছরের মাতৃ আরাধনা, তার মূলভাবটি হল মানুষের অন্তরের খাঁজে ভাঁজে লুকিয়ে থাকা যত অতৃপ্তি, না-পাওয়া, ক্রোধ, অহংকার, লোভ, ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতার মতো অশুদ্ধ রিপুগুলি, তাদের সঙ্গে অবিরত সংগ্রাম ও বিনাশের মাধ্যমে আত্মশক্তির বিকাশ। দিদিমণি আরও বলতেন, মাতৃভাবনার মূল কথাই হল মনোজগতের অশুভ শক্তিকে হারিয়ে শুভ বুদ্ধির প্রতিষ্ঠা। তাই হেমাকেও ওর মনের সমস্ত রকমের ভয় এবং দুর্বলতা কাটিয়ে তাকাতে হবে সামনের দিকে। থেমে গেলে ওর চলবে না কিছুতেই।

ক্যালেন্ডারের এই খোপগুলির জন্যই সারাবছর অপেক্ষা করে থাকেন বহু মানুষ। বাতাসে পুজো পুজো গন্ধ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। কাছের মানুষকে পাওয়ার উদগ্র ইচ্ছেরা পাক খেয়ে গুমরে মরে বুকের ভিতরে। কিন্তু সবসময় তা পূরণ হয় না। একালে হোক কিংবা সেকালে, একাকীত্বের হাহাকার যেন চিরন্তন। তেমনটাই চোখে পড়ে যায় জলপাইগুড়ির এক নামকরা বৃদ্ধাশ্রমের দশ-বাই-বারোর কামরায়। ছেলে দেশের বাইরে সেটলড। ফুটফুটে নাতনিকে দেখতে ভারী সাধ হয় উমাদেবীর। ম্যানেজার ছেলেটা এসে ফোনে কীসব খুটুরখুটুর করে। নিমেষে স্ক্রিনের ওপাশে ঝলসে ওঠে আপনজনের প্রিয় মুখগুলো। সে যে কী অপার ভালোলাগা! হোক না বড়ই ক্ষণিকের। বারান্দায় টবে দুটো গাছ পুঁতেছেন উমাদেবী। জল দেন নিয়মিত। ওরা যদি কখনও আসে পুজোয়। একদিন তো ফুল ধরবেই। ওদের দেখাবেন।

পুজোর আগের লাস্ট ওয়ার্কিং-ডে সেরে বাড়ি ফিরছিলাম। ভেনাস মোড়ের ফ্লাইওভারে ওঠার মুখে রাস্তার বাঁদিকে অস্থায়ী দোকানগুলোয় আরও অন্য মহিলাদের সঙ্গে আলু-পেঁয়াজ বিক্রি করেন এক দিদিমা ও তাঁর নাতনি। কী ব্যাপার? দোকান ফাঁকা রেখে সকলে গেলেন কোথায়?

অদূরেই একটা জটলা। শোরগোল। সেখান থেকে ফিরে আসতেই জানা গেল এক বিচিত্র কাহিনী। কাছেই ঝুপড়ি ঘরে থাকে কোনও একজন বাবা ও তার ছেলে। ছেলের সবে ক্লাস ফোর। বাবা ভরবিকেলেই নেশা করে এসে জান্তবভাবে মারে নিজের সন্তানকে। আজ সবজি বিক্রেতা নারীরা একজোট হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে লোকটাকে টেনেহিঁচড়ে ঘর থেকে বের করে এনে উত্তমমধ্যম দিয়েছে।

দিদার মুখে বিজবিজে ঘামের সঙ্গে মিশে আছে পরম প্রশান্তি। দাঁড়িপাল্লায় বাটখারা চাপিয়ে হেসে বললেন, অকারণে এত মারত দুধের শিশুটাকে যে আর সহ্য হল না দিদিমণি। দিয়েছি খুবসে কড়কে।

ঘাড় হেঁট করে আলু-পেঁয়াজ বেছে চলি। মনের ভিতরে কোথাও যেন স্বস্তির অমোঘ অনুভূতি পিংপং বলের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে চলে যায় সেদিকে, যেদিকে রোদ্দুর রাঙা হয়ে এসেছে।

দূরের পুজোমণ্ডপে কোনও এক রমণীয় হাতের ছোঁয়ায় ঢাকের কাঠিতে আগমনী সুর বেজে ওঠে।

(লেখক অধ্যাপক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

আজ

১৯৩৬

লেখক মুন্সী প্রেমচাঁদের জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

১৯৭৯

আজকের দিনে প্রয়াত হন লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণ।

আলোচিত

অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্ত আমার কাছে সহজ ছিল না। কিন্তু এটাই সঠিক সময়। আমার ওই পাঁচ বছরের দীপার কথা মনে আছে, যাকে বলা হত পা সমান বলে কোনওদিন জিমনাস্ট হতে পারবে না। এই দীপাকে দেখে আমি খুব খুশি।

- দীপা কর্মকার

ভাইরাল/১

পিস্তল ব্যবহার যেন ট্রেন্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। নয়ডার ব্যস্ত রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করায় কয়েকজন তরুণ। বনেটের ওপর রাখা কেক। বার্থ-ডে বয় কেক কাটছে। বন্ধুদের মধ্যে একজনকে পিস্তল বের করে আনন্দে ফায়ার করতে দেখা যাচ্ছে।

ভাইরাল/২

বাঘের প্রিয় খাদ্য মানুষ। সম্প্রতি সেই বাঘের পিঠে চড়ে মানুষের ঘুরে বেড়ানোর ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। পাকিস্তানের এক ব্যক্তি বাঘের পিঠে চড়ে ঘুরছেন। হিংস্র প্রাণীর সঙ্গে এরকম বালখিল্য আচরণে ক্ষুব্ধ নেটনাগরিকরা।

জনমন জনমত

খরচের প্রতিযোগিতা

সারা ভুবন আলো করে আসছে আমাদের প্রাণভোমরা ঘরের মেয়ে উমা। আদি অনন্তকাল ধরে শরৎ আকাশে সাদা মেঘের ভেলা জানান দেয় উমার আগমনের বার্তা। শরতের নয়ন ভোলানো দৃশ্য, কাশফুল, শাপলা, শালুকের মিষ্টি হাসি- প্রকৃতি এভাবেই বরণ করে উমাকে।

অথচ এখন আধুনিকতার জৌলুসে প্রকৃতিও যেন বিমুখ।

এখন পুজো হয় আভিজাত্যের আবরণে। কে কত টাকা খরচ করতে পারে সেই সবই আলোচনায় প্রাধান্য পায়। নেই কোনও আন্তরিকতার অনুভব। বলিউড স্টাইলের পোশাকে সাজগোজ করা সেলফি ছড়াছড়ি করে। অন্যের চোখে কে কত সুন্দর হয়ে উঠতে পারে, সেটাই অন্যতম আকর্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অথচ একটা সময় ছিল যখন নতুন যে কোনও ধরনের জামা হলেই হত। জামার প্রকারভেদ নিয়ে সংশয় ছিল না ছোট থেকে বড় কারও মনে। পুজো কমিটির তরফে সবুজ ঘাসের ওপর চট পেতে খিচুড়ি খাওয়ানো হত। সেই মোটা চালের খিচুড়ির স্বাদ ছিল অমৃতসমান।

এদিকে বাড়ির মা, জেঠিমা ও ঠাকুমা পুজোর আচারবিধি করতেন খুব নিষ্ঠাভরে। তার মধ্যেই তাঁরা তৈরি করতেন বাহারি রান্নার সঙ্গে নানা মিষ্টান্ন। তার মধ্যে নারকেল নাড়ু, মোয়া, খই আমাদের ঐতিহ্য। একসঙ্গে বসে খাওয়াদাওয়া থেকে কবিতা লেখা, গল্প সবই চলত। কারও সঙ্গে হয়তো বহুদিন পর দেখা হত- সেই মুহূর্তের আবেগ ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন।

এভাবেই কাটত বাঙালির চিরাচরিত উৎসব। কিন্তু এখন সবই টাকার আবরণে মোড়া, যেখানে আন্তরিকতা প্রায় নেই বললেই চলে।

পম্পা দাস, থানা কলোনি, ইসলামপুর।

অল্প মূলধনের ব্যবসার সময়

আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো এসে গেল। এই পুজো উপলক্ষ্যে প্রচুর অর্থনৈতিক লেনদেন হয়। অনেক ছোট ব্যবসায়ী বা অস্থায়ী ব্যবসায়ী এ সময় কিছুটা লাভের মুখ দেখেন। কিন্তু আমাদের উত্তরবঙ্গের এই অঞ্চলে বিশেষত শহরাঞ্চলে কয়েক ধরনের ছোট ব্যবসা এখানকার স্থানীয় ছেলেরা করে না। যেমন- অল্প মূলধনে ফুচকা বিক্রি, আখের রস বা ফলের রস বিক্রি, রাস্তায় বেলুন বিক্রি, মাংসের দোকান প্রভৃতি। এইসব ব্যবসার সুবিধা হচ্ছে প্রতিদিনের বিনিয়োগের অর্থ তাড়াতাড়ি উঠে আসা। এইসব ব্যবসা একা করার অসুবিধা হলে দুই-তিনজন বন্ধু নিয়েও অনায়াসে করা যায়। এতে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হবে এবং পরিবারেরও সুবিধা হবে। শুধু দরকার একটু উদ্যোগ এবং সদিচ্ছা। যাদের মূলধন খুব কম, সেইসব ছেলেমেয়ে বিষয়টি ভেবে দেখতে পারেন।

আশিস ঘোষ, পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

বৃষ্টির সাতকাহনে বাংলার উৎসব

পুজোর সময় বর্ষা নামলে সব মাটি। তবু অন্তঃপুরে ডুব মারার সময় কিছুটা মেলে। বাইরে বৃষ্টি, দু-একখানা গানও মন্দ নয়!

গোলাম মাসুদ হোসেন

গত কয়েকদিন আগেই প্রচণ্ড তাপপ্রবাহে উত্তরের জেলাগুলো স্বস্তি প্রার্থনা করছিল। ঈশ্বর যেন সেই প্রার্থনায় সাড়া দিয়েছেন, তাপমাত্রা সোজা তিরিশের নীচে। সঙ্গে হালকা ঠান্ডা বাতাসের প্রবাহ। নির্ভেজাল ঘুমের জন্য যথার্থ আবহাওয়া। মাঝে মাঝে ঝিরঝির বৃষ্টি। এমন আবহাওয়া কে না প্রার্থনা করে! কিন্তু এই সুন্দর আবহাওয়ার মাঝেও বাঙালির মন যেন ভারাক্রান্ত। কেননা সামনেই শারদীয় উৎসব। উৎসবের দিনগুলোতে দু'ফোঁটা জল পড়লেই ব্যাস! মাটি! সব মাটি! সারাবছরের প্রতীক্ষা, আনন্দ সেই জলেই ভেসে যাবে।

সবুজের সমারোহ। মৃদু বাতাসে কাশফুলের হাতছানি কিংবা আগমনীর উৎসবের আনন্দের বহিঃপ্রকাশ। শরৎকাল মানেই পুলকিত একখানা মন। এই পুলকিত মন আবার সবুজ গ্রামের কচুপাতার উপরে কিংবা সদ্য যৌবনা সবুজ ধানপাতায় দু'ফোঁটা বৃষ্টির জলের ডিগবাজি দেখে উন্মাদপ্রায় হয়ে যায়। সারাদিনের টুপটাপ বৃষ্টি যেন ঘরেই বন্দি করে রাখতে চায়। যেন বলে 'থাক! বৃষ্টিতে বের হয়ে কাজ নেই। বরং ঘরে বসে নিজের মনে ডুব দাও। কতদিন নিজেকে সময় দাওনি নানা ব্যস্ততায়। এমনকি তোমার অবসরটুকুও কেড়ে নিয়েছে মুঠোফোন।'

হ্যাঁ, কথা তো মন্দ নয়! অন্তঃপুরে টুপ করে ডুব মারার সময় কিছুটা মেলে। বাইরে বৃষ্টি ছন্দময়, দু-একখানা গানও মন্দ নয়, আওড়ানো যায়! 'সাতাও নাগাইচে' এই কথাটার মাধুর্য কিছুটা অনুভূত হয়। দিনগুলো বেশ ঘুমিয়ে কাটানোর উপযোগী হয়ে যায়। ব্যস্ততম দিনে হয়তো ঘুমানোর অবসর থাকে না কিন্তু ছুটির দিন হলে কথাই নেই। কিন্তু ছুটির দিনগুলোতে তো 'দেওয়া সাতাও লাগায় না'। এবার সেটা হয়েছে বটে কিন্তু উৎসব পণ্ড করে দেবার যাবতীয় লক্ষণ তার মধ্যে বিদ্যমান। তোমারে চেয়েছি এইরূপে কিন্তু এসময়ে নয়। এবার না হয় ফিরে যাও, এসো অন্য সময়ে। থাকলে থাকো কিন্তু উৎসবের দিনগুলোতে বিশ্রাম নিও। মানুষের দীর্ঘ প্রতীক্ষাকে জলমগ্ন কোরো না।

বিশ্বের পরিবর্তিত আবহাওয়ার ফল আমাদের উত্তরের জেলাগুলোতেও পরিলক্ষিত হয়। যদিও আমাদের সবুজে ঘাটতি নেই। উত্তরের পার্বত্য ভূমি থেকে দক্ষিণের সমভূমি, সর্বত্র এখন আমরা কিছুটা হলেও বৃক্ষ সংরক্ষণ ও রোপণের ব্যাপারে যত্নশীল ও সচেতন। তবুও আগের মতো আর সপ্তাহব্যাপী কিংবা তার বেশি সময় ধরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি যেন নেই। নেই আগের মতো গ্রামের ঘরে ঘরে গুঁড়ো মাছের চচ্চড়ির মিষ্টি ঘ্রাণ।

বৃষ্টিতে অনেকে জাল নিয়ে বের হন ঠিকই, কিন্তু সেই জালে আর আগের মতো ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ ধরা দেয় না। মনে হয় এরা বোধহয় এখন আর নতুন জলে উৎসাহ পায় না। এদেরও ঠিকানা হয়তো এখন গুগলের সার্চ ইঞ্জিনে। এআই-এর দৌলতে কৃত্রিমভাবে চিত্রিত হওয়ার অপেক্ষায়! এদের জায়গায় এখন চাষ হওয়া বাজারজাত মাছেদের ছানাপোনাদের দেখা যায়, যারা বন্দিদশা থেকে মুক্তির কামনায় কারও পুকুর হতে পলাতক ও নিখোঁজ। এই মুক্তিকামী মাছেদের চচ্চড়িতে দেশি মাছেদের স্বাদ ও গন্ধ কোনওটাই নেই।

মাছেভাতে এবং উৎসবে বাঙালি। যেমনই হোক মাছভাত তো বছরের বিভিন্ন সময়ে মেলে। শরতের উৎসব তো বছরে একবারেই আসে। তাতেও বাংলার আকাশ বাতাস এভাবে অশ্রুবর্ষণ করেই চলেছে। সব বাঙালির উদ্বেগেরও সময়।

(লেখক দিনহাটার নান্দিনা শিবতলার বাসিন্দা। শিক্ষক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯৫৮

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	৫					
৬			★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	৭		৮
৯		১০		১১		★	
	★		★		★	★	
১২			★	১৩			

পাশাপাশি : ১। এই দেবীর বাহন রাজহাঁস ৩। সস্তা বা সহজে যা পাওয়া যায় ৫। অসুর বিনাশকারিণী দেবী দুর্গা ৬। হাতপাখা দিয়ে বাতাস করা ৭। দেবী-ভগবতীর আটটি শক্তির উৎস ৯। দুর্গার বাহন সিংহ ১২। দুর্গার পরিবারের কর্তা শিবের বাহন ১৩। শ্মশানবাসী শিবের পত্নী হিসেবে দুর্গার পরিচয়

উপর-নীচ : ১। সব দেবদেবীর আরাধ্যা দেবী ২। রঙের কাজে লাগে এক ধরনের তেল ৩। যা সুখকর বা যা থেকে সুখ মেলে ৪। দেবী দুর্গার এক নাম ৫। স্বত্ব ছেড়ে কাউকে কিছু দেওয়া ৭। রমণী বা স্ত্রীলোক ৮। কাত্যায়ন ঋষির কন্যা হিসেবে দুর্গার নাম ৯। দেবতাদের রাজা ১০। স্বামীর বোন ১১। শূদ্র হয়ে তপস্যা করার জন্য এই তপস্বী রামের হাতে মারা যান।

সমাধান ■ ৩৯৫৭

পাশাপাশি : ১। বকনা ৪। বাচাল ৫। যম ৭। লাঙল ৮। নামঞ্জুর ৯। দেবীপক্ষ ১১। কৌশিকী ১৩। তল্পি ১৪। বিবর ১৫। বল্মীক।

উপর-নীচ : ১। বগলা ২। নাবাল ৩। তালকানা ৬। ময়ূর ৯। দেহাত ১০। ক্ষত্রবিদ্যা ১১। কৌরব ১২। কীচক।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08.
E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

আজ হরিয়ানা, জম্মু ও কাশ্মীরে ভোটগণনা ■ জল মাপছে বিজেপি

জয়ের গন্ধে কংগ্রেসে মুখ্যমন্ত্রিত্বের দৌড়

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী পদে কে বসবেন, তা জানতে আর কয়েকঘণ্টার অপেক্ষা। জনমত সমীক্ষায় ইঙ্গিত, হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে পারে কংগ্রেস। আর জয়ের গন্ধ পেতেই শতাব্দী প্রাচীন দলের অন্দরে মুখ্যমন্ত্রী পদ নিয়ে টানাপোড়েন শুরু হয়ে গিয়েছে। হরিয়ানার দু'বারের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র সিং হুডা ছাড়াও ভেসে উঠেছে কুমারী শৈলজা ও রণদীপ সুরযেওয়ালার নাম।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র সিং হুডা সোমবারই দিল্লি পৌঁছে গিয়েছেন। এদিন রাতেই লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির সঙ্গে তাঁর দেখা করার কথা। অন্যদিকে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক এবং সিরসার কংগ্রেস প্রার্থী কুমারী শৈলজা ভোটের আগেই বৈঠক করেছেন সোনিয়া গান্ধির সঙ্গে। এদিন সন্ধ্যায় তিনিও দিল্লি পৌঁছে গিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী পদের তৃতীয় দাবিদার রণদীপ সুরযেওয়ালাও অমরনাথ দর্শন সেরে দিল্লিতে ঘাঁটি গেড়েছেন বলে খবর। কংগ্রেসের অন্দরে যখন কুর্সি দখলের দৌড় শুরু, তখন আশ্চর্যজনকভাবে শীতল বিজেপি শিবির। দলের প্রদেশ নেতাদের কাউকেই এদিন ভোটের ফল নিয়ে মন্তব্য করতে দেখা যায়নি। মুখ্যমন্ত্রী নায়েব সিং অবশ্য বিজেপির জয়ের দাবি করেছেন।

এদিন কংগ্রেস নেতা ভূপেন্দ্র সিং হুডা ফের দাবি করেন, হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী পদ নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন হাইকমান্ড। নির্বাচনের আগে কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে কাউকে সামনে না আনলেও হুডার পাল্লা ভারী বলেই রাজনৈতিক শিবিরের মত। ২০০৫-এর নির্বাচনে চৌধুরী ভজনলালকে সামনে রেখে প্রচার চালালেও ৬৭টি আসন পাওয়ার পর তাঁকে সরিয়ে ভূপেন্দ্র সিং হুডাকেই মুখ্যমন্ত্রী করেছিল কংগ্রেস। কুমারী শৈলজার বাজিমাতের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। দলিত ভোটব্যাংককে বার্তা দিতে হাইকমান্ড হুডার পরিবর্তে তাঁকে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব দিতে পারেন বলে জল্পনা চলছে। তবে কংগ্রেসের বিধায়ক দলে হুডার

> জয়ের গন্ধ পেতেই শতাব্দী প্রাচীন দলের অন্দরে মুখ্যমন্ত্রী পদ নিয়ে টানাপোড়েন শুরু হয়ে গিয়েছে। হরিয়ানার দু'বারের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র সিং হুডা ছাড়াও ভেসে উঠেছে কুমারী শৈলজা ও রণদীপ সুরযেওয়ালার নাম।

পাল্লা ভারী হওয়ার সম্ভবনা প্রবল। সূত্রের দাবি, বিধানসভা নির্বাচনে হুডার সমর্থকদের মধ্যে থেকে ৭০ জনকে টিকিট দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে যদি ৫০ জনও জয়লাভ করেন, তাহলেই হুডার মুখ্যমন্ত্রিত্ব একপ্রকার বাঁধা।

গত পাঁচ বছরে হরিয়ানায় হুডার নেতৃত্বেই বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়েছে কংগ্রেস। তাঁর পছন্দের নেতা চৌধুরী উদয়ভানকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি করা হয়েছে। হুডাপুত্র দীপেন্দ্র দলের অন্দরে রাহুল গান্ধির ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। সব মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত প্রবীণ ভূপেন্দ্র সিং হুডাই মুখ্যমন্ত্রীর দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন।

মেহবুবার সমর্থনে আপত্তি নেই ফারুকের

শ্রীনগর, ৭ অক্টোবর : সংবিধানের ৩৭০ ধারা রদ হয়েছে। বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা হারিয়েছে জম্মু ও কাশ্মীর। ৫ বছর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসাবে কাটানোর পর উপত্যকার রাজনৈতিক সমীকরণে বদলের ইঙ্গিত স্পষ্ট। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবারের ফল ঘোষণার দিকে তাকিয়ে রয়েছে বিজেপি ও বিরোধী দলগুলি। জনমত সমীক্ষায় ইঙ্গিত, এবারও জম্মুতে নিজেদের শক্তি ধরে রাখতে পারে বিজেপি। বিপরীতে উপত্যকায় ন্যাশনাল কনফারেন্স (এনসি) ও কংগ্রেস জোটের পাল্লা ভারী থাকবে। হাতেগোনা আসনে জয়ের সম্ভাবনা রয়েছে পিডিপির। সেই ইঙ্গিত মেনে ফল ঘোষণার আগেই ক্ষমতা দখলের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে বিজেপি ও এনসি-কংগ্রেস।

সোমবার সরকার গড়তে মেহবুবা মুফতির পিডিপির সমর্থন চেয়েছেন প্রবীণ এনসি নেতা ফারুক আবদুল্লা। বিপরীতে বারামুলার সাংসদ ইঞ্জিনিয়ার রশিদের নেতৃত্বাধীন ছোট দলগুলির জোট তলে তলে বিজেপিকে সাহায্য করছে বলে অভিযোগ করেছেন ওমর আবদুল্লা। সমীক্ষা অনুযায়ী, ৯০ আসনের বিধানসভায় এবার বিজেপির আসন সংখ্যা ৩০-এর আশপাশে থাকতে পারে। জাদু সংখ্যা স্পর্শ করতে তাদের পিডিপি, অন্যান্য ছোট দল এবং নির্দলদের সমর্থন প্রয়োজন। একই সঙ্গে বিজেপিকে অক্সিজেন জোগাতে পারে লেফটেন্যান্ট গভর্নর (এলজি) নিযুক্ত মনোনীত বিধায়করা। কাশ্মীর বিধানসভায় পাক অধিকৃত কাশ্মীর থেকে আসা শরণার্থী, মহিলা এবং সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর ৫ জনকে মনোনীত করতে পারেন লেফটেন্যান্ট গভর্নর। সরকার পক্ষ নিযুক্ত ওই বিধায়করা বিজেপিকে

> আমাদের প্রয়োজন না থাকলেও, আমরা সমর্থন নেব (পিডিপি থেকে)। কারণ, আমাদের যদি এগিয়ে যেতে হয় তবে একসঙ্গে চলতে হবে। এই রাজ্যকে বাঁচানোর জন্য আমাদের সবাইকে সচেষ্ট হতে হবে।
>
> **ফারুক আবদুল্লা**

সমর্থন করতে পারেন বলে জল্পনা চলছে।

সেই সম্ভাবনা উসকে দিয়েছেন প্রবীণ বিজেপি নেতা সোফি ইউসুফ বলেন, 'লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোনীতদের সবাই বিজেপিকে সমর্থন করবেন। অশোক কৌল, রজনী শেঠি, সুনীল শেঠি, ফরিদা খান এবং সঞ্জিতা ডোগরা, সবাই বিজেপির। আমরা এই পাঁচটি আসন পাচ্ছি।' বিজেপির কৌশল আঁচ করে ঘর গোছাতে শুরু করেছে এনসি-কংগ্রেস। সরকার গঠনের ক্ষেত্রে মেহবুবা মুফতির সমর্থন নিতে তাঁদের আপত্তি নেই বলে জানিয়েছেন ফারুক আবদুল্লা। তিনি বলেন, 'আমাদের প্রয়োজন না থাকলেও, আমরা সমর্থন নেব (পিডিপি থেকে)। কারণ, আমাদের যদি এগিয়ে যেতে হয় তবে একসঙ্গে চলতে হবে। এই রাজ্যকে বাঁচানোর জন্য আমাদের সবাইকে সচেষ্ট হতে হবে।'

মহারাষ্ট্রের কোলাপুরে এক দলিত পরিবারে আহার রাহুল গান্ধির। সোমবার।

দলিত কুটিরে পাত পেড়ে খাওয়া রাহুলের

কোলাপুর, ৭ অক্টোবর : দেশের দলিত শ্রেণির মানুষ কী খান, কীভাবে রাঁধেন, সেসব জানতে তাঁদের কুটিরে ঢুঁ মারলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। একটা গোটা দিন দলিত পরিবারের সঙ্গে কাটিয়ে সোমবার রাহুল সেই ভিডিও পোস্ট করলেন সমাজমাধ্যমে। সঙ্গে লিখলেন নিজের অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতার কথাও।

মহারাষ্ট্রের কোলাপুরের বাসিন্দা দলিত দম্পতি অজয় তুকারাম সানাডে এবং তাঁর স্ত্রী অঞ্জনা তাঁদের বাড়িতে ডেকেছিলেন রাহুলকে। তাঁদের বাড়িতে গিয়ে শুধু দেখা বা সুখ-দুঃখের কথা শোনাই নয়, রাহুল হাত লাগালেন রান্নাতেও।

এক্স হ্যান্ডলে রাহুল লিখেছেন, 'দলিতদের খাবারদাবার এবং রন্ধনশৈলী সম্পর্কে আজও আমরা কত কম জানি! সানাডে পরিবারের আমন্ত্রণে তাঁদের বাড়ি গিয়ে আমার দারুণ অভিজ্ঞতা হল।' এরপর তিনি আরও লিখেছেন, 'আমি আজ হারভযাচি ভাজি আর বেগুন দিয়ে তুর ডাল বানিয়েছি। তারপর খেয়েছি কবজি ডুবিয়ে। খাওয়াদাওয়ার মধ্যেই কথা হয়েছে বর্ণভিত্তিক বৈষম্য আর দলিত ঘরোয়া জীবনের গুরুত্ব নিয়ে।'

এদিকে দলিত পরিবারে রাহুলের সফর আসন্ন মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনের আগে কংগ্রেসের ভোট রসায়নকে মজবুত করবে বলে ধারণা রাজনৈতিক মহলের।

গান লিখে দুর্গা আরাধনা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : তিলোত্তমার সুবিচারের দাবিতে দেশজুড়ে চলছে প্রতিবাদের ঝড়। নবরাত্রি, শারদোৎসবেও তাতে ছেদ পড়েনি। এই আবহে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেবী দুর্গা তথা নারীশক্তির প্রতি শ্রদ্ধায় গান বাঁধলেন। তাঁর লেখা 'গরবা' সংগীত 'আভাতি কালে'-র ভিডিও সোমবার শেয়ার করে দেবীর আশীর্বাদ সকলের উপর বর্ষিত হোক, এই কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'নবরাত্রির শুভ সময়ে মানুষ ভক্তিভরে মা দুর্গার পুজো করেন। শ্রদ্ধা ও আনন্দ সহযোগে এই আভাতি কালে আমি একটি গরবা গান লিখেছি। আমার গান তাঁর শক্তি ও করুণার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে লেখা। দেবীর আশীর্বাদ সবার উপরে থাকুক।' মোদির লেখা গান গেয়েছেন পূর্বা মন্ত্রি। একটি আলাদা পোস্টে কণ্ঠশিল্পীর সুরেলা পরিবেশনের প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

চিকিৎসায় নোবেল দুই মার্কিন বিজ্ঞানীর

স্টকহোম, ৭ অক্টোবর : চলতি বছর চিকিৎসাবিজ্ঞান ও শারীরতত্ত্বে নোবেল পুরস্কার পেলেন দুই মার্কিন বিজ্ঞানী ভিক্টর অ্যামব্রোস ও গ্যারি রুভকুন। মাইক্রোআরএনএ আবিষ্কার ও জিন নিয়ন্ত্রণে এর ভূমিকা বিষয়ে দিকনির্দেশক গবেষণার জন্য তাঁদের এই পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। দুই মার্কিন বিজ্ঞানীর অনুষ্ঠানে নোবেল বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার স্মারক ও অর্থ তুলে দেওয়া হবে।

পার্লম্যান বলেন, অ্যামব্রোস তাঁর নোবেলজয়ী গবেষণা সম্পন্ন করেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। বর্তমানে তিনি ম্যাসাচুসেটস বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল স্কুলে প্রকৃতিবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে

ভিক্টর অ্যামব্রোস এবং গ্যারি রুভকুন।

এই কাজ প্রাণীর দেহের গঠন ও কাজ আরও ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করবে।

নোবেল অ্যাসেম্বলি তাদের বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'অ্যামব্রোস ও রুভকুনের আবিষ্কার জিনের কর্মকাণ্ড কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, তার একটি মৌলিক নীতিকে চিহ্নিত করেছে। এই আবিষ্কার জীবের বিকাশ ও কার্যপ্রক্রিয়া বোঝার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।'

সোমবার স্টকহোমে নোবেল অ্যাসেম্বলির সেক্রেটারি থমাস পার্লম্যান এই পুরস্কার ঘোষণা করেন। ডিসেম্বরে সুইডেনে এক কর্মরত। আর জিনবিদ্যার গবেষক রুভকুন তাঁর গবেষণা সম্পন্ন করেন ম্যাসাচুসেটস জেনারেল হাসপাতাল এবং হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলে। তিনি বলেন, 'দুই বিজ্ঞানীর গবেষণা জীবের বৃদ্ধি ও কার্যপদ্ধতি বোঝার জন্য অত্যন্ত মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হয়েছে। এই আবিষ্কার চিকিৎসাবিজ্ঞানে মৌলিক পরিবর্তন এনেছে। কোষের ভিতরে জিনগুলি মাইক্রোআরএনএর মাধ্যমে কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, তা আরও ভালোভাবে জানার ফলে সংশ্লিষ্ট গবেষণা আধুনিক জিন থেরাপিকেও কয়েক ধাপ এগিয়ে দেবে।'

সাফারি বাসে হঠাৎ আক্রমণ লেপার্ডের। বেঙ্গালুরুর বানেরঘাটা জাতীয় পার্কে।

বাংলাদেশিদের ভুয়ো আধার বাতিলের তৎপরতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নেওয়ায় পরপরই সেদেশ থেকে ভারতে শরণার্থীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। ভারত সরকারও এই পরিস্থিতিতে কিছুটা নমনীয় মনোভাব দেখাচ্ছে। তবে সম্প্রতি বিএসএফ ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (ইউএডিএআই)-কে চিঠি দিয়ে বাংলাদেশ থেকে আগেই আসা অনথিভুক্ত অভিবাসীদের আধার নিষ্ক্রিয় করার কথা জানিয়েছে। সন্দেহভাজন একজন বাংলাদেশি নাগরিক গ্রেপ্তারের পরই, বিএসএফ পুলিশকে অবহিত করে এবং একই সঙ্গে ইউএডিএআই-কেও কার্ড নিষ্ক্রিয় করার জন্য জানায়। বিএসএফের এক আধিকারিকের মতে, এই উদ্যোগ মানব পাচার রোধেই নেওয়া হয়েছে। হাসিনা সরকারের পতনের পর প্রথমবার বিএসএফ এভাবে সন্দেহভাজন বাংলাদেশি নাগরিকদের ভুয়ো আধার কার্ড বাতিলের উদ্যোগ নিল।

মন্ত্রকের দেওয়া হলফনামায়, ইউএডিএআই, ইমিগ্রেশন ব্যুরো, বিদেশমন্ত্রক এবং ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো-কে বায়োমেট্রিক তথ্য সংগ্রহের মানসম্মত প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তারপরও সম্প্রতি বিএসএফ ইউএডিএআই-কে চিঠি লিখে বাংলাদেশ থেকে আগত অনথিভুক্ত অভিবাসীদের আধার নিষ্ক্রিয় করার কথা জানিয়েছে।

ন্যাকে এ+ পতঞ্জলি বিশ্ববিদ্যালয়

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিলের (ন্যাক) মূল্যায়নে এ+ তকমা পেল পতঞ্জলি বিশ্ববিদ্যালয়। ন্যাকের স্বীকৃতির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক,

আধিকারিক ও অশিক্ষক কর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন চ্যান্সেলার স্বামী রামদেব। তিনি বলেন, 'পতঞ্জলি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য হল ভারতের সমৃদ্ধি এবং একটি স্বনির্ভর জাতির ভিত প্রস্তুত করা। আমাদের এক দক্ষ যুবশক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে।' রামদেব আরও বলেন, 'আজ বিশ্বে এমন যুবশক্তির প্রয়োজন যারা বর্তমানের চ্যালেঞ্জগুলির সমাধান খুঁজে বার করার ক্ষমতা রাখে এবং ভবিষ্যতের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জগুলি মূল্যায়ন করতে পারে।'

মালদ্বীপের পাশে থাকার আশ্বাস মোদির

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : প্রতিবেশী দেশে ক্ষমতার হাতবদল ভারতের বিদেশ নীতিকে প্রভাবিত করে না। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষায় বিশ্বাসী নয়াদিল্লি। আর্থিক সংকটের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা মালদ্বীপের চিনঘেঁষা প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মুইজুকে সোমবার এই বার্তাই দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ৪ দিনের সফরে রবিবার

সুর নরম মুইজুর

দিল্লিতে পা রেখেছেন সস্ত্রীক মুইজু। ভারতে এসেই বৈঠকে বসেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের সঙ্গে। তারপর একে একে দেখা করেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে।

মুইজুর সঙ্গে আলোচনা সেরেই প্রধানমন্ত্রী জানিয়ে দেন, ভারতের 'প্রতিবেশী প্রথম' নীতি থেকে ব্রাত্য নয় মালদ্বীপ। করোনা সংক্রমণের সময় এই নীতি মেনে মালদ্বীপের বাসিন্দাদের জন্য ৬ লক্ষ টিকা পাঠিয়েছিল ভারত। পাঠানো হয়েছিল চিকিৎসা সরঞ্জামও। ভবিষ্যতেও মালদ্বীপকে সাহায্য করতে তৈরি দিল্লি। পাশাপাশি ভারত মহাসাগরের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ভারত যে মালদ্বীপের ভৌগোলিক অবস্থানকে গুরুত্ব দিচ্ছে, তাও বুঝিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

তাঁর কথায়, 'ভারত মহাসাগরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে মালদ্বীপের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অত্যাবশ্যকীয় পণ্য থেকে কোভিড টিকা, পানীয় জল, সব দরকারে মালদ্বীপের পাশে থেকেছে ভারত। দ্বীপদেশে একটি বিমানবন্দর এবং ৭০০টি বাড়ি তৈরি করে হস্তান্তর করা হয়েছে।' মালদ্বীপের ২৮টি দ্বীপে ভারতের সাহায্যে গড়ে ওঠা পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পের কথা উল্লেখ করে মোদি জানান, এর ফলে ৩০ হাজারের বেশি মানুষের কাছে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। বেঙ্গালুরুতে মালদ্বীপের কনসুলেট খোলার বিষয়েও মুইজুর সঙ্গে তাঁর আলোচনা হয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রী জানান।

দিল্লি সফরের শুরু থেকেই ভারতের প্রশংসায় পঞ্চমুখ মুইজু। তিনি ক্ষমতায় থাকাকালীন মালদ্বীপকে ভারত-বিরোধী শক্তির ঘাঁটিতে পরিণত হতে না দেওয়ার আশ্বাসও দিয়েছেন। মুইজু বলেন, 'মালদ্বীপের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী হল ভারত। আমাদের সম্পর্ক অত্যন্ত মজবুত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। অনেক দেশের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ আছে। কিন্তু এর ফলে যাতে ভারতের নিরাপত্তা প্রভাবিত না হয়, আমরা সব সময় সেই বিষয়টি খেয়াল রাখি।' এদিন রাজঘাটে গিয়ে মহাত্মা গান্ধির স্মৃতিতে শ্রদ্ধা জানান মুইজু।

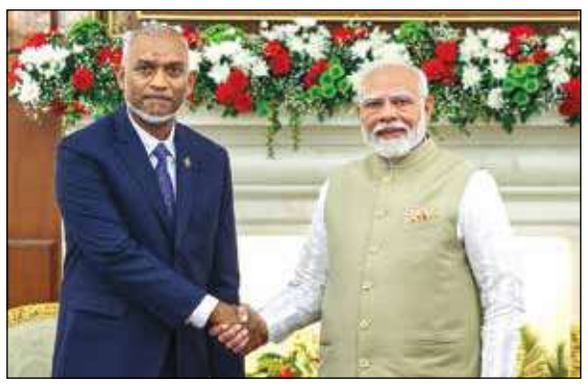

বৈঠকের পর হাসিমুখে মুইজু এবং নরেন্দ্র মোদি। নয়াদিল্লি।

> ভারত মহাসাগরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে মালদ্বীপের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অত্যাবশ্যকীয় পণ্য থেকে কোভিড টিকা, পানীয় জল, সব দরকারে মালদ্বীপের পাশে থেকেছে ভারত।
>
> **নরেন্দ্র মোদি**

> মালদ্বীপের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী হল ভারত। আমাদের সম্পর্ক অত্যন্ত মজবুত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভারতের যাতে নিরাপত্তা প্রভাবিত না হয়, আমরা সব সময় সেই বিষয়টি খেয়াল রাখি।
>
> **মহম্মদ মুইজু**

রতন টাটার অসুস্থতা নিয়ে ভুয়ো খবর

মুম্বই, ৭ অক্টোবর : গভীর রাতে নিম্ন রক্তচাপ এবং শ্বাসকষ্ট নিয়ে শিল্পপতি রতন টাটা মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন বলে গুজব রটেছিল। সোমবার সকাল থেকেই সংবাদমাধ্যম ছেয়ে যায় সেই ভুয়ো খবরে। তবে তাঁর শারীরিক অবস্থা নিয়ে জল্পনার জল বেশিদূর গড়াতে দেননি রতন টাটা নিজেই। তিনি জানিয়েছেন, তিনি সুস্থ। দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই। তিনি আরও বলেন, বার্ধক্যজনিত নানা সমস্যার কারণে নিয়মমাফিক শারীরিক পরীক্ষা করাতেই তাঁকে হাসপাতালে যেতে হয়েছিল।

ইনস্টাগ্রামে এক বার্তায় টাটা লেখেন, 'সম্প্রতি আমার স্বাস্থ্য নিয়ে নানা জল্পনা রটেছে। আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাই, এই সব খবরই ভুয়ো। গত কয়েকদিন ধরে বার্ধক্যজনিত নানা সমস্যার জন্য নিয়মমাফিক চেক-আপের জন্য হাসপাতালে যেতে হচ্ছে। চিন্তার কোনও কারণ নেই। আমি সুস্থ আছি। জনগণ এবং সংবাদমাধ্যমের কাছে অনুরোধ, ভুয়ো খবর ছড়াবেন না।'

জামিন লালু, দুই পুত্রের

নয়াদিল্লি ও পাটনা, ৭ অক্টোবর : পুজোর মুখে স্বস্তির হাওয়া পাটনার যাদব পরিবারে। জমির বদলে রেলে চাকরি দুর্নীতি মামলায় দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত সোমবার মাথাপিছু ১ লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে লালুপ্রসাদ যাদব, তাঁর দুই পুত্র তেজস্বী ও তেজপ্রতাপের জামিন মঞ্জুর করেছে। তেজস্বী যাদব জানিয়েছেন, 'আমাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র করে এজেন্সিকে অপব্যবহার করা হয়েছে। মামলায় অভিযোগ সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট কোনও প্রমাণ মেলেনি। তাই জামিন দেওয়া হয়েছে।'

ঝাড়খণ্ডে এনআরসি-ই পদ্মের ভোটের ইস্যু

রাঁচি, ৭ অক্টোবর : ঝাড়খণ্ডের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক লড়াই ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠেছে। এই আবহে ক্ষমতায় এলে রাজ্যে জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (এনআরসি) বাস্তবায়িত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বিজেপি।

রাজ্যের নানা জায়গায়, বিশেষ করে সাঁওতাল পরগনা অঞ্চলে ব্যাপকভাবে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ ঘটেছে বলে অভিযোগ। এর ফলে জনবিন্যাস পরিবর্তনের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন আদিবাসীরা। তাঁদের উদ্বেগের বিষয়টি সামনে রেখে এনআরসি-কেই নির্বাচনি ইস্যু করেছে বিজেপি। ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির পর্যবেক্ষক তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান জানিয়েছেন, রাজ্যকে বহিরাগতদের হাত থেকে রক্ষা করতে তাঁর দল প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অনুপ্রবেশের জেরে ঝাড়খণ্ডে কেবল যে জনসংখ্যা ও জনবিন্যাসের পরিবর্তন ঘটছে তা নয়, বরং তা আদিবাসী সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বুনিয়াদকেও ধ্বংস করে দিচ্ছে। এই সংকট থেকে রাজ্যকে বাঁচাতে রাজ্যে দ্রুত এনআরসি চালু করা হবে।

শিবরাজ বলেন, বিজেপির বিস্তারিত নির্বাচনি ইস্তাহার শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। তবে এই নির্বাচন

'রাজনৈতিক স্বার্থে অনুপ্রবেশে ইন্ধন'

শুধুমাত্র মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনের জন্য নয়, বরং রাজ্যের ভূমি, কন্যাসন্তান এবং রাজ্যবাসীর জীবনজীবিকা রক্ষাই এবারের নির্বাচনের মূল বিষয়।

শিবরাজের অভিযোগ, রাজনৈতিক স্বার্থে রাজ্যের হেমন্ত সোরেনের সরকার বহিরাগতদের তোয়াজ করছে। তাঁর বক্তব্য, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশের জন্য সাঁওতাল পরগনার জনসংখ্যায় যে পরিবর্তন হয়েছে, তা ভীতিকর। সেখানে আদিবাসীদের সংখ্যা ৪৪ শতাংশ থেকে কমে ২৮ শতাংশে এসে ঠেকেছে। অনুপ্রবেশ অবশিষ্ট জনসংখ্যার ওপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। শাসকদল ঝাড়খণ্ড জনমুক্তি মোর্চা ভোটব্যাংক রাজনীতির ফায়দা তুলতে বাংলাদেশিদের আশ্রয় ও প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছে। নির্বিচারে আধার কার্ড, ভোটার কার্ড ইত্যাদি বিলি করা হচ্ছে। সেই জোরে বহিরাগতরা অল্পবয়সি মেয়েদের প্রলোভন দেখিয়ে তাদের বিয়ে করে আদিবাসীদের জমি-জায়গার দখল নিচ্ছে। এটা চলতে থাকলে একদিন ভূমিপুত্র ও কন্যারাই রাজ্য থেকে উৎখাত হয়ে যাবেন। এই বিপদ থেকে তাঁদের বাঁচানোই বিজেপির একমাত্র লক্ষ্য। শিবরাজের হুঁশিয়ারি, 'ক্ষমতায় এলে আমরা সর্বাগ্রে এনআরসি কার্যকর করে অবৈধ বসবাসকারীদের রাজ্য থেকে তাড়াব।'

গাজা যুদ্ধের বর্ষপূর্তি

জয় অবধারিত, দাবি নেতানিয়াহুর

তেল আভিভ, ৭ অক্টোবর : শত্রুরা সংখ্যায় যতই বেশি হোক না কেন চলতি সংঘাতে নির্ণায়ক জয় পাবে ইজরায়েল। একথা জানিয়েছেন সেদেশের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। গাজার গণ্ডি ছাড়িয়ে লেবাননে বিস্তৃত হয়েছে ইজরায়েলের সেনা অভিযান। যেকোনও সময় ইরানের সঙ্গেও ইজরায়েলের যুদ্ধ শুরু হতে পারে। সেক্ষেত্রে একসঙ্গে ৩টি ফ্রন্টে লড়তে হবে ইজরায়েলি সেনাকে। এর জেরে হামাস, হিজবুল্লা ও ইরানের বিরুদ্ধে তাদের নির্ণায়ক জয়ের সম্ভাবনা ক্ষীণ বলে মনে করা হচ্ছে। নেতানিয়াহু অবশ্য জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী।

২০২৩-এর ৭ অক্টোবর ইজরায়েলের ওপর হামাস জঙ্গিদের বেনজির হামলার বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত সেনার এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'একবছরে আমাদের সামরিক পরিস্থিতি পুরোপুরি বদলে গিয়েছে। গত বছর আমরা ভয়ংকর ধাক্কা খেয়েছিলাম। সেই সংকট কাটিয়ে উঠতে পেরেছি। এখন গাজা ও লেবাননে লড়াই চলছে। তবে শেষ পর্যন্ত আমরাই জিতব।' নেতানিয়াহুর বক্তব্যের রেশ ধরে ইজরায়েলের সেনাপ্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল হারজি হালেভি বলেন, 'একবছর বাদে আমরা হামাসের সামরিক শাখাকে বিধ্বস্ত করতে পেরেছি।'

জেলে না গিয়ে সরকারে : ইউনূস

ঢাকা, ৭ অক্টোবর : অগাস্টের শুরুতেও মনে করা হচ্ছিল মুহাম্মদ ইউনূসের পরবর্তী গন্তব্য বোধহয় জেল। দেওয়ালে পিঠ দিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে আইনি লড়াই চালাচ্ছিলেন বাংলাদেশের নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ। কিন্তু দিনকয়েকের মধ্যেই ঘটে যায় পালাবদল। ছাত্র-জনতার আন্দোলনের চাপে ভারতে আশ্রয় নিতে হয় শেখ হাসিনাকে। আর ছাত্র নেতাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব নেন ইউনূস।

সম্প্রতি সেদেশের একটি সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নিজের সেই চড়াই উতরাই পর্বের স্মৃতি রোমন্থন করেছেন ইউনূস। জানিয়েছেন, নতুন দায়িত্ব তিনি উপভোগ করছেন। এক প্রশ্নের জবাবে ইউনূস বলেন, 'এটা একটা নতুন অভিজ্ঞতা। আমি দু-দিন আগে জেলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। আদালতের দরজায় দরজায় ঘুরছিলাম। হঠাৎ করে জেলে না গিয়ে আমি বঙ্গভবনে গিয়ে শপথগ্রহণ করলাম।'

তাৎপর্যপূর্ণভাবে হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে চলা কোটা আন্দোলনের সঙ্গে সরাসরি যোগের কথা স্বীকার করেননি ইউনূস। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা জানান, শেখ হাসিনার পতনের পর ছাত্রনেতারা প্যারিসে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। বাংলাদেশের পরিস্থিতি আঁচ করে অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব নিতে রাজি হন তিনি।

বোধনের অপেক্ষা।। সোমবার ছবিটি তুলেছেন অভিজিৎ সরকার।

প্রতিপদে গোবিন্দপুরে শুরু দুর্গাপুজো

নরমুণ্ডের ওপর প্রতিষ্ঠিত বেদি

গৌতম দাস

জমিদার নেই, নেই সেই কাছারিবাড়িও। তবু ৩০০ বছরের রীতি মেনে বৃহস্পতিবার প্রতিপদ তিথিতে খাসকোলের জমিদার শশীভূষণ পান্ডের কাছারিবাড়ির কাছে গোবিন্দপুরে শুরু হয়ে গেল দুর্গাপুজো। রীতি মেনে এখানে ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত হবে মনসামঙ্গল কাব্যপাঠ। নবমীর দিন জমিদারবাড়ির তরফে তিনটি ছাগবলি দেওয়া হয়। এছাড়াও কুমড়ো ও আখবলির

রীতিও অটুট। এখন আর সেই জাঁকজমক নেই। তবে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই এই পুজোয় এখনও অংশগ্রহণ করে।

শশীভূষণ পান্ডের হাত ধরে সূচনা এই পুজোর। সেই সময় নরবলি দিয়ে কাটা নরমুণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দেবীর বেদি। গড়ে তোলা হয়েছিল দেবীর পাকা মন্দির। সেই মন্দিরে আজও নিয়মনিষ্ঠা সহকারে পুজো হয়ে আসছে মায়ের। সেই সময় হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে জমিদারের সমস্ত প্রজা অংশ নিতেন এই পুজোতে। আজও একইভাবে এলাকার হিন্দু-মুসলিম সকলেই এই পুজোতে অংশগ্রহণ করেন। জাঁকজমক হয়তো আগের মতো নেই কিন্তু পুজোর নিয়ম রয়ে গিয়েছে একই। বর্তমানে পুজোর দায়দায়িত্ব পালন করছেন জমিদারের মেয়ের বংশের স্বপনকুমার কুমোর। স্বপনবাবুর দুই মেয়ে রয়েছেন। তাঁদের পাশাপাশি বর্তমানে পুজোর দায়দায়িত্ব অনেকটাই নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন ছোট জামাই বিশ্বজিৎ মিশ্র।

খাসকোলের জমিদার শশীভূষণবাবুর কোনও ছেলে ছিল না। ছিলেন দুই মেয়ে। সেই মেয়ের বংশধররাই বর্তমানে পুজো করে আসছে। গোবিন্দপুর কাছারিবাড়িতে আজ থেকে প্রায় ৩০০ বছর আগে দুর্গাপুজো শুরু করেছিলেন তিনি। বর্তমানে এই পুজো, 'ডাকুবাবুর পুজো' নামে এলাকায় প্রচলিত। একসময় কয়েক হাজার বিঘা সম্পত্তি ছিল জমিদারের। বর্তমানে তার বেশিরভাগই হয়তো খাস, পাট্টা বা বেদখল হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে গাজোলে প্রায় ১০০ বিঘা দেবোত্তর সম্পত্তি রয়েছে। তার কিছু জমিও বেদখল হয়ে গেছে। বর্তমানে সেই জমি থেকে যা আয় হয়, তা দিয়েই মায়ের পুজো অনুষ্ঠিত হয়।

স্বপনবাবু জানালেন, ঠাকুরমা সুষমাবালাদেবী খাসকোল জমিদারবাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন এখানকার পুজো। কিন্তু দেবী স্বপ্নাদেশ দিয়ে তাকে জানিয়ে দেন– এখান থেকে তিনি কোথাও যাবেন না। এই মন্দিরেই পুজো করতে হবে তাঁকে। সেই কথা এখনও লোকমুখে ফেরে। জাঁকজমক কমলেও দেবীর মাহাত্ম্য সেই একই রয়ে গিয়েছে। একটি ট্রাস্টি বোর্ড গড়ে আগামীদিনে এই পুজোকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়াস চালাচ্ছেন স্বপনবাবু। চেষ্টা চালাচ্ছেন জরাজীর্ণ মন্দির সংস্কার করে আবার নতুন করে গড়ে তোলার। নতুন মন্দির তৈরির কাজও শুরু হয়েছে।

জমিদারির বৈষম্যের বিরোধী

চাঁচলের বগচড়া সর্বজনীন

পুজো আসছে

সৌম্যজ্যোতি মণ্ডল

চাঁচল ১ ব্লকের কলিগ্রামের পার্শ্ববর্তী বগচড়া গ্রামে এক সময় পুজো বলতে বাসিন্দারা বুঝত চৌধুরী জমিদারবাড়ি। তবে সেই পুজো কখনও 'উৎসব' হয়ে উঠতে পারেনি। জমিদারবাড়ির আড়ম্বরের বাইরে সর্বজনীন হয়ে উঠেনি এই দুর্গাপুজো। পুজোর আনন্দের ভাগ নিতে স্থানীয়রা যেত কলিগ্রামে।

এলাকার সেই অভাব মেটাতে সাতচল্লিশ বছর আগে স্থানীয় এক ক্লাবের তরুণরা শুরু করে দুর্গাপুজো। তারপর ত্রিশ বছর আগে শশাঙ্কশেখর চৌধুরীর উদ্যোগে তৈরি হয় মায়ের মন্দির। বগচড়া সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির উদ্যোগে সেই থেকে এই মন্দিরেই পুজো হয়ে আসছে।

এ'বছর পুজোর বাজেট ২ লক্ষ টাকা। গ্রামের শতাধিক পরিবার সক্রিয়ভাবে এই পুজোর সঙ্গে যুক্ত। পুজোর মধ্যে একদিন অন্নভোগ বিতরণ করা হয়। বিজয়া দশমীতে আয়োজন করা হয় সাংস্কৃতিক এবং প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের। প্রত্যেক বছর এই পূজার মূল আকর্ষণ থাকে দেবী প্রতিমার চিন্ময়ী রূপ। এছাড়াও জাঁকজমকপূর্ণ বিসর্জনের শোভাযাত্রা প্রত্যেক বছর নজর কাড়ে। পুজো কমিটির সম্পাদক সায়ন দাস জানান, 'যেহেতু আমাদের মন্দির রয়েছে, তাই সুবিশাল প্যান্ডেলের প্রয়োজন পড়ে না। গ্রামের পরিবার মিলে পুজোর আয়োজন করি তাই বাজেট খুব একটা বেশি না।'

যুগ্ম সম্পাদক আকাশ দাসের বক্তব্য, 'এই পূজার মধ্যে গ্রামের একটা আবেগ এবং ঐতিহ্য আছে। বগচাড়া গ্রামের একতার প্রতীক আমাদের পুজো।'

আরেক পুজো উদ্যোক্তা মৃগাঙ্ক দাসের জানান, 'আমাদের বিসর্জনের শোভাযাত্রায় সকলের নজর থাকে। প্রশাসন পূর্ণ সহযোগিতা করে।'

নাটমন্দিরের থিমে

হারিয়ে যাওয়া আম

সৌকর্য সোম

রসগোল্লার পর বাঙালির রসনার ভাঁড়ে আমের স্থান রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর শেষের কবিতা উপন্যাসে নায়ক অমিত রায়কে দিয়ে বলিয়েছেন, 'কবিমাত্রের উচিত বছর মেয়াদে কবিত্ব করা, পঁচিশো থেকে ত্রিশ পর্যন্ত। এ কথা বলব না যে, পরবর্তীদের কাছ থেকে আরও ভালো কিছু চাই, বলব অন্য কিছু চাই। ফজলি আম ফুরোলে বলব না, 'আনো ফজলিতর আম। বলব, 'নতুন বাজার থেকে বড়ো দেখে আতা নিয়ে এসো তো হে।'

কথিত আছে, ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে মালদার জেলা শাসক র‍্যাভেন সাহেব ঘোড়ার গাড়ি চেপে গৌড় যাচ্ছিলেন। পথে তার জল তেষ্টা মেটানোর জন্য গ্রামের এক মহিলার কাছে জল খেতে চান। ফজলু বিবি নামে সেই মহিলার বাড়ির আঙিনায় বড় একটি আমগাছ ছিল। ফজলু বিবি সেই আম দিয়ে ফকির-সন্ন্যাসীদের আপ্যায়ন করাতেন (এজন্য এই আমের নাম ফকিরভোগ)। ফজলু বিবি তাকে জলের বদলে একটি আম খেতে দেন। আম খেয়ে কালেক্টর সাহেব ইংরেজিতে তাঁকে আমের নাম জিজ্ঞেস করেন। বুঝতে না পেরে ওই মহিলা তার নিজের নাম বলে বসেন। সেই থেকে ওই আমের নাম হয়ে যায় ফজলি। হিমসাগর, লখনা, ল্যাংড়া, আম্রপালি, মল্লিকা, প্রসন্নভোগ এরকম হারিয়ে যাওয়া হাজারো আম বিক্রি হচ্ছে শহরের এক বাজারে। এও কী সম্ভব। শহরের নাটমন্দিরের এবছরের থিম মালদার হারিয়ে যাওয়া আম, 'আম কথা'। মণ্ডপের ছাদে আম ঝুলছে। প্রতিমার গলাতেও আমের মালা। পটচিত্রেও আমের ছড়াছড়ি। আমবাগানে ঘেরা মণ্ডপে চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে হারিয়ে যাওয়া আমের ইতিহাস।

পুজো কমিটির সদস্য রাজা দত্ত বলেন, 'এক সময় মালদায় ৫৭০ প্রজাতির বেশি আম পাওয়া যেত। এখন তা কমে দাঁড়িয়েছে ২৫০-র কাছাকাছি। হারিয়ে যাওয়া সেই আমের নামকরণের ইতিহাস আমরা তুলে ধরছি পুজোর থিমে।' পুজো কমিটির আরেক সদস্য মঙ্গল দাসের কথায়, 'একের পর এক আমবাগান ধবংস হয়ে যাচ্ছে। সেখানে গড়ে উঠছে বহুতল। তাই আমবাগান বাঁচানোর বার্তা দেওয়া হচ্ছে

পুজোমণ্ডপে।'

বছর দশেক আগেই হিমসাগর আম জিআই সত্ত্ব নিয়ে এসেছে। কলকাতার বাজারেও মালদা, মুর্শিদাবাদের থেকে আজকাল বারুইপুর, বসিরহাট, হুগলি, নদিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুরের আমে ছেঁয়ে গিয়েছে। সে আমের চেহারা, স্বাদে, রূপে, গুণে মালদা-মুর্শিদাবাদের আমকে বলে বলে গোল দেবে। তবু মালদার আম যে আজও সকলের মনের মণিকোঠায় আছে তা নাটমন্দিরে গেলেই বোঝা যাবে।

নাককাটি দেবীকে তিনবার চুরির চেষ্টা

বিশ্বজিৎ সরকার

জায়গাটি হল হেমতাবাদের নওদা গ্রাম পঞ্চায়েতের কোঠাগ্রাম। বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকা। আর এখানেই প্রায় দেড়শো বছরের বেশি সময় ধরে পুজো হয়ে আসছে অলৌকিক নাককাটি দেবীর। পাথরের তৈরি এই দুর্গা মূর্তির নাক ভাঙা থাকায় এই নাম চলে আসছে। পুকুর খুঁড়তে গিয়ে পাওয়া এই পাথরের মূর্তিটির বয়স ঠিক কত, তা জানা যায় না।

গ্রামবাসীদের বিশ্বাসে শতাব্দীপ্রাচীন এই পুজো হয়ে আসছে। দেবীর কাছে মানত করতে আসেন অসংখ্য ভক্ত। বসে মেলা। তবে এই পুজোর ইতিহাসে জড়িয়ে আছে চুরির কলঙ্ক । তবে সেখানেও দেবীর অলৌকিক শক্তির দেখা মিলেছে। তিনবার নাককাটি দেবীর মূর্তি চুরি করার চেষ্টা করে দুষ্কৃতীরা। কিন্তু দুষ্কর্মে সফল হয়নি কেউ। স্থানীয়দের মতে, এই বিশাল মূর্তি গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে দুষ্কৃতীরা অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে মূর্তিটি মাটিতে ফেলে রেখে চলে যায় তারা।

পুজো কমিটির কর্ণধার রত্নাদেবীর বক্তব্য, 'আমার জন্ম এই গ্রামে। বিয়েও হয়েছে এখানে। আগে শুধু পাথরের নাককাঠি মূর্তি দেখেছিলাম। তারপর পাশে ছোট গণেশ ও লক্ষ্মী মূর্তি দেখা যায়। এখন গণেশের নীচে খুব ছোট আকারের সরস্বতী দেখা যাচ্ছে। আগে বটগাছতলায় পুজো হলেও, চুরির ঘটনা ঘটায় চোদ্দো বছর আগে কংক্রিটের মন্দিরে স্থাপন করা হয় এই দেবীমূর্তি।'

বহুদূর থেকে প্রচুর মানুষ পুজোর দিন ভিড় জমান এখানে। স্থানীয়দের বিশ্বাস, দেবীর কাছে চাইলেই মনোবাসনা পূরণ হয়। পুজোয় বলিপ্রথা না থাকলেও ভক্তরা উৎসর্গ করা পায়রা উড়ান।

অন্য পুজো

বিষণ্ণ সেনবাড়ি

বদল কুলপুরোহিত

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ শহরের সেনবাড়ির দুর্গাপুজো মানেই এতদিন সকলে জানতেন ভট্টাচার্য পরিবারের পুজো। দেশ ভাগের পর ১৯৫১ সাল থেকে এখানে পুজো শুরু করেন সেন পরিবারের সদস্যরা। সেইসময় পুজোর দায়িত্বভার নেন স্থানীয় বাসিন্দা পেশায় পুরোহিত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য। তিনি ২০ বছর পুরোহিতের দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর প্রয়াণের পর পুজোর দায়িত্ব নেন হেমচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র পৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য। দীর্ঘ ৫৪ বছর ধরে সেনবাড়ির পুজো তিনিই করে আসছিলেন। এবছর মার্চ মাসে প্রয়াত হন পৃথ্বীশ। কিন্তু এখন আর ভট্টাচার্য পরিবারের বংশধরেরা কেউ পুজোপাঠ না করায় এবার পুজোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে চাঁচল নিবাসী পবিত্র ভট্টাচার্যকে। কুলপুরোহিত বদল হওয়ায় খানিকটা মন খারাপ পাশাপাশি দুই পরিবারের।

বাংলাদেশে সেনবাড়ির পুজো কবে শুরু হয়েছিল কেউ জানেন না। পরিবারের সদস্য বিদ্যুৎ সেনের কথায়, 'আমার বাপঠাকুরদা বলতে পারেননি কবে থেকে এই পুজো শুরু হয়েছে। তবে রায়গঞ্জে পুজো শুরু হয়েছে ১৯৫১ সাল থেকে। সেই সময় থেকে ভট্টাচার্য পরিবারের লোকেরা আমাদের পুজো করে আসছিলেন,এবছর পৃথ্বীশবাবু নেই। তাঁর বংশধরেরা কেউ পুজো করেন না। তাই পুরোহিত বদল করতে হল।' প্রয়াত পুরোহিত পৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্যের কনিষ্ঠ পুত্র কৌশিক ভট্টাচার্য বলেন, 'এবার বাবা পুজো করছেন না, ভাবতেই পারছি না। কারণ সেনবাড়ির পুজো মানেই আমাদের পুজো।'

বনেদি বাড়ির পুজো

উত্তর দিনাজপুর জেলার বনেদি বাড়ির পুজোর মধ্যে রায়গঞ্জ শহরের সুদর্শনপুরে সেন বাড়ির দুর্গাপুজো অন্যতম। ওপার বাংলার যশোরের জমিদার তারিণীমোহন সেনের পূর্বপুরুষেরা এই দুর্গাপুজোর প্রচলন করেছিলেন। এরপর তাঁদের বংশধর সুরেন্দ্রনাথ সেন পুজো করেন বাংলাদেশেই। তারপর সেখানকার সব পাঠ চুকিয়ে তাঁরা পরে চলে আসেন এপার বাংলার রায়গঞ্জ শহরে। এবারও সেন বাড়ির পুজোকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে চূড়ান্ত প্রস্তুতি। মন্দির রং করার কাজ চলছে জোরকদমে। আত্মীয়স্বজনেরাও চলে এসেছেন। কিন্তু মন ভালো নেই তাদের। খানিকটা বিষণ্ণতার আবেশ, সেন বাড়ির দশভুজার আরাধনায়।

হুদূর দুর্গাকে বরদানেও

রোখা যায়নি অকালমৃত্যু

সৌরভ রায়

সপ্তমীর দিনেই পূর্বপুরুষদের খুঁজতে বেরোবে চণ্ডীপুরের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন। কুশমণ্ডি ব্লকের সীমানায় আদিবাসী ওই গ্রামটির নাম চণ্ডীপুর। পুজোর পুরোহিত তথা আদিবাসী সমাজসংস্কারক বুধন হেমরম জানিয়েছেন, লোককথা এই যে, বহু বছর আগে হুদূর দুর্গা নামে আদিবাসী সম্প্রদায়ের রাজা ছিলেন। কথিত আছে, পেশায় মেষপালক সেই রাজা ছিলেন ঈশ্বরের ভক্ত। ঈশ্বরের বরদান পান তিনি। হুদূর দুর্গাকে কেউ পরাজিত করতে পারত না।

কিন্তু এক সময় হুদূর দুর্গাকে নানা ছলাকলার মাধ্যমে হত্যা করা হয়েছে বলে প্রচলিত হয়েছে আদিবাসী সমাজে। যদিও সে কথা আদিবাসীরা মেনে নেননি আজও। আর তারাই গত চার বছর থেকে শুরু করেছেন দুর্গাপুজো।

পুজো কমিটির সভাপতি শুকলাল হাঁসদা বলেন, 'ষষ্ঠীতে হবে বেল বরণ। এটা অবশ্য দুর্গার থানে হয় না। বেল বরণ পর্ব অনুষ্ঠিত হয় মাঝি থানে। সপ্তমী থেকে দশমী পর্যন্ত চলবে দাঁশায়। অর্থাৎ হুদূর দুর্গাকে খোঁজার পর্ব।'

সপ্তমীর দিনেই ছদ্মবেশে চণ্ডীপুর গ্রামের ৩০ জন মানুষ বেরোবেন হুদূর দুর্গার খোঁজে। এই পর্বে হয় আদিবাসী নাচ। সেটি অবশ্য বিষাদের সুর। তিনি বলেন, চণ্ডীপুর, সর্গদা সাটিমারি গ্রামের দিনমজুর খেটে খাওয়া মানুষেরা নিজেদের অর্থে পুজোর আয়োজন করেছেন। রাজ্য সরকারের পুজো

কমিটিগুলিকে দেওয়া অনুদানের তালিকায় তাদের নাম নেই। তাতে কী, নিজেরা স্থানীয় ডেকোরেটরের কাছ থেকে বাঁশ এনে খুঁটি পুঁতে প্যান্ডেল তৈরি করছেন মানিক পেটারী পুকুরপাড়ে। দশমীর সিঁদুরদানের পরে বসবে বুড়ি মেলা চলবে নাচের অনুষ্ঠান। পরের দিন ভাসান। আবার এক বছরের অপেক্ষা।

প্রজাদের অনুরোধে আরাধনা হয় চ্যাংড়া গ্রামে

অনুপ মণ্ডল

রাজা যদি হয় প্রজাবৎসল তাহলেই তাঁকে উপযুক্ত রাজা বলা চলে। বংশীহারীর ব্রজবল্লভপুরের চ্যাংড়া বারোয়ারি দুর্গাপুজো তারই এক জলজ্যান্ত প্রমাণ। চার গ্রামের প্রজাদের অনুরোধেই ১৬২ বছর আগে এই গ্রামে দুর্গাপুজোর প্রচলন করেন তৎকালীন জমিদার রবীন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী।

আনুমানিক ১৬২ বছর ধরে এই পুজো হয়ে আসছে। ইংরেজ শাসনকালে কুশমণ্ডি থানার আমিনপুর অধুনা হরিপুর স্টেট এর জমিদার ছিলেন রবীন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী। ওই সময় চ্যাংড়া, পিছলা, আলিপুর ও চৌঘরিয়া চার গ্রামের মানুষ আমিনপুর রাজবাড়ির কাছারিতে খাজনা দিতে যেত। জমিদার রবীন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী দুর্গা মন্দিরের জন্য প্রজাদের চৌষট্টি শতক জায়গা ভগবতী ঠাকুরানি মায়ের নামে দান করেন। এছাড়াও ওই চার গ্রামের কয়েকজনকে মন্দির দেখাশোনার জন্য বেশ কিছু জমি তাদের ভগবতী ঠাকুরের নামে দেওয়া হয়। তবে বর্তমানে সেবাইতদের দেওয়া সেই জমির কোনও অস্তিত্ব নেই। আর মন্দিরের জন্য জমিদারের দেওয়া ৬৪ শতক জায়গা অনেকটাই রাস্তা ও স্কুলের জন্য কমেছে। এক সময়ের মাটির মন্দির থেকে বর্তমানে পাকা মন্দির হয়েছে।

পুজোর নানা রীতি থাকলেও কালের নিয়মে এখন এই পুজোর অনেক নিয়মই লঘু হয়েছে। সেবাইত কুঞ্জবিহারী দাসের আমল পর্যন্ত দোতালা কাঠামোতে দুর্গাপুজো হত। কাঠামোর নীচ তলায় সাবেকিয়ানায় তৈরি হত মায়ের মৃন্ময়ী মূর্তি। উপর তলায় থাকতেন নন্দী, ভিরিঙ্গি ও দক্ষযজ্ঞ। আর সবার উপরে ব্রহ্মা-বিষ্ণু ও মহেশ্বর। দীর্ঘদিন এভাবে পুজো চললেও কাঠামো বিলুপ্তির কারণে কয়েক বছর ধরে এক চালাতে চলছে প্রতিমা তৈরির কাজ।

স্থানীয় সুজাতা দাস বলেন, 'এখানে ষষ্ঠী থেকে অষ্টমী পর্যন্ত ফল ভোগ দেওয়া হয় মাকে। শুধুমাত্র নবমী ও দশমীতে অন্নভোগ দেওয়া হয়। এলাকায় পুজোর দুদিন আগে থেকে প্রত্যেকে নিরামিষ খাবার খান। এলাকায় নবমী পুজো শেষ হলে শুরু হয় আমিষ খাবারের চল।'

পুজো কমিটির অন্যতম সদস্য প্রদীপ দাস জানান, 'জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে এলাকার ১০০টি পরিবার এই পুজোর সঙ্গে জড়িত। আদিবাসীরা ধামসা-মাদল বাজিয়ে আনন্দে মেতে ওঠেন পুজোর কটা দিন। এছাড়াও অন্য সম্প্রদায়ের মানুষরাও অংশ নেন এই পুজোয়। পুজোর কটা দিন এলাকায় মেলার আয়োজন করা হয়। রাতে বসে যাত্রাগানের আসর।

চারটে দিন গ্রাউন্ড ফ্লোরে ফ্ল্যাটবাসীর জমাটি আড্ডা

ফ্ল্যাট বাড়ির পুজো

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ৭ অক্টোবর : কেউ কর্মসূত্রে মালদায়, কেউবা আলাদা করে সংসার পেতেছেন। আপাতত তাদের আশ্রয়স্থল ফ্ল্যাটবাড়ি। জনা ত্রিশেক এমনই পরিবার সময়ের স্রোতে যেন বড় একটা পরিবার হয়ে উঠেছেন। পুজোর চারটে দিন ফ্ল্যাটবাড়ির গ্রাউন্ড ফ্লোর হয়ে ওঠে তাদের আড্ডা দেওয়ার জায়গা।

একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া, রাতে শহরের বিভিন্ন পাড়ায় মণ্ডপে ঘোরা থেকে শুরু করে ছোট ছোট আনন্দ নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেওয়ার মধ্যেই তৃপ্তি খুঁজে পান উত্তম দত্ত, দেবাশিস দত্ত, বিকাশ সাহারা। মালদা শহরজুড়ে একাধিক ফ্ল্যাটবাড়ির দুর্গাপুজোর ক্ষেত্রে এখন এমনই একাত্ম হওয়ার গল্প। নেতাজি সুভাষ রোডে মহিলা থানার সামনে ত্রিনয়নী অ্যাপার্টমেন্ট। ৯ বছর ধরে এই বহুতলের আবাসিকরা দুর্গাপুজোর আয়োজন করে আসছেন। সোমবার সকাল থেকেই ফ্ল্যাটের কিছু আবাসিক গ্রাউন্ড ফ্লোরে জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছিলেন। সিঁড়ির পাশেই তৈরি হয়েছে মণ্ডপ। তিনচালার দুর্গা প্রতিমা অধিষ্ঠিত হবে মঙ্গলবার। ডেকোরেশনের কাজও সম্পন্ন।

দেবাশিস দত্ত নামে এক আবাসিক বলেন, '২০১৫ সাল থেকে ত্রিনয়নী অ্যাপার্টমেন্টে দুর্গাপুজোর পত্তন করেন আবাসিকরা। পুজোর খরচ আবাসিকরাই দেন। এই চারদিন দুপুরের খাওয়া দাওয়া একসঙ্গে করি। রামকৃষ্ণ মিশনের নিয়ম মেনে দুর্গা পূজিত হন ওই অ্যাপার্টমেন্টে। নবমীতে সন্ধ্যারতির পর প্রসাদ বিতরণ করা হয় দর্শনার্থীদের মধ্যে।' আবাসিক উত্তম দত্ত, অশোক দাসদের কথায়, 'পুজোর আগেই পরিবারের যারা বাইরে রয়েছেন, তারা চলে আসেন। ফলে পুজোর আনন্দ দ্বিগুণ বেড়ে যায়। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত জমজমাট আড্ডার আসর বসে মণ্ডপের সামনে।' শহরের কুট্টিটোলা গোল্ডেন আইভি ফ্ল্যাটবাড়িতে দুর্গাপুজোর আয়োজন ১৯ বছরে পা দিল। আগামী বুধবার প্রতিমা শোভাযাত্রা সহকারে ফ্ল্যাটে আনা হবে। কৌশিক সরকার নামে এক পুজো উদ্যোক্তা জানান, 'মণ্ডপ সাজানোর কাজ শেষ করে ফেলেছি। পুজোর চারটে দিন আমরা ভীষণ আনন্দ উপভোগ করি। আমাদের সকলের সময় কাটে গ্রাউন্ড ফ্লোরে। সঙ্গে চলে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতাও। ছোটরা তাতে অংশ নেয়। নবমীতে সকলে মিলে ঠাকুর দেখতে বের হই।'

অরিন্দম বাগ

নিজেদের চাঁদায় পুজো, খাওয়া-দাওয়া আবাসনে

রাহুল দেব

রায়গঞ্জ, ৭ অক্টোবর : কর্মব্যস্ত জীবনে সকলেই নানা কাজে জড়িয়ে থাকেন ওরা। তবুও পুজোর চারটা দিন মিলেমিশে থাকেন ফ্ল্যাটবাড়ির বাসিন্দারা। রায়গঞ্জ শহরের বিভিন্ন জায়গায় আবাসনের সদস্যরা একজোট হয়ে পুজোর আয়োজন করেন। একসঙ্গে সকলে আনন্দে মেতে ওঠেন। দশমীর বিসর্জনেও সবাই একসঙ্গে ঘাট পর্যন্ত যান। বিজয়া পর্ব সেরে আবার যে যার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

শহরের বিবিডি মোড় এলাকায় শহরের অন্যতম পুরোনো আবাসনের বাসিন্দা প্রীতম দত্ত। পেশায় শিক্ষক প্রীতমের কথায়, 'পুজোর চারদিন আমরা এখানেই খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করি। ফ্ল্যাটের সকলের চাঁদাতেই পুজোর আয়োজন করা হয়। বছরের অন্য দিনগুলোতে কাজে ব্যস্ত থাকলেও এই চারটা দিন সবাই জমিয়ে আড্ডা, গল্পগুজব করে কাটায়।

বীরনগর এলাকার এক ফ্ল্যাটবাড়ির বাসিন্দা শুভব্রত দাস। কর্মসূত্রে বাইরে থাকলেও পুজোতে শহরে ফিরে আসেন। তিনি বলেন, 'পেশাগত স্বার্থে বাইরে থাকি। তবে পুজোতে নিজের শহরে আসতেই হবে। তাই সোমবার সকালে রায়গঞ্জে ঢুকেছি। পুজোর দিনগুলো ফ্ল্যাটের পুজোতে থাকব। সবার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে লক্ষ্মীপুজোর পরদিন আবার ফিরে যাব।'

অন্যদিকে, বয়স্কদের কাছে পুজোর আমেজটা অন্যরকম। শহরের এক ফ্ল্যাটের বাসিন্দা অশীতিপর নবকুমার ঘোষ জানান, 'ছোটবেলা থেকে পাড়ার পুজো দেখে অভ্যস্ত। এখন চালচিত্র অনেক বদলে গেছে। অগত্যা পরিবর্তনকে মেনে নিয়েই চলা। ফ্ল্যাটের পুজোতে আনন্দ হয় ঠিকই। তবুও ছোট থেকে বড় হওয়ার মধ্যে পুজোগুলোতে যে আনন্দ ও আন্তরিকতা দেখেছি তার কিছুটা হলেও অভাব মনে হয়।'

আবার মনোজিৎ রাহা নামের এক বাসিন্দার কথায়, 'মেয়ে বাইরে পড়াশোনা করে। পুজোর সময় ফিরে আসে। ষষ্ঠীর সকালে আসবে। তারপর প্রতি বছরের মতো পুজোর আনন্দ শুরু হবে আমাদের।' দশভুজার আবাহনের উৎসবকে যে যেমনভাবে দেখেন আর কি।

রাহুল দেব

পাঁচজনের সিদ্ধান্তে অ্যাপার্টমেন্টে প্রথম পুজোর আয়োজন

ফ্ল্যাট বাড়ির পুজো

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ৭ অক্টোবর : প্রথমবার শারদোৎসবের আয়োজন বালুরঘাট শহরের দীপালি নগর এলাকার বিনায়ক অ্যাপার্টমেন্টে। আবাসনে একাধিক পরিবারের বাস হলেও প্রাথমিক পর্যায়ে পাঁচটি পরিবারের লোকজন একসঙ্গে সিদ্ধান্ত নিয়ে শারদীয়া উৎসবে শামিল হয়েছেন। প্রথমবার ছোট আকারেই পুজো হচ্ছে। মহাপঞ্চমী তিথিতে এই ফ্ল্যাটবাড়িতে প্রতিমা আনা হবে ও রীতি মেনে ষষ্ঠীতে বোধন।

চতুর্থী থেকেই উদ্যোক্তারা পুজোর যাবতীয় আয়োজন করতে পুরোদমে কাজে নেমে পড়েছেন। আলো, শব্দ সমস্ত কিছুর ব্যবস্থা করছেন তাঁরা। আবাসনের মহিলারা পুজোর কয়েকটা দিন এখানে পারস্পরিক আনন্দ বিনিময়ের মাধ্যমে কাটাবে। প্রথমবার দুর্গাপুজো আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়াটা হঠাৎই হয়েছে। পুজোর কথা ওঠার পরেই কেউ নবমী, দশমী পুজোর দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন। আলোচনার মধ্যেই কেউ দায়িত্ব নিয়েছেন সন্ধিপুজোর আয়োজনের। তাঁরাই সমস্ত বন্দোবস্ত করেছেন। অন্যান্যদের মধ্যে কোনও পরিবার ষষ্ঠীর বোধনের আয়োজনের দায়িত্বে। আবার অনেকে সপ্তমীর পুজো দেখভালের ব্যবস্থা করবেন। কেউ আবার মাইকের বিষয়টি দেখবেন বলে জানিয়েছেন।

পুজো উদ্যোক্তাদের মধ্যে আশিসকান্তি সরকার বলেন, 'আবাসনের সমস্ত পরিবারের গাড়ি রয়েছে। এবছর বিশ্বকর্মাপুজোর সময় দুর্গাপুজো করার কথা ওঠে। তখন থেকেই পুজো আয়োজনের পরিকল্পনা শুরু হয়। সেই সময়ে আমরা চার-পাঁচটি পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলাম। পরে আবাসনের কমিটির কাছেও বিষয়টি জানানো হয়। একেকজন আলাদা করে একেকটি দায়িত্ব নিয়ে নেওয়ায় পুজোটা মসৃণভাবে পার হবে আশা করছি। সকলে মিলে আমরা শারদীয়ার আনন্দে মেতে ওঠার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' সিদ্ধিদাতার আশীর্বাদে নির্বিঘ্নে মিটুক তাঁদের প্রথমবারের পুজো, এখন এটাই চাহিদা বিনায়ক অ্যাপার্টমেন্টের বাসিন্দাদের।

কৃষ্ণপল্লি কল্যাণ সংঘে থিমে মিশর

স্বরজিৎ মিশ্র

মালদা, ৭ অক্টোবর : 'এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ।' মালদা শহরের কৃষ্ণপল্লি, দক্ষিণ কৃষ্ণপল্লি ও মালঞ্চপল্লির দুর্গামণ্ডপ ও প্রতিমা দেখে এমনই মনে হবে। কেউ মিশরের ছোঁয়ায় অন্য একটি পরিবেশ তৈরি করেছে, কেউ আবার কৃষ্ণের আদলে দুর্গামন্দির গড়ে আলোয় ভুবন ভরার থিম বেছে নিয়েছে, আবার কারও থিমে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

কৃষ্ণপল্লি সাবওয়ে গেট দিয়ে ঢুকলে হঠাৎ ইট কাঠের আবাসন বাড়ির ভিড়ে নজর কাড়বে কৃষ্ণপল্লি কল্যাণ সংঘে নজর কাড়বে একটুকরো মিশর। মণ্ডপসজ্জা থেকে শুরু করে দেবী প্রতিমা, সব জায়গায় মিশরীয় ছোঁয়া। পাহারাদার হয়ে থাকছে স্ফিংক্স, মণ্ডপের ভেতর প্রতিটি কোণায় ছড়িয়ে রয়েছে মিশরীয় সভ্যতার ছোঁয়া। হায়রোগ্রিফিক লিপির আদলে সাজানো হয়েছে মণ্ডপের ভেতরের দেওয়ালগুলো। মণ্ডপের সঙ্গে মানানসই আলো-আঁধারির খেলা তৈরি করা হয়েছে। এবছর ক্লাবের পুজো ৫৭ বর্ষে পা দিল। প্রতিমা তৈরি করেছেন বিবেক দাস, আলোকসজ্জায় রয়েছেন সঞ্জয় দাস। এবছর তাঁদের পুজোর বাজেট সাড়ে চার লাখ। চতুর্থীতে উদ্বোধনের পাশাপাশি দুঃস্থদের বস্ত্রদানের উদ্যোগ নিয়েছেন তাঁরা। ক্লাবের সভাপতি রয়েছেন ধ্রুব ভট্টাচার্য। সম্পাদক প্রসেনজিৎ বর্মন কাজের তদারকিতে ব্যস্ত ছিলেন।

কথায় কথায় প্রসেনজিৎ বাবু জানালেন, 'মিশরীয় স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও শিল্পকলাকে আমরা এবছর পুজোর থিম হিসেবে তুলে ধরেছি। ইতিহাস আমাদের সম্পদ, আধুনিক শিল্পকলার ভিড়ে প্রাচীন শিল্পকলাকে নতুন প্রজন্ম ভুলতে বসেছে। নতুনদের কাছে এই ইতিহাস তুলে ধরার জন্যই আমাদের এই উদ্যোগ। আশা করছি, দর্শনার্থীদের নজর কাড়বে প্রতিমা ও মণ্ডপ।'

আলোয় ভুবন ভরা

থিমের পুজো

পিছিয়ে নেই মালঞ্চপল্লি সর্বজনীন দুর্গা কমিটিও। প্রতি বছর অভিনব থিমে নজর কাড়ে এই ক্লাব। এবছর ক্লাবের ৬৩ বর্ষে তাদের থিম 'আলোয় ভুবন ভরা'। কৃষ্ণ মন্দিরের আদলে সাজানো হয়েছে দুর্গা মন্দির। দক্ষিণ ভারতের মন্দিরের ছাপ স্পষ্ট মণ্ডপসজ্জায়। মণ্ডপের সামনে নজর কাড়বে বাঁশি ধরে রাখা হাত। প্রতিমার ক্ষেত্রেও থিমকে ধরে রেখেছেন মৃৎশিল্পী টুপাই হালদার। সোমবার পঞ্চমী তিথিতে পুজোর উদ্বোধন করছেন জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া, পুলিশ সুপার ও স্থানীয় কাউন্সিলার মনীষা দাস মণ্ডল।

পুজোর সভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন সীতাংশু দাস, সম্পাদক তরুণকুমার হালদার। তরুণবাবুর কথায়, 'আমরা এক বিভীষিকাময় সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। এই অন্ধকার কেটে আলো ফিরুক সকলের জীবনে। সেই আশা নিয়েই আমরা এবছর আলোয় ভুবন ভরা থিম বেছে নিয়েছি।'

বিষ্ণুর দশ অবতার মণ্ডপের আকর্ষণ

মালদা, ৭ অক্টোবর : মৎস্য, কুর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, কল্কি সহ বিষ্ণুর দশ অবতারের কথা পুরাণে পাওয়া যায়। এয়ারভিউ কমপ্লেক্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফে দুর্গাপুজোয় এই বছর পুরাণের এই দিকটিই তুলে ধরা হয়েছে। এবছরের বিশেষ আকর্ষণ বিষ্ণুর দশ অবতার। পুজো কমিটির সেক্রেটারি সঞ্জীব সাহা পুজোর থিমের সমন্ধে বলেন, 'যুগে যুগে অশুভ শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য বিষ্ণু অবতার রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। দুর্গার ক্ষেত্রেও একই বিষয়, অশুভ শক্তি নাশের জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন।'

পুজো কমিটির প্রেসিডেন্ট মৈনাক পোদ্দার জানান, 'বেশ কয়েকবছর ধরে আমরা মালদাবাসীকে ভালো পুজো উপহার দিচ্ছি। বিগত বছরে আমরা আমব্রেলা স্ট্রিট করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। এই বছরেও থাকছে আদিবাসী ভাইবোনদের হাতের তৈরি লাইটের কাজ। প্রতিমা ও মণ্ডপসজ্জাতে বিবেক দাসের অসাধারণ কাজ সবার নজর কাড়বে।'

যান চলাচলে কড়াকড়ির প্রস্তুতি

পুরাতন মালদা, ৭ অক্টোবর : পঞ্জিকা মতে পুজো শুরু বুধবার থেকে। ওই দিন দেবীর বোধন। যদিও সোমবার চতুর্থী থেকেই অনেকেই ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে পড়েছেন। পুজোর ক'দিন যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, তার জন্য পুলিশ ও প্রশাসনও প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে। পুজোর ক'দিন পুরাতন মালদা শহর ও গ্রামে মোতায়েন থাকবে অতিরিক্ত বাহিনী। দর্শনার্থীদের ভিড়ে মিশে থাকবে সাদা পোশাকের পুলিশ। থাকবে প্রচুর সংখ্যায় মহিলা পুলিশ। মণ্ডপে অযথা ভিড় এড়াতে যান নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

শহরের বুলবুলি মোড় এবং সাহাপুর সেতু মোড়ে দুটি নো এন্ট্রি গেট বসানো হচ্ছে। একমাত্র বিশেষ প্রয়োজনে ওই রাস্তা দিয়ে যান চলাচলে মিলবে ছাড়পত্র। বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ বুথ বসানো হয়েছে। তৈরি করা হয়েছে পুলিশি সহায়তা কেন্দ্র। মহানন্দা সেতু, সাহাপুর সেতুতে কেউ দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন না।

মালদা থানার এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, নির্বিঘ্নে পুজো সম্পন্ন করতে একাধিক পদক্ষেপ করা হয়েছে। কিছু কিছু জায়গা দিয়ে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে।

রায়গঞ্জে সারদা বিদ্যামন্দিরের পড়ুয়াদের ফিলাটেলিক ক্লাবের সদস্যপদ দেওয়া হচ্ছে।

ফিলাটেলিক ক্লাবের পথ চলা শুরু

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৭ অক্টোবর : একসময় অনেকের নেশা ছিল ডাকটিকিট ও স্ট্যাম্প সংগ্রহ করা। কিন্তু বর্তমানে সেই আগ্রহ প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে। চিঠি লেখার ব্যবহার কমায় ডাকটিকিটও তার গুরুত্ব হারিয়েছে। ডাকটিকিট ও স্ট্যাম্পের প্রতি আগ্রহ বাড়াতে তাই প্রতিটি স্কুলে ফিলাটেলিক ক্লাব গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে ভারতীয় ডাকবিভাগ। উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জে সারদা বিদ্যামন্দিরের পড়ুয়াদের নিয়েই সোমবার প্রথম এই উদ্যোগের বাস্তবায়ন শুরু হয়। এই উদ্দেশ্যে এদিন এক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানের সূচনালগ্নে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় ডাকবিভাগের উত্তর দিনাজপুর জেলার অধীক্ষক রোশন হেমরম। এছাড়াও ছিলেন পোস্ট মাস্টার দেবকুমার মুখোপাধ্যায়, আয়োজক তথা স্কুলের প্রধান আচার্য রাজবলি পাল সহ আরও অনেকে।

ডাক অধীক্ষক রোশন হেমরম বলেন, 'নবীন প্রজন্মের মধ্যে পোস্টাল স্ট্যাম্পের সংগ্রহ বাড়াতে বিভিন্ন স্কুলে ফিলাটেলিক ক্লাব গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে ডাকবিভাগ। ফিলাটেলিক কালেক্টর হয়ে ওঠা নিয়ে নানা কর্মশালা করা হবে আগামীতে। ২৫০ টাকা দিয়ে ফিলাটেলিক ক্লাবের সদস্য হওয়া যাবে। এরপরেই ২০০ টাকার টিকিট ফিলাটেলি ব্যুরো থেকে তাদের নামে চলে আসবে। পরবর্তীতে ১০০ টাকা জমা দিলে সেই টাকার টিকিট চলে আসবে। জেলায় এই ধরনের ক্লাব প্রথম চালু হওয়ায় খুশি ছাত্রছাত্রীরা।'

ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে স্ট্যাম্প বা ডাকটিকিট জমানোর শখকে উৎসাহিত করতে স্কলারশিপও ঘোষণা করেছে ভারতীয় ডাকবিভাগ। ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণির কোনও পড়ুয়া ডাকটিকিট সংগ্রহ করলে তাকে বছরে ৬ হাজার টাকা করে স্কলারশিপ দেওয়া হবে। তবে সংশ্লিষ্ট স্কুলে ফিলাটেলিক ক্লাব থাকতে হবে এবং পড়ুয়াকে ওই ক্লাবের সদস্য হতে হবে।

দুর্গোৎসবে রক্তদান

মালদা, ৭ অক্টোবর : ইংরেজবাজার পুরসভার ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের সুরেন্দ্রনাথপল্লি সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল রক্তদান শিবির। প্রতি বছরের মতো এবারেও দুর্গামণ্ডপ প্রাঙ্গণেই আয়োজন করা হয়েছিল এই শিবিরের। ৭৫ বারের রক্তদাতা তথা রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের শিক্ষক গৌতম দাস ও ডাঃ পার্থ দাশগুপ্ত সহ ৪৭ জন শিবিরে রক্তদান করেন।

স্কুলস্তরে কুইজ

রায়গঞ্জ, ৭ অক্টোবর : রায়গঞ্জের সরকারি এবং বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহের পড়ুয়াদের মধ্যে কুইজ বিষয়ে সচেতন করতে একটি আন্তঃ বিদ্যালয়ে কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় মোহনবাটী হাইস্কুলে। কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে রায়গঞ্জ আন্তরিক নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় উত্তর দিনাজপুর জেলা কুইজ সংস্থা। অংশগ্রহণকারী পড়ুয়াদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

অনীক বনাম ইউনাইটেডের প্রতিযোগিতা

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ৭ অক্টোবর : এ যেন পুজোর ডার্বি! মোহনবাগান আর ইস্ট বেঙ্গলের মতোই পুজো নিয়ে দুই ক্লাবের সেরার লড়াই দেখতে হলে দর্শনার্থীদের আসতে হবে মালদা অনীক সংঘ আর ইউনাইটেড ইয়ংসের পুজোমণ্ডপে। একে অপরকে ছাপিয়ে যেতে নিজেদের সেরাটা তুলে ধরতে কোনও খামতি রাখছে না এই দুই ক্লাব। রাস্তার এপারে আদিবাসীদের আঙিনা, ওপারে তৈরি হচ্ছে প্যারিসের অপেরা হাউস। দুই ক্লাবের জমজমাট আলোকসজ্জায় রবীন্দ্র অ্যাভিনিউ যেন মায়াপুরি! উদ্বোধনের আগেই দর্শনার্থীদের ভিড় জমছে।

মালদা শহরের মাঝারি বাজেটের পুজো আয়োজনে বরাবরই নজর কাড়ে মালদা ইউনাইটেড ইয়ংস ও মালদা অনীক সংঘ। অনীক সংঘের পুজো আয়োজন এবছর ৭৩তম বর্ষে পদার্পণ করল। রবীন্দ্র অ্যাভিনিউ পশুহাসপাতাল মোড় থেকে রংবেরং আলোক তোরণ সোজা নিয়ে যাবে অনীক সংঘের মাঠে। যেখানে তৈরি হচ্ছে প্যারিসের অপেরা হাউস। পুজো উদ্যোক্তারা জানান, প্যারিসের অপেরা হাউস হচ্ছে পৃথিবীর প্রাচীন এবং সর্ববৃহৎ অডিটোরিয়াম। যেখানে ২২০০ মানুষ একসঙ্গে বসে অপেরা দেখেন। আমরা এই অপেরা হাউসের আদলেই মণ্ডপ তৈরি করছি। এই মণ্ডপ তৈরি করছেন বালুরঘাটের শিল্পী বিপ্লব কুণ্ডু। এই অপেরা হাউসকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলতে চন্দননগরের আলোকশিল্পীদের সঙ্গে মালদা শহরের আলোকশিল্পীরা। দিনরাত এক করে কাজ করে চলেছেন। পুজোর বাজেট ১৮ লক্ষ টাকা।

ইউনাইটেড ইয়ংস।

অনীক সংঘ।

মালদা ইউনাইটেড ইয়ংসের পুজো আয়োজন এবছর ৭৪তম বর্ষে পদার্পণ করল। তাঁদের এবছরের থিম আদিবাসীদের আঙিনা। রবীন্দ্র অ্যাভিনিউয়ের ক্লক টাওয়ার থেকে শুরু করে দিলীপ স্মৃতি সংঘ পর্যন্ত নতুন আঙ্গিকের আলোক তোরণের সঙ্গে শিশুদের মনোরঞ্জনমূলক মডেল লাইট বরাবরই আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। পশুহাসপাতাল সংলগ্ন রবীন্দ্র অ্যাভিনিউজুড়ে দর্শনার্থীদের প্যান্ডেলের টেন্ট। ঠিক তার উলটো দিকেই মণ্ডপে প্রবেশের দ্বার। প্রবেশ দ্বারজুড়ে বড়বড় দুটি লক্ষ্মী প্যাঁচা। রয়েছে কিছু পুতুল। মণ্ডপজুড়ে তালপাতার পাখা, কুলো, মাটির কলসি, ঘণ্টা। উপরে রয়েছে আদিবাসী মায়ের আদলে দেবী দশভুজার অস্ত্রহীন মূর্তি। প্রবেশদ্বার থেকে প্রায় দুইশো মিটার রাস্তার বাঁক নিয়েই মূল মণ্ডপ। সেখানে দেবী দুর্গার সাবেকি প্রতিমা। পুজো উদ্যোক্তারা জানান, এবারের বাজেট সাড়ে ১২ লক্ষ টাকা। গোটা ভাবনাকে ফুটিয়ে তোলার কাজ করছেন মণ্ডপশিল্পী গোপাল বালা। নবদ্বীপের আলোকসজ্জা দর্শনার্থীদের নজর কাড়বে। উদ্বোধন হচ্ছে চতুর্থীর সন্ধ্যায়।

রূপাহার যুব সংঘের আকর্ষণ স্তোত্রপাঠ

রায়গঞ্জ, ৭ অক্টোবর : মহাষ্টমীর সকাল মানেই রূপাহার যুব সংঘের পুজোমণ্ডপে ক্লাব সদস্য বাবাই রায়ের স্তোত্রপাঠ। এই স্তোত্র শুনতে মণ্ডপে ভিড় জমান বহু মানুষ। শুদ্ধ সংস্কৃতে উচ্চারিত এই স্তোত্রপাঠ পুজোর অন্যতম আকর্ষণ বলে জানান উদ্যোক্তারা।

পুজো কমিটির সম্পাদ পলাশ বিশ্বাসের কথায়, '৫৫ বছর ধরে আমাদের মণ্ডপে মহাষ্টমীর সকালে স্তোত্রপাঠ করা হয়ে থাকে। এবারেও তার ব্যতিক্রম হবে না। এবারের মণ্ডপ ভাবনা করেছেন ধূপগুড়ির দেবরাজ পাল। চিনের একটি হোটেলের আদলে মণ্ডপের কাজ শুরু হয়েছে ১৫ অগাস্ট। চন্দননগরের আলোকসজ্জা সকলের নজর কাড়বে।'

ক্লাব সভাপতি সঞ্জয় মিত্র বলেন, 'আমাদের প্রতিমা তৈরি করেন ভানু পাল। চতুর্থীতে বিশিষ্টজনেরা পুজোর উদ্বোধন করবেন। ওইদিন এলাকার সমস্ত দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের খাতাকলম ও বস্ত্র বিতরণ করা হবে।'

বামেদের অভিযান ঘিরে উত্তেজনা

ভাঙন রোধের বরাদ্দ 'আত্মসাৎ' মালদায়

অরিন্দম বাগ

মালদা, ৭ অক্টোবর : ভাঙন রোধের কাজ নিয়ে ক্ষোভ ছিলই। দুর্গতদের বিক্ষোভের মুখে পড়ে কাজ ছেড়ে পালিয়ে যান ঠিকাদারও। এবার ভাঙনের কাজ নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ তুলল বামেরা। ন'টাকার বস্তা গঙ্গায় ফেলে ৬৪ টাকা ধরা হচ্ছে বলে অভিযোগ। সেচমন্ত্রী মানুষকে বিপদে ফেলে টাকা আত্মসাৎ করেছেন বলেও অভিযোগ বাম নেতৃত্বের।

সোমবার বন্যা ও ভাঙন দুর্গতদের ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসন সহ ভাঙন সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবিতে বামেদের জেলা শাসকের অফিস অভিযান ঘিরে ধুন্ধুমার বেধে যায় মালদা শহরে। এদিন এই কর্মসূচি ঘিরে প্রশাসনিক ভবনের সামনে ব্যারিকেড তৈরি করেছিল পুলিশ। সেই ব্যারিকেড ভেঙে প্রশাসনিক ভবন চত্বরে ঢোকেন বাম কর্মী-সমর্থকরা। পরে সংগঠনের তরফে জেলা শাসককে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

গঙ্গা, ফুলহর ও কোশির ধাক্কায় নাজেহাল ভূতনি। একমাসের বেশি সময় ধরে প্লাবিত ভূতনির বিস্তীর্ণ এলাকা। দু'দফায় বন্যা পরিস্থিতিতে বিঘার পর বিঘা ফসল ডুবেছে। গোদের উপর বিষফোড়া নদী ভাঙন। গঙ্গা ভাঙনে ভিটেহারা মানিকচক ও রতুয়াবাসী। এই অবস্থায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছে বামেরা।

সিপিএমের জেলা কমিটির সদস্য দেবজ্যোতি সিনহা জানালেন, 'ভাঙনের স্থায়ী সমাধান, পুনর্বাসন নিয়ে আজ আমরা জেলা শাসককে স্মারকলিপি দিয়েছি। বামেদের আমলে জমি কিনে কমিটি তৈরি করা হয়েছিল। জেলা শাসক চেষ্টা করেননি, আমরা তা বলছি না। কিন্তু রাজ্য সরকার অপদার্থ। মুখ্যমন্ত্রী নিজে বলছেন এটা 'ম্যান মেড বন্যা।' অথচ ভূতনিতে ২০২০ সালে বাঁধ কেটেছে। সেই বাঁধ মেরামতিতে কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করলে ভূতনির মানুষ ডুবত না। এটাও তেমনই ম্যান মেড বন্যা। স্থানীয় বিধায়ক, সেচমন্ত্রী ও রাজ্যের প্রশাসন এই ঘটনার জন্য দায়ী।'

দেবজ্যোতিবাবু আরও বলেন, 'সেচ প্রতিমন্ত্রী বলছেন, ৪২ কোটি টাকার কাজ হয়েছে। কোথায় হয়েছে সেই কাজ? বস্তায় বালি ভরে ন'টাকার বস্তার জন্য ৬৪ টাকা নেওয়া হচ্ছে। সেচমন্ত্রী সমস্ত টাকা লুঠ করছেন। দু'মাস ধরে বন্যা থাকার পরও কেন তিনি ভূতনি যাচ্ছেন না? মানুষের ক্ষোভের মুখোমুখি হওয়ার ভয়ে তিনি সেখানে যাচ্ছেন না। এই বন্যার জন্য যত ফসল নষ্ট হয়েছে, তার ক্ষতিপূরণ সহ ভবিষ্যতে চাষের জন্য সার, বীজ বিলি করার সঙ্গে পুনর্বাসনের দাবি আমরা রাখছি। বালির বস্তা দিয়ে কাজ করা বন্ধ করে বন্যা রোধের জন্য স্থায়ী কাজ না হলে প্রশাসনকে মানুষের ক্ষোভ মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।'

ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করছেন বাম সমর্থকরা। সোমবার মালদায় ছবিটি তুলেছেন অরিন্দম বাগ।

বদলালে সামনে বিপদ

প্রথম পাতার পর

এখন গোটা রাজ্যে যেখানে যত ধর্ষণ আর হত্যার ঘটনা ঘটছে, প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্মত্ত জনতার আক্রোশের প্রথম লক্ষ্য হচ্ছেন পুলিশকর্মীরা। তাঁদের ওপর চড়াও হয়ে মারধর, থানায় আগুন ধরানো এখন যেন জলভাত। প্রতিদিনকার ঘটনা সাক্ষ্য দিচ্ছে, পুলিশ প্রশাসনের ওপর আস্থা হারাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। কোথাও জান বাঁচাতে লোকের বাড়িতে ঢুকে দোর দিতে হচ্ছে পুলিশকে, কোথাও বা খাটের নীচে, থানার টেবিলের নীচে ফাইলের আড়ালে মাথা বাঁচাতে হচ্ছে তাদের। পুলিশের উপর তীব্র অনাস্থা ফুটে বেরোচ্ছে রাজ্যজুড়ে।

বাম আমলে মানুষের এইরকম রাগ একবার দেখেছিলাম ১৯৯২ সালে। অনেকেরই মনে থাকবে সেই বছর ২৩ সেপ্টেম্বর কলকাতার ফুলবাগান থানার একটা ঘটনার কথা। রাস্তার একটা ঝুপড়ি থেকে এক মহিলাকে তুলে নিয়ে গিয়ে থানার মধ্যেই ধর্ষণ করেছিল এক পুলিশকর্মী। এরপর পুলিশের দিকে চলন্ত বাস থেকে থুতু ছেটাতে দেখেছি মহিলাদের। সেই অপরাধীর যাবজ্জীবন সাজা হয়েছে। তখনকার বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন ধর্ষিতার পাশে।

এখন কিছু একটা হলেই বাম, বিজেপির নেত্রীরা গিয়ে পুলিশের ওপর চড়াও হচ্ছেন। তাঁদের যাবতীয় রাগ আছড়ে পড়ছে উর্দিধারীদের ওপর। মনে করে দেখুন, কিছুদিন আগে বহু জায়গা থেকে একের পর এক গণপিটুনির ঘটনার খবর এসেছে এ রাজ্যে। খোদ কলকাতা থেকে ঝাড়গ্রাম, ভাঙড়, তারকেশ্বর, সল্টলেকে চোর বা শিশু পাচারকারী সন্দেহে বেধড়ক মার খেয়ে প্রাণ দিয়েছে অনেকে। উত্তরবঙ্গে চোপড়া, ফুলবাড়িতে রীতিমতো খাপ পঞ্চায়েত বসিয়ে পিটিয়ে মারার ঘটনা ঘটেছে। সব ক্ষেত্রেই পুলিশের তোয়াক্কা না করে উত্তমমধ্যম দিয়েছেন সাধারণ মানুষই। পুলিশের ওপর আস্থা হারানোটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে ঘটনাগুলি। কোথাও কোথাও এইসব ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছেন শাসকদলের নেতা-কর্মীরা।

অতি সম্প্রতি কুলতলির ঘটনার পর জনরোষ যেভাবে আছড়ে পড়েছে তা আরও একবার মানুষের আস্থা হারানোর দৃষ্টান্ত সামনে এনেছে। বছর দশেকের এক বালিকাকে হত্যার পর পুলিশ ডায়েরি নিতে গড়িমসি করেছে, অভিযোগ এমনই। তার জেরে প্রবল বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছে সেখানকার পুলিশকে। এখন আরও বেশি দক্ষতার সঙ্গে পুলিশকে তাদের ওপর হারানো আস্থা ফেরাতে হবে। নইলে নৌকা ডুবতে সময় লাগবে না।

তবে দলের দাদাদের হুকুম মানতে গিয়ে সে কাজ কতটা হবে তা নিয়ে সংশয় ষোলোআনা। পুলিশ কি পারবে শাসকদলের ছোট-বড় নেতাদের কথার তোয়াক্কা না করতে? তাদের মুখের ওপর বলতে পারবেন, পুলিশের কাজ পুলিশকে করতে দিন। উপরওয়ালার কোনও অন্যায় হুকুম মানতে পারব না।

টেন্ডারে কারচুপির অভিযোগ

বৈষ্ণবনগর, ৭ অক্টোবর : টেন্ডারে কারচুপির অভিযোগ উঠল তৃণমূল পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে। কালিয়াচক ৩ ব্লকের কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে অফলাইনে এই কারচুপির অভিযোগ উঠেছে। ঠিকাদারদের অভিযোগ, কয়েকদিন আগে কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অফলাইনে একটি টেন্ডারের নোটিশ দেন। ঠিকাদারি সংস্থাটি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে আবেদন জানায়। বেশ কয়েকটি ঠিকাদারি সংস্থার আবেদন নেওয়া হলেও বাকিদের আবেদন জমা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। এরপরই কারচুপির অভিযোগ তোলে অন্য ঠিকাদারি সংস্থার মালিকরা। সোমবার ঠিকাদারি সংস্থার মালিক সারওয়ার জাহান বলেন, 'টেন্ডারে কারচুপি করবে বলে আমাদের অনেকের টেন্ডার জমা নেয়নি প্রধান।'

পুজোয় রক্তদান

বালুরঘাট ও তপন, ৭ অক্টোবর : রক্তদান শিবিরের মাধ্যমে পুজোর উদ্বোধন করল সৃজনী ক্লাব। সোমবার ক্লাব প্রাঙ্গণে এই শিবিরে ২৩ জন রক্তদান করেছেন। মূলত ক্লাব সদস্যরা এই রক্তদানে এগিয়ে এসেছেন। শিবিরের সহযোগিতায় ছিল ফিবডো দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা চ্যাপ্টার ও ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স অর্গানাইজেশন। এদিন প্রায় ২৫ জন রক্তদান করেন। উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক অলোক সরকার।

দুঃস্থদের নতুন পোশাক

নিউজ ব্যুরো, ৭ অক্টোবর : সোমবার বুনিয়াদপুর ট্রাফিক মোড়ে পুজো উপলক্ষ্যে ট্রাফিক ওসি জয়ৎপল বিশ্বাসের উদ্যোগে ৫০ জন দুঃস্থ মহিলার হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন ডিএসপি (ট্রাফিক) বিল্বমঙ্গল সাহা, ট্রাফিক ওসি জয়ৎপল বিশ্বাস প্রমুখ।

দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে গঙ্গারামপুর বিজেপি বিধায়ক সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের উদ্যোগে বস্ত্রদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল সোমবার। গঙ্গারামপুর শহর সংলগ্ন কালীতলা শিশু পার্কের সামনে প্রায় শতাধিক দুঃস্থ মানুষের মধ্যে বস্ত্রদান করা হয়। পাশাপাশি, বেসরকারি উদ্যোগে থানাপাড়ায় আজ ৩০০ জন দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

বুনিয়াদপুরের রশিদপুর সর্বজনীন দুর্গাপুজো উৎসব কমিটির পুজো উদ্বোধনের পর পুজো কমিটির তরফে ৩৫ জন দরিদ্র ব্যক্তির হাতে পুজোর নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়।

পুজোর আগে নতুন পোশাক পেল বস্তিবাসী। বালুরঘাট শহরের একে গোপালন কলোনি এলাকার প্রায় শতাধিক দুঃস্থ মানুষের হাতে এদিন নতুন পোশাক তুলে দিলেন আরএসপির ১১ নম্বর ওয়ার্ড কমিটি।

সোমবার সন্ধেয় জালালপুর সার্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটির মণ্ডপের সামনে শতাধিক অসহায় দুঃস্থ মানুষদের হাতে নতুন পোশাক তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন সুজাপুরের বিধায়ক আবদুল গনি, কালিয়াচক পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মদক্ষ কামাল হোসেন, জেলা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ আবদুর রহমান প্রমুখ।

সব হাসপাতালে

প্রথম পাতার পর

দাবি মেটাতে সরকার সদর্থক ভূমিকা নিয়েছে। এই জন্য ১১৩ কোটি টাকার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। ডাক্তারদের ডিউটিরুম, শৌচাগার, বিদ্যুৎসংযোগ প্রভৃতির কাজ শেষের মুখে। ১ নভেম্বর থেকে প্যানিক বাটনও চালু হয়ে যাবে। তাই সবাইকে কাজে ফেরার অনুরোধ করছি।'

জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলনের অন্যতম মুখ দেবাশিস হালদার দুপুরে মঞ্চ থেকে ঘোষণা করেন, 'মঙ্গলবার সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত রাজ্যের সমস্ত হাসপাতালে ১২ ঘণ্টার প্রতীকী অনশনে বসা হবে। তবে শুধু জুনিয়ার ডাক্তাররা নন, হাসপাতালের সিনিয়ার ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মীরাও অনশনে শামিল হবেন।' জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলনের সমর্থনে বিভিন্ন সংগঠনও এগিয়ে আসছে। 'ব্যাংক বাঁচাও, দেশ বাঁচাও মঞ্চ'-এর সদস্যরা দুপুরে অনশনমঞ্চে এসে তাঁদের সমর্থনের কথা জানান। সংস্থার পক্ষে সৌম্য দত্ত জানান, সপ্তমী থেকে দশমী পর্যন্ত পুজোর চারদিন শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে প্রতিবাদ অবস্থানে তাঁরা বসতে চেয়েছেন। পুলিশ অনুমতি না দেওয়ায় তাঁরা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন।

আঁধার ও আলোর দুই ছবি

ভাঙনে দিশেহারা মানিকচকের কামালতিপুর (বামে)। মথুরাপুরের ত্রাণশিবিরের পাঠদান শিক্ষকের (ডানে)। সোমবার ছবি দুটি তুলেছেন আজাদ।

কামালতিপুরে ফের গঙ্গার ধ্বংসলীলা

আজাদ

মানিকচক, ৭ অক্টোবর : একে তো বন্যা, তার উপর শুরু হয়েছে ভাঙন। বন্যা আর ভাঙনের সাঁড়াশি আক্রমণে নাজেহাল মানিকচকের গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কামালতিপুরবাসী। প্রায় গত দুই মাস ধরে বন্যার জলে প্লাবিত, ঘরবাড়ি ছেড়ে খোলা আকাশের নীচে আশ্রয় নিয়েছে বহু পরিবার। আবার কেউ আশ্রয় নিয়েছেন সরকারি ত্রাণশিবিরে। এরই মধ্যে সোমবার সকাল থেকে গঙ্গা মেতেছে ধ্বংসলীলায়। মাত্র কয়েক ঘণ্টার ভাঙনে তলিয়ে গেছে আড়াইশো মিটারেরও বেশি জমি। হাহাকার শুরু হয়েছে গোপালপুর জুড়ে।

জল কমতে শুরু করায় ভাঙনের আশঙ্কাটা ছিলই। তাই ছোট সন্তানদের বুকে জাপটে ধরে চোখের জল ফেলে রাত কাটছে মায়েদের। আর সকাল হতেই মালদার গোপালপুর অঞ্চলের কামালতিপুর এলাকায় মুহূর্তের মধ্যে বিঘার পর বিঘা জমি তলিয়ে গেল গঙ্গাবক্ষে।

ভাঙন দুর্গত ফিরোজা বিবির বক্তব্য, 'নদী ভাঙনে আমাদের ভিটেমাটি, সম্পত্তি সবই চলে গিয়েছে। নদী খুবই কাটছে। নদীর ধারে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরকে নিয়ে কীভাবে থাকব? আমাদের পাশে কেউ দাঁড়াচ্ছে না। আমরা ত্রিপল, চাল চাইনা। আমরা পুনর্বাসনের জন্য কলোনির দাবি করছি।'

> নদীভাঙনে আমাদের ভিটেমাটি, সম্পত্তি সবই চলে গিয়েছে। নদী খুবই কাটছে। নদীর ধারে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে কীভাবে থাকব? আমাদের পাশে কেউ দাঁড়াচ্ছে না। আমরা ত্রিপল, চাল চাই না। আমরা পুনর্বাসনের জন্য কলোনির দাবি করছি।
>
> **ফিরোজা বিবি**
> ভাঙনদুর্গত

কামালতিপুর এলাকায় প্রায় সাড়ে ৫০০টি পরিবার রয়েছে। এরমধ্যে দুই শতাধিক পরিবার নিজের বাড়িঘর ভেঙে ফের অন্যত্র যাওয়ার অপেক্ষায়। কিন্তু কোথায় যাবেন? দুশ্চিন্তায় মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে। সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না কেউই। অভিযোগ, দুষছেন প্রশাসনকে। বৃষ্টি বাদলে ত্রিপল খাটানোর ব্যবস্থাটুকু নেই। পেটে খাবার পর্যন্ত জুটছে না ঠিকভাবে। প্রশাসন থেকে শুরু করে জনপ্রতিনিধিরা কামালতিপুর এলাকায় পা দেননি বলে অভিযোগ। দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন কামালতিপুর এলাকার দুই শতাধিক পরিবারের মানুষ। কামালতিপুরের ভাঙন দুর্গত মোহাম্মদ নইমুদ্দিন বলেন, 'এই বৃষ্টি বাদলে আমরা খোলা আকাশের নীচে রয়েছি। নদী কাটছে। ভিটেমাটি থাকবে না ত্রিপল নিয়ে কি করব? আমাদের বাড়িঘর সব চলে গেছে। মন্ত্রী, এমপি, বিধায়ক কোথায় গেলেন? বিডিওর ছায়া পর্যন্ত দেখা যায়নি কামালতিপুরে। আমরা বাড়ি তৈরির জন্য ভিটেমাটি চাই।'

পরিবারের সঙ্গে সুখে শান্তিতে থাকার জন্য শখে বাড়ি বানিয়েছিলেন কামালতিপুরবাসী। একটা, দুটো নয়, পরপর প্রায় দুই শতাধিক নিজের শখের বাড়ি নিজের হাতেই ভেঙে ফেলছেন। বিপর্যয়ের সময়ে কোথায় মুখ্যমন্ত্রী? কোথায় বিধায়ক? প্রশ্ন তুলছেন কামালতিপুরের ভাঙন দুর্গতরা। শুধুমাত্র ত্রিপল ও ত্রাণ দিয়ে দায় সারলে হবে না প্রশাসনের। পুনর্বাসনের দাবি করছেন দুর্গতরা।

সিটুর জেলা সম্পাদক দেবজ্যোতি সিনহার দাবি, 'চলতি মরশুমে দুই শতাধিক বাড়ি তলিয়ে গিয়েছে গঙ্গাগর্ভে। আমরা দাবি করছি, অবিলম্বে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।'

ত্রাণশিবিরে শিক্ষকের সৌজন্যে পাঠশালা

মানিকচক, ৭ অক্টোবর : ত্রিপলের ওপরে একসারিভাবে বসে রয়েছে খুদেরা। হাতে স্কুলব্যাগ, খাতা-কলম। মেঝেতে বসেই ক্লাস নিচ্ছেন শিক্ষক। নাহ, কোনও ক্লাসরুমের ছবি না, এটি মানিকচকের একটি ত্রাণশিবিরের ছবি। বন্যার জেরে যে দুর্গতরা ঘরবাড়ি ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছেন ত্রাণশিবিরে, তাঁদের সন্তানদের পড়াশোনা লাটে উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে পাশে দাঁড়িয়েছেন মানিকচক চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক মহম্মদ পারভেজ। তাঁর উদ্যোগে শুরু হল অভিনব পাঠদান পদ্ধতি। মথুরাপুরের চারটি ত্রাণশিবিরে আশ্রিত পড়ুয়াদের নিয়মিত পাঠদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাঁর দাবি, পুজোর ছুটিতেও চলবে ক্লাস। বন্যার কারণে পড়াশোনার ঘাটতি মেটাতেই এই উদ্যোগ।

বানভাসি খুদেদের জন্য উদ্যোগ এসআইয়ের

মহম্মদ পারভেজ জানান, 'বানভাসি পরিবারের কচিকাঁচাদের পড়াশোনার যেন ব্যাঘাত না ঘটে, সেই কারণে ত্রাণশিবিরে শিক্ষক-শিক্ষিকারা নিয়মিত ক্লাস নিচ্ছেন। পঠনপাঠন থেকে পড়ুয়ারা যাতে বিমুখ না হয়, তার জন্য এই প্রয়াস।'

মানিকচকের ভূতনির তিনটি অঞ্চল গত দুমাস ধরে জলমগ্ন। গত দুই দফার বন্যায় ভূতনির ৫২টি স্কুল ছিল জলের তলায়। গ্রামের রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে বাড়ির ভেতর পর্যন্ত প্রবেশ করেছে জল। তাই বাধ্য হয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন ভূতনিবাসী। ভূতনির বন্যা পরিস্থিতির চরম অবনতি হলে প্রশাসনিক উদ্যোগে ভূতনির বানভাসিদের একাংশকে মথুরাপুর সরিয়ে নিয়ে আসা হয়। মথুরাপুরে মোট চারটি ত্রাণশিবির করা হয়েছিল প্রশাসনের তরফে। এই শিবিরে প্রায় ১০০০-এর বেশি পরিবার বসবাস করছিলেন। বর্তমানে ভূতনির বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায় জল নেমেছে। তবে মথুরাপুরের বিএসএস হাইস্কুলের শিবিরে এখনও প্রায় দুই শতাধিক পরিবারের বসবাস করছে, যার মধ্যে রয়েছে ছোট ছোট শিশুরাও। দীর্ঘদিন ধরে এলাকা জলমগ্ন থাকার কারণে বন্ধ শিশুদের পড়াশোনা। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভুগছিলেন শিশুদের পরিবারের সদস্যরা। এই পরিস্থিতিতে উদ্যোগ গ্রহণ করেন মানিকচক চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক মোঃ পারভেজ । নিযুক্ত করা হয় বিভিন্ন ত্রাণশিবিরে শিক্ষক- শিক্ষিকাদের।

একটি পুজোর উদ্বোধন দু'বার!

রায়গঞ্জ, ৭ অক্টোবর : পুজো একটাই। উদ্বোধন হল দু'বার।

সোমবার এমন পরমাশ্চর্য ঘটনার সাক্ষী রায়গঞ্জ শহর। এদিন ছিল চতুর্থী। সন্ধ্যায় অনুশীলনী ক্লাবের পুজোর উদ্বোধন করলেন মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতি।

তিনদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ক্লাবের ভার্চুয়াল উদ্বোধন করেছিলেন। অনুষ্ঠানে ছিলেন জেলা শাসক সুরেন্দ্রকুমার মীনা, অতিরিক্ত জেলা শাসক (সাধারণ) হাসেনজাহেরা রিজভি, এসপি মহম্মদ সানা আখতার। পুনরায় আজ সেই পুজোর দ্বিতীয়বার উদ্বোধন হল। যদিও মহকুমা শাসক এবং ক্লাব সম্পাদক এদিনের অনুষ্ঠানকে দ্বিতীয় দফার উদ্বোধন বলে মানতে অস্বীকার করেন। মহকুমা শাসক বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যে পুজোর ভার্চুয়াল উদ্বোধন করেছেন। আজ থেকে এখানে শুরু হল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সেই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হল। মুখ্যমন্ত্রীর হাতে উদ্বোধনের পর আর উদ্বোধন হয় না।' একই অভিমত ক্লাব সম্পাদক সুজন পালের। তিনি বলেন, 'আজ আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হল। পাশাপাশি এদিন মণ্ডপসজ্জা সম্পূর্ণ হল। এদিনের অনুষ্ঠানকে কোনওভাবেই দ্বিতীয় দফার উদ্বোধন বলা যাবে না।'

সঞ্জয় একাই

প্রথম পাতার পর

রয়েছেন তা একজনের পক্ষে করা সম্ভব কি না সেটাই বিচার্য হওয়া উচিত।' বিজেপির রাজ্যসভার সদস্য শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'সিবিআই ঘটনার তদন্ত করছে। তদন্তের মাঝপথে কোনও মন্তব্য করা উচিত হবে না।'

এদিন সন্দীপ ঘোষকে আরজি করের আর্থিক দুর্নীতি মামলায় জেলে গিয়ে জেরা করতে চেয়ে আলিপুর আদালতে আবেদন করে ইডি। শুধু সন্দীপ নন, আর্থিক দুর্নীতিতে ধৃত বিপ্লব সিং ও আফসার আলিকেও জেরা করার আবেদন জানানো হয়। আদালত সেই আবেদন মঞ্জুর করেছে। সন্দীপের বাড়িতে সম্প্রতি তল্লাশি চালিয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নথি উদ্ধার হয়েছে। সেগুলি বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি। এই বিষয়টি উল্লেখ করে আদালতে আর্জি জানায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। এদিন সন্দীপ ঘনিষ্ঠ আরজি করের তৃণমূল ছাত্র পরিষদ নেতা আশিস পান্ডেকে আরও চারদিন সিবিআই হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে আলিপুরের বিশেষ সিবিআই আদালত। পাশাপাশি আরজি করের ভাঙচুরের ঘটনায় অভিযুক্ত ৫০ জনকে জামিন দিয়েছে শিয়ালদা আদালত।

কেদারনাথের আদল লালবাথানির মণ্ডপে

প্রকাশ মিশ্র

মানিকচক, ৭ অক্টোবর : লালবাথানি যেন একটুকরো কেদারনাথ। কেদারনাথ মন্দিরের আদলে সাজছে মণ্ডপ। মণ্ডপের সামনে নজর কাড়বে মহাদেবের মূর্তি। প্রতিমায় থাকছে রাজস্থানের লোকসংস্কৃতির ছোঁয়া। প্রতিমা আনা হচ্ছে বর্ধমানের পাটুলি থেকে। হ্যাঁ, ২৮ বছরের পুজোয় এমনই ছবি তুলে ধরেছে মানিকচকের লালবাথানি সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটি।

একদিকে আরজি করে উত্তাল বাংলা, তার ওপর বন্যা ও ভাঙনের করাল গ্রাস। এরই মধ্যে অভয়াশক্তির আরাধনায় অন্ধকার থেকে আলোর প্রার্থনা করবেন গ্রামবাসী। ১৯৯৭ পথচলা শুরু। কম বাজেটের পুজোয় বরাবর অভিনবত্বের দাবি রেখে আসছে লালবাথানি সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটি। এবারও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। এবছর তাঁদের বাজেট আড়াই লক্ষ টাকা। শিল্পী রয়েছেন সঞ্জয় পাল। পুজো কমিটির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক কালীসাধন মুখোপাধ্যায়। দুবছর ধরে পুজো কমিটির সম্পাদক রয়েছেন সমীরণ মুখোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, 'এবছর পুজোর প্রেক্ষিতটা ভিন্ন। একে আরজি করের অভয়াকাণ্ডে গোটা দেশ মর্মাহত। গোদের উপর বিষফোড়ার মতো দেড় মাসের বেশি সময় ধরে বন্যার দাপট। ভূতনি সহ বিভিন্ন এলাকা প্লাবিত। বানভাসি লক্ষাধিক মানুষ। এই অবস্থায় খুব বেশি আড়ম্বরের মধ্যে আমরা যাচ্ছি না। বরং দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ, নরনারায়ণ সেবা, স্বাস্থ্য শিবির সহ বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি রয়েছে।'

পুজো কমিটির সভাপতি বাদল দাস। সহ সভাপতি সৌমেন্দু রায়। সৌমেন্দু জানালেন, এলাকার মানুষের চাঁদায় এই পুজো হয়ে থাকে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষও বিভিন্নভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে মায়ের বোধন হয়। মহাঅষ্টমীতে ১০৮টি পদ্মফুল মায়ের চরণে অর্পণ করা হয়। মহানবমীতে খিচুড়ি ভোগ বিতরণ করা হয়। দূরদূরান্ত থেকে দর্শনার্থীদের সমাগম হয়। পুজো উপলক্ষ্যে কয়েক দিন ধরে চলবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।'

আরএসপির প্রতিবাদ

নিউজ ব্যুরো, ৭ অক্টোবর : জয়নগরের শিশু ধর্ষণ ও হত্যার প্রতিবাদে ও প্যালেস্টাইন সহ মধ্যপ্রাচ্যে ইজরায়েলের নির্বিচারে বোমা বর্ষণের প্রতিবাদে রাস্তায় নামল আরএসপি। সোমবার সন্ধ্যায় সাধনা মোড় এলাকায় জেলা কার্যালয়ের অদূরে বিক্ষোভ প্রদর্শন কর্মসূচি নিয়েছিল আরএসপির দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কমিটি। যেখানে উপস্থিত ছিলেন আরএসপির ভারপ্রাপ্ত জেলা সম্পাদিকা সুচেতা বিশ্বাস সহ একাধিক নেতাকর্মী। পাশপাশি, জয়নগরের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রীর ধর্ষণ ও খুনের প্রতিবাদে রাস্তায় নামল অল ইন্ডিয়া ডিএসওর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি।

কুলতলি নাবালিকা ছাত্রীর খুনের প্রতিবাদে রবিবার রাতে বালুরঘাট শহরের ডানলোপ মোড় এলাকা থেকে মিছিল শুরু হয়। যা বালুরঘাট শহর পরিক্রমা করার পর সাড়ে তিন নম্বর মোড় এলাকায় সিপিআইএমের জেলা কার্যালয়ে শেষ হয়।

আরজি কর, জয়নগরে ধর্ষণ ও খুনের প্রতিবাদে, গাজায় প্যালেস্টাইনিয়দের উপর ইজরাইলী হানা বন্ধ করতে, ভারত থেকে ইজরাইলে যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করতে, অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধে রাষ্ট্রসংঘের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে আজ সিপিআইএমের গঙ্গারামপুর এরিয়া কমিটির তরফে গঙ্গারামপুর শহরজুড়ে একটি ধিক্কার মিছিল সংঘটিত হল। গঙ্গারামপুর শহরের চৌপথি মোড় থেকে এই ধিক্কার মিছিল শুরু হয়। এই মিছিল পুরো শহর পরিক্রমা করে। উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএমের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কমিটির ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক নন্দলাল হাজরা, গঙ্গারামপুর এরিয়া কমিটির সম্পাদক অচিন্ত্য চক্রবর্তী, অধ্যাপক তৌহিদ ই আমন, সনাতন বর্মন, সুবীর কুমার দাস, সুশান্ত বিশ্বাস, পার্থ সরকার প্রমুখ।

স্বামীকে মার, থানায় স্ত্রী

কুমারগঞ্জ, ৭ অক্টোবর : স্বামীকে মারধরের ঘটনায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পুলিশ প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেন স্ত্রী। আক্রান্ত স্বামীকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রেখে সোমবার স্ত্রী মমতাজ বেগম কুমারগঞ্জ থানায় উপস্থিত হয়ে কাউছার মণ্ডল নামে একজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

গত সপ্তাহে শুক্রবার মোসলেম মোল্লা নামে এক ব্যক্তি আজাদপুর বাজারে গিয়েছিলেন। সেখানে কাউছার মণ্ডল নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর বচসা বাধে। অভিযোগ, মোসলেম মোল্লাকে ব্যাপক মারধর করে কাউছার মণ্ডল। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান মোসলেম মোল্লার স্ত্রী মমতাজ বেগম। স্থানীয়দের সহযোগিতা নিয়ে স্বামীকে বালুরঘাট হাসপাতালে ভর্তি করেন।

মশারি বিলি

কালিয়াগঞ্জ, ৭ অক্টোবর : ডেঙ্গি নিয়ে সচেতনতার পাশাপাশি গ্রামবাসীদের মধ্যে মশারি বিলি করা হল ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে। সোমবার কালিয়াগঞ্জের মালগাঁও পঞ্চায়েতের পলিহারে ডেঙ্গি রুখতে সোমবার ২০০০ মশারি বিলি করার পাশাপাশি এলাকার মানুষকে সচেতন করা হয়। ছিলেন ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক শেখ মুসরাইল, পঞ্চায়েত প্রধান মহম্মদ হাবিবুর রহমান প্রমুখ।

বন্যা নেই

প্রথম পাতার পর

কিন্তু ইটাহারে এবছর কোথায় বন্যা হল ? ত্রাণও তো কোথাও বিলি করা হয়নি। তাহলে এর পিছনে কি অন্য কোনও রহস্য বা পরিকল্পনা আছে?' বিরোধীদের কড়া জবাব দিয়েছেন বিধায়ক মোশারফ হুসেন। তিনি বলেন, 'ইটাহারে এবছরও বন্যা হয়েছিল। তবে এখন নদীর জলস্তর কিছুটা কমেছে। আসলে বন্যার সংজ্ঞা জানতে হলে বিরোধীদের একটু পড়াশোনা করতে হবে। বন্যা মানে শুধু মানুষের ঘরবাড়ি ডুবে যাওয়া নয়। অনেক জায়গাতেই নদীর পাড় উপচে জমির ফসল ডুবে গিয়েছে। কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রক্রিয়া যেমন চলছে তেমনই দুর্গত মানুষের হাতে ত্রাণও পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। বিরোধীরা সেসব দেখতে পাবে না। কারণ তাঁরা শুধু সোশ্যাল মিডিয়াতেই চোখ গুঁজে থাকেন। আর ইটাহারের বিধায়ক দুর্যোগে-দুর্বিপাকে মানুষের পাশে থাকেন।'

জেলার খেলা

তৃতীয় দক্ষিণ দিনাজপুর

পতিরাম, ৭ অক্টোবর : অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলেদের রাজ্য কাবাডিতে তৃতীয় হল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা। প্রতিযোগিতাটি ১-৫ অক্টোবর ডায়মন্ড হারবারে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় যথাক্রমে মালদা ও মুর্শিদাবাদ।

চ্যাম্পিয়ন কুড়ালডাঙ্গা

কুমারগঞ্জ, ৭ অক্টোবর : কুমারগঞ্জ রাধাকৃষ্ণপুর আমরা কজনের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল কুড়ালডাঙা। রাধাকৃষ্ণপুর মাঠে ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে বাদকানাই দলকে হারিয়েছে।

রুপো প্রকাশের

বালুরঘাট, ৭ অক্টোবর : রাজ্য স্কুল গেমস ব্যাডমিন্টনে রুপো পেল বালুরঘাট ললিত মোহন আদর্শ হাইস্কুলের একাদশ শ্রেণির প্রকাশ পাল। রায়গঞ্জে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় সে ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৯ সিঙ্গলসে রানার্স হয়েছে।

সেরা জুনিয়ার

বালুরঘাট, ৭ অক্টোবর : চকভৃগু পর্যদ মাঠের সদস্য ও ক্রীড়াপ্রেমীদের নীলাদ্রি হালদার ট্রফি ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল ভবানীপুর এলাকার এসটি জুনিয়ার ফুটবল দল। ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ১-০ গোলে এসটি বুনিয়াদপুরের ডিফেন্স পয়েন্টকে হারিয়েছে।

জয়ী চাঁদগঞ্জ

কুমারগঞ্জ, ৭ অক্টোবর : কেডি অ্যান্ড এনডি বয়েজের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল চাঁদগঞ্জ এমকে একাদশ। ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে হারিয়েছে সাঁওতালি বয়েজকে।

ট্রফি নন্দঝাড়ের

কালিয়াগঞ্জ, ৭ অক্টোবর : মালগাঁও পঞ্চায়েতের খটসা যুবকল্যান সংঘ ও লাইব্রেরীর মহিলাদের একদিনের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল গোয়ালপোখর নন্দঝাড় অ্যাকাডেমি। ফাইনালে তারা ২-০ গোলে খটসা মহিলা যুব কল্যাণ সংঘকে হারিয়েছে।

খেলায় আজ

১৯৭৮ : জাহির খানের জন্মদিন। দেশের হয়ে ৩০৯টি ম্যাচ খেলে তিনি ৬১০ আন্তর্জাতিক উইকেট নিয়েছেন।

সেরা অফবিট খবর

‘পা চাটছেন গম্ভীরের’

কানপুর টেস্টে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রথম তিনদিনে মাত্র ৩৫ ওভার খেলার পরও দেড় সেশন বাকি থাকতে ভারত জিতে যায়। তারপরই ভারতের আক্রমণাত্মক ক্রিকেটকে গামবল তকমা দিয়ে কোচ গৌতম গম্ভীরকে কৃতিত্ব দেওয়া হচ্ছিল। যার জন্য সুনীল গাভাসকার তাদের সমালোচনা করে বলেছেন, ‘এই জয়ের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব অধিনায়ক রোহিত শর্মার। গম্ভীর মাত্র কয়েক মাস হয়েছে ভারতীয় দলের কোচ হয়েছে। তাই গম্ভীরকে এই ধরনের ব্যাটিংয়ের জন্য কৃতিত্ব দেওয়ার অর্থ হল আপনি ওর পা চাটছেন। তাছাড়া গম্ভীর ওর কেরিয়ারে খুব একটা ব্রেন্ডন ম্যাককুলামের মতো আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করেনি।’

ভাইরাল

ঋষভের নতুন সংস্করণ হার্দিক

অতীতে ঋষভ পন্থকে অনেকবার দেখা গিয়েছে হাত থেকে ব্যাট ছিটকে যাওয়ার পর বাউন্ডারি হাঁকিয়েছেন। রবিবার গোয়ালিয়রে তাসকিন আহমেদের বোলিংয়ে একইভাবে বাউন্ডারি মারতে দেখা গেল হার্দিক পান্ডিয়াকে। তিনি সজোরে ব্যাট ঘোরালে হাত থেকে ব্যাট ছিটকে স্কোয়ার লেগ অঞ্চলে উড়ে যায়। বল পয়েন্টের পাশ দিয়ে বাউন্ডারি পার করে যায়। এই শট দেখার পর থেকে সামাজিক মাধ্যমে হার্দিককে নতুন সংস্করণ বলা হচ্ছে ঋষভের।

ইনস্টা সেরা

টি২০ বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে ক্যাচ মিস করেছিলেন রিচা ঘোষ। রবিবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে উড়ে গিয়ে দুরন্ত ক্যাচে ফাতিমা সানাকে ফেরান। যার জন্য গতকাল ভারতীয় দলের ফিল্ডার অফ দ্য ডে নির্বাচন করে রিচার হাতে মেডেল তুলে দেন ফিল্ডিং কোচ মুনীশ বালি।

উত্তরের মুখ

রাজ্য স্কুল গেমস ব্যাডমিন্টনে রুপো পেয়েছে বালুরঘাট ললিতমোহন আদর্শ হাইস্কুলের একাদশ শ্রেণির প্রকাশ পাল। রায়গঞ্জে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় প্রকাশ অনূর্ধ্ব-১৯ ছেলেদের সিঙ্গলসে রানার্স হয়।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. ভারত অস্ট্রেলিয়ায় প্রথমবার কার নেতৃত্বে টেস্টে জয় পায়?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ।

সঠিক উত্তরদাতারা

নীলরতন হালদার, নির্মল সরকার, নিবেদিতা হালদার, অমৃত হালদার, রুদ্র নাগ, বীণাপানি সরকার হালদার, কণিকা, নীলেশ হালদার, অনির্বাণ রায়, সবুজ উপাধ্যায়, সমরেশ বিশ্বাস, অসীম হালদার, সুখেন স্বর্ণকার, বিনায়ক রায়, জীবনকৃষ্ণ রায়, রঞ্জন চক্রবর্তী।

স্বপ্নপূরণের আবেগে

ভাসছেন বরুণ

গোয়ালিয়র, ৭ অক্টোবর : নিজেকে বদলে ফেলেছেন। এতটাই বদলেছেন যে, তাঁর ঘনিষ্ঠরাই এখন বলেন, এমন বদলের কি প্রয়োজন ছিল?

বরুণ চক্রবর্তীর ভাবনা, মনন অবশ্য অন্য কথা বলে। ২০২১ সালে দুবাইয়ে টি২০ বিশ্বকাপের মঞ্চ থেকেই টিম ইন্ডিয়ার টি২০-র প্রথম একাদশের বাইরে চলে গিয়েছিলেন তিনি। পরে দীর্ঘসময় সময়ের বিরতি। ভারতীয় ক্রিকেটের মূল কক্ষপথ থেকেই প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছিলেন বরুণ।

কিন্তু হাল ছাড়েননি। পরিবারের সমর্থন তাঁর দিকে ছিলই। সঙ্গে ছিল নিজের উপর আত্মবিশ্বাস। সেই আত্মবিশ্বাস এতটাই প্রবল ছিল যে, বরুণ ঘরোয়া ক্রিকেটে তামিলনাড়ুর হয়ে বা কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে আইপিএলে- সবসময় সেরাটা উজাড় করে দিয়েছিলেন। সঙ্গে চলছিল নিজের বোলিং স্কিল বদলে ফেলার সাধনা। গতরাতে গোয়ালিয়রে মাধবরাও সিন্ধিয়া ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম টি২০ ম্যাচে সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়েছে বরুণের। তিন উইকেট দখল করে টিম ইন্ডিয়ার অনায়াস জয়ে বড় ভূমিকা নিয়েছেন তিনি। আর বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়ার পর সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রথম টি২০-তে ব্যাটে-বলে ছাপ রেখেছেন হার্দিক পান্ডিয়া।

প্রশংসায় সূর্যকুমার

তিনি ফাঁস করেছেন তাঁর সাফল্যের রহস্য। বরুণের দাবি, সাইড স্পিন (আঙুল বেশি ব্যবহার করে স্পিন বোলিং) ছেড়ে তিনি এখন অনেক বেশি করে ওভার স্পিন (হাতের তালুর ব্যবহার করে স্পিন) করেন। স্পিন বোলিংয়ের সম্পূর্ণ টেকনিকাল একটি দিক তুলে ধরে বরুণ বলেছেন, ‘আগে আমি বেশি করে সাইড স্পিন করতাম। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সেটা বদলেছি। এখন আমি ওভার স্পিন করতে পছন্দ করি। দীর্ঘ অনুশীলনের মাধ্যমে এই স্কিল রপ্ত করেছি। আমার বলের নিয়ন্ত্রণ ভালো হয়েছে। আর ব্যাটাররাও বারবার আমার বোলিংয়ের সামনে সমস্যায় পড়ছে।’

বরুণের বদল একদিনে হয়নি। দীর্ঘসময় ধরে তিনি অনুশীলন করেছেন। বরুণের দাবি, প্রায় দুই বছর। তাছাড়া তামিলনাড়ু প্রিমিয়ার লিগে নিজের বোলিং স্কিল রীতিমতো ঘষামাজাও করেছেন তিনি। আর নিজের বোলিং স্কিল বদলে ফেলার পথে রবিচন্দ্রন অশ্বীনকেও পাশে পেয়েছিলেন বরুণ। ভারতীয় স্পিনারের কথায়, ‘বোলিংয়ে আমার এই টেকনিকাল পরিবর্তন সহজে হয়নি। প্রায় দুই বছরের বেশি সময় লেগেছে। নিয়মিত পরিশ্রম করেছি। তামিলনাড়ু প্রিমিয়ার লিগেও বহু পরীক্ষা চালিয়েছি আমি। আর অবশ্যই সিনিয়র সতীর্থ অশ্বীনকেও পাশে পেয়েছিলাম। ওর পরামর্শও কাজে লেগেছে আমার।’ শেষ আইপিএলে নাইট জার্সিতে নয়া বোলিং কৌশলের মাধ্যমেই ২১ উইকেট পেয়েছিলেন বরুণ। সেই স্কিলের ব্যবহার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চলতি সিরিজের প্রথম ম্যাচে তিনি করেছেন।

কোচ গৌতম গম্ভীরের সমর্থন রয়েছে বরুণের সঙ্গে। আর রয়েছে অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের পিঠ চাপড়ানিও। অর্শদীপ সিং ম্যাচের সেরা হলেও বরুণের জন্যও রয়েছে অধিনায়ক সূর্যের প্রশংসা। ভারত অধিনায়ক বলেছেন, ‘দল হিসেবে আমরা দুর্দান্ত খেলেছি। অর্শদীপের পেসের বৈচিত্র্যের কথা যেমন বলতে হবে, তেমনই বরুণের স্কিলের প্রশংসাও করতে হবে।’ এদিকে, গোয়ালিয়ারে প্রথম ম্যাচ জয়ের পর আজ টিম ইন্ডিয়া নয়াদিল্লি পৌঁছে গিয়েছে। বুধবার রাজধানীর অরুণ জেটলি ক্রিকেট স্টেডিয়ামে রয়েছে সিরিজের দ্বিতীয় টি২০ ম্যাচ।

> আগে আমি বেশি করে সাইড স্পিন করতাম। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সেটা বদলেছি। এখন আমি ওভার স্পিন করতে পছন্দ করি। দীর্ঘ অনুশীলনের মাধ্যমে এই স্কিল রপ্ত করেছি। আমার বলের নিয়ন্ত্রণ ভালো হয়েছে। আর ব্যাটাররাও বারবার আমার বোলিংয়ের সামনে সমস্যায় পড়ছে।
>
> -বরুণ চক্রবর্তী

> চোট পেয়ে মাঠের বাইরে থাকার সময়টা ছিল কঠিন। প্রত্যাবর্তন সহজ ছিল না। ফের যেন নতুনভাবে কোনও চোট না লাগে, সেদিকেও নজর ছিল।
>
> -মায়াঙ্ক যাদব

আমাদের ব্যাটারদের ১৮০ রান করার ক্ষমতা নেই, বললেন শান্ত

শুরুতে নার্ভাস ছিলাম : মায়াঙ্ক

গোয়ালিয়র, ৭ অক্টোবর : অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব বলেছিলেন, আস্থা রাখ নিজের স্কিলের উপর। কোচ গৌতম গম্ভীর বলেছিলেন, ক্রিকেটের বেসিক মাথায় রাখ। অতিরিক্ত কিছু করার প্রয়োজন নেই।

অধিনায়ক ও কোচের পরামর্শ পাওয়ার পরও স্বস্তিতে ছিলেন না। বরং আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের অভিষেকের মঞ্চে প্রবল নার্ভাস ছিলেন মায়াঙ্ক যাদব। মেডেন ওভার দিয়ে শুরু। জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকারকে স্পর্শ করে নয়া নজির গড়া। পরে একটি উইকেট দখল। চার ওভারে মোট ২১ রান দিয়ে একটি উইকেট পাওয়ার পর মায়াঙ্ককে নিয়ে আগামীর স্বপ্ন দেখা চলছে ভারতীয় ক্রিকেটমহলে। কিন্তু বাংলাদেশের বিরুদ্ধে গোয়ালিয়রে প্রথম ম্যাচে টিম ইন্ডিয়ার অনায়াস জয়ের পরও স্বস্তিতে নেই মায়াঙ্ক।

সিরিজে টিম ইন্ডিয়ার ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়ার পর জিও সিনেমা ও ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের ওয়েবসাইটে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন মায়াঙ্ক। সেই সাক্ষাৎকারে তিনি তাঁর নার্ভাস থাকার কথাও স্বীকার করে নিয়েছেন। মায়াঙ্কের কথায়, ‘আন্তর্জাতিক অভিষেকের মঞ্চে প্রবল উত্তেজিত ছিলাম। কিন্তু তার চেয়েও বেশি করে ছিলাম নার্ভাস। আসলে দীর্ঘসময় পর চোট সারিয়ে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ফেরাটা সহজ কাজের মধ্যে পড়ে না। আর সেই প্রত্যাবর্তনটা হল আমার আন্তর্জাতিক অভিষেক। ফলে নার্ভাস থাকাই তো স্বাভাবিক।’ আইপিএলে ১৫৬ কিলোমিটার গতিতে বল করে হইচই ফেলে দেওয়া মায়াঙ্ক কোচ গম্ভীর ও অধিনায়ক সূর্যের পরামর্শও পেয়েছিলেন। দুজনই মায়াঙ্কের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু তারপরও চাপে ছিলেন মায়াঙ্ক নিজে। দুর্দান্তভাবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের মঞ্চে পা রাখার পর মায়াঙ্ক বলেছেন, ‘চোট পেয়ে মাঠের বাইরে থাকার সময়টা ছিল কঠিন। ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তনের পথটাও সহজ ছিল না। ফের যেন নতুনভাবে কোনও চোট না লাগে, সেদিকেও নজর ছিল। যদিও অধিনায়ক সূর্য ও কোচ গম্ভীর আমায় পরামর্শ দিয়ে চাপ কাটানোর চেষ্টা করেছিলেন।’

আন্তর্জাতিক অভিষেকেই নজর কেড়েছেন মায়াঙ্ক যাদব।

মায়াঙ্কের মতোই গতকাল রাতে গোয়ালিয়রে নীতীশকুমার রেড্ডিরও আন্তর্জাতিক অভিষেক হয়েছে। তিনিও ছিলেন চাপে। খেলার শুরুতে সহজ ক্যাচও মিস করেছিলেন। যদিও সময়ের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছিলেন পরিস্থিতির সঙ্গে। নীতীশের কথায়, ‘শুরুতে চাপে ছিলাম। কিন্তু অধিনায়ক সূর্য চাপ কাটিয়ে দেয়। সবসময় পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছিল। যার ফলে শুরুর চাপটা কিছু সময় পর কেটে যায়।’ টিম ইন্ডিয়া যখন প্রথম ম্যাচে অনায়াস জয়ের পাশে মায়াঙ্ক, নীতীশদের নিয়ে আগামীর স্বপ্ন দেখতে শুরু করে দিয়েছে। তখন বাংলাদেশ শিবিরে শুধুই হতাশা। অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত প্রথম ম্যাচে সাত উইকেটে হারের দায় চাপিয়েছেন দলের ব্যাটারদের ঘাড়ে। স্বীকার করে নিয়েছেন, তাঁর দলের ব্যাটারদের ১৮০ রান করার ক্ষমতাই নেই। শান্তর কথায়, ‘হতাশাজনক ব্যাটিং। গত দশ বছর ধরেই আমাদের একইরকম অবস্থা। আসলে কখনো-কখনো ভালো খেলি আমরা। আর আমাদের দলের ব্যাটারদের ১৮০ রান করার ক্ষমতাই নেই।’

সেমিফাইনালের লক্ষ্যে শ্রীলঙ্কাকে হালকাভাবে নিচ্ছেন না শেফালি

হরমনদের আকাশে আশঙ্কার মেঘ

দুবাই, ৭ অক্টোবর : চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কষ্টার্জিত জয়ে মহিলাদের চলতি টি২০ বিশ্বকাপে খাতা খুলেছে ভারত। কিন্তু হরমনপ্রীত কাউর ব্রিগেডের মন্থর ব্যাটিং নিয়ে অনেক প্রশ্ন রয়েছে। সমালোচনাও চলছে। সঙ্গে যোগ হয়েছে সেমিফাইনালে ওঠার অঙ্ক। ফলে সবমিলিয়ে উইমেন ইন ব্লু-র সেমিফাইনালের আকাশে আশঙ্কার মেঘ জমতে শুরু করেছে।

পাকিস্তানকে ৬ উইকেটে হারালেও গ্রুপ ‘এ’-তে ২ ম্যাচে ২ পয়েন্ট নিয়ে চার নম্বরে রয়েছে ভারত। এই গ্রুপে যে দলগুলি অন্তত একটা ম্যাচ জিতেছে তাদের মধ্যে টিম ইন্ডিয়ার রান রেট সবচেয়ে খারাপ (-১.২১৭)। রবিবার অরুন্ধতী রেড্ডি, শ্রেয়াঙ্কা পাতিলরা পাকিস্তানকে ১০৫ রানে আটকে রেখেছিলেন। কিন্তু সেই রান তুলতে শেফালি ভার্মা, হরমনপ্রীতরা ১৮.৫ ওভার নিয়ে ফেলেন। অথচ লক্ষ্যমাত্রা ১১ ওভারে সম্পূর্ণ করতে পারলে ভারতের রান রেট ০.০৮৪-এ উঠে আসতে পারত।

বর্তমান পরিস্থিতিতে বুধবার শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে অবশ্যই জিততে হবে ভারতকে। সঙ্গে রান রেটের উন্নতির চাপও থাকবে স্মৃতি মান্ধানাদের উপর। কিন্তু রান রেট বাড়াতে না পারলে নিউজিল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে ভারতকে। যেখানে হরমনরা কিউয়িদের জয় চাইবেন। শুধু তাই নয়, নিউজিল্যান্ড নিজেদের পরবর্তী দুই ম্যাচ জিতুক সেটাও আশা করবে ভারতীয় শিবির। কারণ কিউয়িরা তাদের বাকি তিন ম্যাচ (অস্ট্রেলিয়া, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান) জিতলে ভারতের জন্য সেমিফাইনালের টিকিট পাওয়ার অঙ্ক অনেকটাই সহজ হয়ে যাবে।

ঘাড়ে যন্ত্রণা নিয়ে রবিবার মাঠ ছেড়েছিলেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউর।

> বিশ্বকাপের মঞ্চে সব ম্যাচেই ১০০ শতাংশ দিতে হয়। শ্রীলঙ্কা দল হিসেবে খুব ভালো। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভুলচুকের কোনও জায়গা থাকে না। আমাদের সেদিন সেরা ক্রিকেট খেলতেই হবে।
>
> স্মৃতি মান্ধানা

সেক্ষেত্রে শ্রীলঙ্কা ও অস্ট্রেলিয়াকে হারালে শেষ চারে পৌঁছে যাবে ভারত। কিন্তু নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে অজিরা জিতলে এই দুই দলের রান রেট টপকাতে হবে হরমনদের।

হরমনপ্রীত ব্রিগেডের তারকা ওপেনার শেফালি অবশ্য এত সমীকরণ, ‘যদি’, ‘কিন্তু’-র মধ্যে ঢুকতে চাইছেন না। তাঁর ভাবনায় বুধবারের শ্রীলঙ্কা ম্যাচ। চলতি বছরের এশিয়া কাপের ফাইনালে দ্বীপরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপ্রত্যাশিতভাবে হেরেছিলেন হরমনরা। তাই বিশ্বকাপের আসরে শ্রীলঙ্কাকে হালকাভাবে নিতে রাজি নন শেফালি। বলেছেন, ‘একটা সময় ছিল যখন চামারি আতাপাত্তু একাই শ্রীলঙ্কার হয়ে রান করত, উইকেট পেত। কিন্তু এশিয়া কাপে গোটা শ্রীলঙ্কা দল দুর্দান্ত পারফর্ম করেছিল। গত এক বছরে ওরা খুব ভালো উন্নতি করেছিল। চামারি এখনও ওদের সেরা তারকা। কিন্তু বাকিরাও ওকে এখন সঙ্গ দিচ্ছে।’

অন্য ওপেনার স্মৃতির চোখ আবার অস্ট্রেলিয়ার চ্যালেঞ্জে। ২০২০ সালে টি২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে অজিদের কাছে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল ভারতের। সেই স্কোয়াডের মান্ধানা, শেফালি, হরমনপ্রীত, জেমিমা রডরিগেজরা এবারও রয়েছেন ভারতীয় দলে। ফলে বিশ্বকাপের আসরে অস্ট্রেলিয়া কী বিষম বস্তু, সেটা মান্ধানা ভালোকরেই জানেন। বলেছেন, ‘বিশ্বকাপের মঞ্চে সব ম্যাচেই ১০০ শতাংশ দিতে হয়। শ্রীলঙ্কা দল হিসেবে খুব ভালো। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভুলচুকের কোনও জায়গা থাকে না। আমাদের সেদিন সেরা ক্রিকেট খেলতেই হবে।’

শতরানের পর আব্দুল্লাহ শফিক। সোমবার মুলতানে।

১৫২৪ দিন পর শতরান মাসুদের

মুলতান, ৭ অক্টোবর : ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের প্রথম দিনেই চালকের আসনে পাকিস্তান। দিনের শেষে তাদের স্কোর ৩২৮/৪। সৌজন্যে অধিনায়ক শান মাসুদের অনবদ্য ১৫১ রানের ইনিংস। তাঁকে যোগ্য সঙ্গত দিলেন ওপেনার আবদুল্লাহ শফিক (১০২)। অধিনায়ক হিসেবে প্রথম শতরানের সঙ্গে ১৫২৪ দিন পর তিন অঙ্কের রান পেলেন মাসুদ। তিনি ও শফিক জুটি দ্বিতীয় উইকেটে ২৫৩ রান জোড়েন। পাক ব্যাটারদের কাছে কার্যত অসহায় আত্মসমর্পণ করেন ইংরেজ বোলাররা। বেন স্টোকের অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী অধিনায়ক ওলি পোপকেও দিশেহারা দেখিয়েছে। গাস অ্যাটকিনসন (৭০/২), শোয়েব বশির (৭১/০), ক্রিস ওকস (৫৮/১) এবং জ্যাক লিচ (৬১/১) কারোরই এর আগে পাকিস্তানে খেলার অভিজ্ঞতা নেই। এবং এই ম্যাচেই অভিষেক হল জোরে বোলার ব্রাইডন কার্সের (৫২/০)। সেই সঙ্গে মুলতানের গরম (৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস) ইংরেজ বোলারদের কাজ আরও কঠিন করে দেয়।

যদিও ম্যাচ শুরুর আগে পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ উলটো। একদিকে পাকিস্তান দল নিয়ে চলছিল সমালোচনার ঝড়। কারণ, ২০২১ সাল থেকে দেশের মাটিতে কোনও টেস্ট জিততে পারেনি তারা। গত বছরের শান মাসুদ পাক দলের অধিনায়ক হওয়ার পর টানা পাঁচটি টেস্টে হারে পাকিস্তান। এমনকি শেষ সিরিজে বাংলাদেশও পাকিস্তানে গিয়ে পাকিস্তানকে হোয়াইটওয়াশ করে। এইরকম চাপের মুখে সমালোচনার জবাব ব্যাট হাতে দিলেন মাসুদ। তিনি ও শফিক এদিন ওভার প্রতি প্রায় ৫ রান করে তুললেন। কোনওরকম সুযোগ না দিয়েই তাঁরা এগিয়ে নিয়ে যান স্কোর বোর্ড।

অন্যদিকে, ইংল্যান্ড ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও শ্রীলঙ্কাকে দুরমুশ করে পাকিস্তানে এসেছিল। কিন্তু প্রথম দিনেই কঠিন পরিস্থিতিতে তারা খুব বেশি সুবিধা করতে পারেনি। প্রাক্তন ইংরেজ অধিনায়ক কেভিন পিটারসেন সামাজিক মাধ্যম এক্সে মুলতানের পিচকে ‘বোলারদের বধ্যভূমি’ বলে মন্তব্য করেছেন। আরেক ইংরেজ অধিনায়ক মাইকেল ভন মুলতানের পিচকে রাস্তার সঙ্গে তুলনা করেছেন।

অধিনায়ক হিসেবে প্রথম টেস্ট শতরানের পর শান মাসুদ।

কোচ জয়সূর্যে আস্থা শ্রীলঙ্কা বোর্ডের

কলম্বো, ৭ অক্টোবর : সাফল্য আসতে শুরু করেছে। আর সাফল্য আসার সঙ্গেই দায়িত্বও বাড়ল সনৎ জয়সূর্যের।

এতদিন তিনি ছিলেন শ্রীলঙ্কা জাতীয় দলের অন্তর্বর্তী কোচ। আজ শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের এগজিকিউটিভ কমিটির বৈঠকের শেষে জয়সূর্যকে স্থায়ী কোচের দায়িত্ব দেওয়া হল। শুধু তাই, জয়সূর্যের সঙ্গে নতুন চুক্তিও সেরে ফেলল শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড। যেখানে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে, ২০২৬ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত শ্রীলঙ্কা জাতীয় দলের কোচের দায়িত্বে থাকবেন তিনি।

এমন ঘোষণার পর লঙ্কা ক্রিকেটমহলে স্বস্তির হাওয়া। ঘরের মাঠে সামনেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সিরিজ। তার আগে দলের স্থায়ী কোচ হিসেবে জয়সূর্যের নাম ঘোষণার পর ক্রিকেটারদের মধ্যেও খুশির হাওয়া। জয়সূর্য নিজেও ফুরফুরে মেজাজে। ২০২৪ টি২০ বিশ্বকাপের শুরুতেই বিদায় নেওয়ার পর শ্রীলঙ্কা দলকে সাফল্যের দিশা দেওয়ার স্বপ্ন দেখানো জয়সূর্য আজ তাঁর দায়িত্ব বৃদ্ধির পর বলেছেন, ‘বরাবরই শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি আমি। যখন ক্রিকেটার ছিলাম, তখনও

সেই কাজটা করেছি। এখন কোচ হিসেবেও সেই একই ভাবনা, পরিকল্পনা নিয়ে সামনে তাকিয়েছি। বাকিটা সময়ের উপর ছেড়ে দেওয়ার ভালো। একটাই কথা বলব, নয়া দায়িত্ব আমার জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ। চেষ্টা করব শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের সোনালি অতীত ফিরিয়ে আনার।’

আজ লখনউয়ে অনুষ্টুপরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ অক্টোবর : বাংলার রনজি মরশুমের ঢাকে কাঠি পড়ে গেল। শুক্রবার থেকে উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে রনজি অভিযান শুরু করছে টিম বাংলা। সেই লক্ষ্যেই আগামীকাল লখনউ উড়ে যাচ্ছে পুরো দল। আগামীকাল রাতে উত্তরপ্রদেশ পৌঁছানোর পর পরশু থেকেই সেখানে অনুশীলন রয়েছে বাংলা দলের।

শুক্রবার শুরু রনজি অভিযান

শেষ মরশুমটা একেবারেই ভালো যায়নি বাংলা দলের। মরশুম শেষেই অধিনায়ক মনোজ তিওয়ারি ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছিলেন। মনোজ পরবর্তী বাংলা ক্রিকেটে নতুন অধিনায়ক অনুষ্টুপ মজুমদার। আগামীকাল লখনউ রওনা হওয়ার আগে বাংলার রনজি অধিনায়ক অনুষ্টুপ বলছিলেন, ‘অতীত নিয়ে ভেবে লাভ নেই। আমাদের নতুনভাবে শুরু করতে হবে। সামনে দীর্ঘ মরশুমের চ্যালেঞ্জ রয়েছে। সেই চ্যালেঞ্জ নিতে আমরা তৈরি।’ বাংলা দল কতটা তৈরি, সময়ই তার জবাব দেবে। তার আগে বাংলার রনজি অভিযানের শুরুতে দলের সেরা জোরে বোলার আকাশ দীপকে পাওয়া নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা।

> আমি নিজেও জানি না রনজিতে আকাশকে পাওয়া যাবে কি না। পেলে দারুণ হবে। কিন্তু সামনে ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড সিরিজও রয়েছে। আকাশ যদি সেই সিরিজের দলে থাকে, তাহলে তার চেয়ে ভালো কী-ই বা হতে পারে। দেখা যাক।
>
> লক্ষ্মীরতন শুক্লা

আকাশকে স্কোয়াডে রেখেই ১৯ জনের দল ঘোষণা হয়েছে। কিন্তু তাঁকে কি শেষ পর্যন্ত পাওয়া যাবে?

সন্ধ্যার দিকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লাকে প্রশ্নটা করতেই একটু থমকে গেলেন। সময় নিয়ে বললেন, ‘আমি নিজেও জানি না রনজিতে আকাশকে পাওয়া যাবে কি না। পেলে দারুণ হবে। কিন্তু সামনে ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড সিরিজও রয়েছে। আকাশ যদি সেই সিরিজের দলে থাকে, তাহলে তার চেয়ে ভালো কী-ই বা হতে পারে। দেখা যাক।’ শেষ মরশুমে ব্যাটিংয়ের পাশে বোলিংও ভুগিয়েছিল টিম বাংলাকে। আর এবার মরশুম শুরুর আগেই এমন পরিস্থিতি যে, আকাশের পাশে মুকেশ কুমারকে পাওয়া নিয়েও রয়েছে সংশয়। কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, ‘বাংলা থেকে কোনও ক্রিকেটার ভারতীয় দলে থাকলে তাকে অভিনন্দন জানাতেই হবে। আর বাকি যারা স্কোয়াডে থাকছে, তাদের নিয়েই চলবে বাংলা ক্রিকেট। আমি পজিটিভ ভাবনা নিয়েই লখনউ যাচ্ছি।’

এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ে আর নেই মোহনবাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ অক্টোবর : পুজোর আগে শাস্তির খাঁড়া নেমে এল মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের উপর।

মাত্র দুইদিন আগে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিপক্ষে বড় জয়ে পুজো উপহার পান সমর্থকরা। এদিন ক্লাবের উপর এএফসি-র শাস্তির খাঁড়া নেমে আসায় নিশ্চিতভাবেই হতাশ হবেন তাঁরা। এদিন এএফসি-র সদর দপ্তর থেকে তার নিজস্ব ওয়েবসাইটে জানিয়ে দেয়, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ে মোহনবাগান আর কোনও ম্যাচে অংশ নিতে পারবে না। তারা লেখে, 'এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ের ৫.২ ধারা অনুসারে এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন নিশ্চিত করছে যে ভারতীয় ক্লাব মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ২ অক্টোবর, ২০২৪-এ গ্রুপ 'এ'-র সূচি অনুযায়ী ট্র্যাক্টর এফসি-র বিরুদ্ধে ইসলামিক রিপাবলিক অফ ইরানের তাবরিজে না পৌঁছানোয় খেলার ফলও অগ্রাহ্য করা হবে। ফলে টুর্নামেন্টের নিয়মানুযায়ী গ্রুপ 'এ'-তে কোনও পয়েন্ট বা গোল মোহনবাগানের নামের পাশে আর থাকছে না। অর্থাৎ রাভশান এফসির বিপক্ষে পাওয়া এক পয়েন্টও বাতিল

পুজোর আগে এএফসি-র শাস্তির খাঁড়া

তারা নিজেদের নাম এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু প্রতিযোগিতা থেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছে বলে ধরা হচ্ছে।' একইসঙ্গে আরও জানানো হয়, মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের এবারে খেলা বাকি ম্যাচও বাতিল বলে ধরে নিয়ে সেই হয়ে গেল। পরবর্তীতে আরও বড় শাস্তি হতে পারে তার ইঙ্গিতও দিয়ে রাখা হয়েছে। সবশেষে লেখা হয়, বিষয়টি এএফসি-র সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে সঠিক সিদ্ধান্তের জন্য। এই বিবৃতিতে আবেদন-নিবেদনের কোনও জায়গা

> আমরা এই বিষয়টি নিয়ে আমাদের লিগাল সেলের সঙ্গে আলোচনা করেছি। ওঁরা আমাদের যেভাবে এগোতে বলবেন সেভাবেই এগোব। আমাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল ফুটবলারদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা। একটা দেশে যুদ্ধ চললে নিরাপত্তার কারণেই সে দেশে ফুটবলারদের পাঠানো সম্ভব নয়। আমাদের পরে আল নাসেরও একই কাজ করেছে। তাই এখন আমরা আইনি পরামর্শ অনুযায়ী চলব।
>
> **দেবাশিস দত্ত,** মোহনবাগান সচিব

রাখা হয়নি। এরপরেও অবশ্য ক্লাবের বেশিরভাগ অংশ মনে করছে, ম্যানেজমেন্ট নিরাপত্তার কারণে ফুটবলারদের না পাঠিয়ে সঠিক কাজ করেছে। কারণ জীবন আগে। সমর্থকদেরও একাংশ পাশে আছেন। তবে অনেকেই আবার মনে করছেন, ওই ঘটনার দিনকয়েক আগেই বেঙ্গালুরু এফসির বিরুদ্ধে বিশ্রী ফল না হলে হয়তো এই সিদ্ধান্ত নিত না সবুজ-মেরুন ম্যানেজমেন্ট। সবমিলিয়ে এদিনের শাস্তির পর এই বিষয়ে বিতর্ক তুঙ্গে।

এই শাস্তি প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হলে ক্লাব সচিব ও দলের ডিরেক্টর দেবাশিস দত্ত বলেছেন, 'আমরা এই বিষয়টি নিয়ে আমাদের লিগাল সেলের সঙ্গে আলোচনা করেছি। ওঁরা আমাদের যেভাবে এগোতে বলবেন সেভাবেই এগোব। আমাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল ফুটবলারদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা। একটা দেশে যুদ্ধ চললে নিরাপত্তার কারণেই সে দেশে ফুটবলারদের পাঠানো সম্ভব নয়। আমাদের পরে আল নাসেরও একই কাজ করেছে। তাই এখন আমরা আইনি পরামর্শ অনুযায়ী চলব।'

এরইমধ্যে মহমেডান ম্যাচ ভুলে ছেলেদের নিয়ে অনুশীলন চালাচ্ছেন হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা। ফুটবলারদের আবদারে পুজোর চারদিন ছুটি মঞ্জুর করেছেন বলেই এখন ষষ্ঠী অবধি টানা অনুশীলন চলবে বলে জানা গিয়েছে। ডার্বির আগে অ্যালবার্তো রডরিগেজের চোট সারিয়ে ওঠা দলকে চাঙ্গা করেছে বলে স্বীকার করছেন শুভাশিস বসু-গ্রেগ স্টুয়ার্টরাও। তবে একইসঙ্গে আগামী ১৯ অক্টোবর ডার্বিতে সম্ভবত নেই সাহাল আব্দুল সামাদ। তাঁর হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট। ফলে সারতে সময় লাগবে বলে খবর।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **অভিজ্ঞান (জিয়ান) :** ৫তম শুভ জন্মদিনে আশীর্বাদ, ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা। মানুষ হও। **বাবা-অরূপ, মা-শুভশ্রী ও দিদি,** জলপাইগুড়ি।

☺ **প্রিয়াংশি :** শুভ জন্মদিন। তুমি একজন ভালো মানুষ হও। **দাদা - নিখিল রায়, দিদা - মিতালি, মামা - নীহার, বাবা - নিরঞ্জন দাস, মা - রিম্পা,** জল।

জাদেজার 'জাদু' কাঁটা স্মিথের কাছে

সিডনি, ৭ অক্টোবর : আড়াই দিনে বাংলাদেশ বধ।

বৃষ্টির দাপট, প্রতিপক্ষের প্রতিরোধ চূর্ণ করে 'হুংকার' ভারতীয় দলের। সামনে নিউজিল্যান্ড। তারপর নভেম্বরে বহু প্রতীক্ষিত বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি। তার আগে রোহিত ব্রিগেডের সেনানীদের নিয়ে অজি ব্রিগেডের ভাবনা সামনে এল।

স্টিভেন স্মিথ যেমন মানছেন অজিদের গলার কাঁটা রবীন্দ্র জাদেজা। ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং- সবসময় সক্রিয় জাদেজা। প্রতিপক্ষের মাথাব্যথা, বিরক্তির কারণও। আসন্ন যুদ্ধে নিশ্চিতভাবে তাঁদের জন্য বিরক্তির কারণ ভারতের তারকা অলরাউন্ডার। স্মিথ বলেছেন, 'যুদ্ধের রসদ সবসময় খুঁজে পায় জাদেজা। কখনও রান করে, কখনও উইকেট নিয়ে কিংবা দুর্দান্ত ক্যাচে ম্যাচের রং বদলে দেয়। আমাদের জন্য অস্বস্তির কারণ। এর মূলে ওর দক্ষতা। নিঃসন্দেহে দুর্দান্ত ক্রিকেটার।'

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৭ টেস্টে ৫৭০ রান করেছেন জাদেজা। গড় ২৮.৫০। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে যে গড় ৪৩.৭৫। উইকেট পেয়েছেন ৮৯। জাদেজার যে অলরাউন্ড দক্ষতাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন জোশ হ্যাজেলউডও। স্মিথের সঙ্গে সহমত পোষণ করে জানান, অস্বস্তির কাঁটা হিসেবে জাদেজাকেই বাছবেন। নাথান লায়োন কোনও একজন নয়, পুরো ভারতীয় দলকেই গুরুত্ব দিচ্ছেন।

অজি ব্যাটার মানসি লাবুশেনের মুখে ঋষভ পন্থের কথা। বলেছেন, 'গোটা ভারতীয় দলের কথাই বলব আমি। যদি কোনও একজনকে বাছতে হয়, তাহলে ঋষভ পন্থকে বাছব। সবসময় হাসিখুশি। মুখে চওড়া হাসি। ও ক্রিকেটও খেলে সঠিক স্পিরিট নিয়ে।' বলার কথা, ঋষভের যে স্পিরিটের কাছে গত দুই হোম সিরিজে ভারতের কাছে নাস্তানাবুদ হয়েছে অজিরা। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ১২ ইনিংসে ৬২ গড়ে ৬২৪ রান করেছেন। সর্বোচ্চ অপরাজিত ১৫৯।

আজ মহমেডানের ভাগ্যনির্ধারণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ অক্টোবর : কলকাতা লিগে ইস্টবেঙ্গল-মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ম্যাচে একজন ভূমিপুত্র কম খেলানোর অভিযোগ উঠেছিল সাদা-কালো শিবিরের দিকে। এই নিয়ে মঙ্গলবার আইএফএ-র শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির বৈঠক বসছে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে পয়েন্ট কাটা যেতে পারে মহমেডানের। বাড়তি পয়েন্ট যোগ হতে পারে ইস্টবেঙ্গলের ভাগ্যে। সেক্ষেত্রে কলকাতা লিগ জয়ের পথে আরও একধাপ এগোবে লাল-হলুদ ব্রিগেড।

আচমকা অবসর 'জিমনাস্টিক্স রানির'

নতুন প্রতিভা তুলে আনতে চান দীপা

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ৭ অক্টোবর : আরও দীপা তৈরি করাই লক্ষ্য তাঁর। তিনি 'ভারতীয় জিমনাস্টিক্স রানি' দীপা কর্মকার। সোমবার আচমকাই সমাজমাধ্যমে নিজের অবসরের কথা ঘোষণা করেছেন ৩১ বছরের এই জিমনাস্ট। তবে অবসর নিলেও জিমনাস্টিক্সের সঙ্গে যুক্ত থাকতে চান দীপা। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তুলে আনতে চান তিনি।

> চোটের কারণে জিমনাস্টিক্স থেকে সরে দাঁড়াতে হল। একাধিকবার সার্জারিও হয়েছে। সব মিলিয়ে শরীর আর সায় দিচ্ছিল না। তাই এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে।
>
> **দীপা কর্মকার**

কয়েকমাস আগেও এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতেছেন দীপা। তারপরেও কেন অবসরের সিদ্ধান্ত? উত্তরে সুদূর আগরতলা থেকে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে মুঠোফোনে এই ভারতীয় জিমনাস্ট বলেছেন, 'চোটের কারণে জিমনাস্টিক্স থেকে সরে দাঁড়াতে হল। একাধিকবার সার্জারিও হয়েছে। সব মিলিয়ে শরীর আর সায় দিচ্ছিল না। তাই এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে।'

নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে দীপা বলেছেন, 'আমি অবসর নিলেও খেলার সঙ্গে যুক্ত থাকতে চাই। জিমনাস্টিক্সকে কিছু ফিরিয়ে দিতে চাই। ভবিষ্যতে আরও জিমনাস্ট তুলে আনাই লক্ষ্য আমার।' তবে নিজের উত্তরসূরি হিসেবে আলাদা করে কারও নাম করতে চাননি দীপা। তিনি বলেছেন, 'আলাদা করে কারও নাম করব না। আমাদের দেশে অনেক প্রতিভাবান জিমনাস্ট রয়েছে। এর মধ্যে আগরতলাতেও বেশ কয়েকজন রয়েছে।'

মাত্র ছয় বছর বয়স থেকে বিশ্বেশ্বর নন্দীর কাছে প্রশিক্ষণ নেওয়া শুরু দীপার। কেরিয়ারের শেষদিন পর্যন্ত বিশ্বেশ্বরই তাঁর কোচ ছিলেন। তাই অবসর নেওয়ার পর পিতৃসম কোচকে ধন্যবাদ দিতে ভোলেননি তিনি।

দীপার সাফল্য

বিশ্বকাপ
২০১৮ মার্সিন ভল্ট সোনা
২০১৮ কটবাস ভল্ট ব্রোঞ্জ

কমনওয়েলথ গেমস
২০১৪ গ্লাসগো ভল্ট ব্রোঞ্জ

এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ
২০২৪ তাসখন্দ ভল্ট সোনা
২০১৫ হিরোশিমা ভল্ট ব্রোঞ্জ

৩১ বছরেই জিমনাস্টিক্সকে বিদায় জানালেন ত্রিপুরার কন্যা দীপা কর্মকার।

২০১৬ সালে রিও অলিম্পিকে নজর কেড়েছিলেন দীপা। ০.১৫ পয়েন্টের জন্য অলিম্পিক পদক হাতছাড়া হয়। তবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে 'গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ'-এর মঞ্চে প্রোদুনোভা ভল্টে বিশ্ববাসীর প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন তিনি। অবশ্য অলিম্পিক পদক না পেলেও বিশ্বকাপের মঞ্চে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন তিনি। এছাড়া কমনওয়েলথ গেমস ও এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপেও পদক রয়েছে দীপার।

কেরিয়ারের মাঝপথে ডোপিংয়ের অভিযোগে বেশ কিছুদিন নির্বাসনে ছিলেন দীপা। গতবছর নির্বাসন কাটিয়ে ফিরে আসেন তিনি। আসলে লড়াইটা বরাবরই তাঁর রক্তে। প্যারিস অলিম্পিকের লক্ষ্য প্রস্তুতিও নিতে থাকেন তিনি। এরই মাঝে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে সোনাও জেতেন । তবে শেষ পর্যন্ত প্যারিসের স্বপ্ন পূরণ হয়নি। তাই অলিম্পিক পোডিয়ামে ওঠার স্বপ্নটা অধরাই থেকেই গেল আগরতলার এই বাঙালি কন্যার।

লেওয়ানডস্কিই সেরা স্ট্রাইকার, মত ফ্লিকের

বার্সেলোনা, ৭ অক্টোবর : সমালোচকরা বলেছিলেন, তিনি ফুরিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু চলতি মরশুমে হ্যান্সি ফ্লিকের হাতে পড়ে যেন নতুন জীবন পেয়েছেন বার্সেলোনার তারকা স্ট্রাইকার রবার্ট লেওয়ানডস্কি। পরিসংখ্যান অন্তত সেই কথাই বলছে। চলতি মরশুমে সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ১২ ম্যাচে ১১ গোল হয়ে গিয়েছে পোলিশ স্ট্রাইকারের। যারমধ্যে লা লিগায় লেওয়ানডস্কির গোলের সংখ্যা ১০। রবিবারও হ্যাটট্রিক করে একাই ডিপোর্টিভো আলাভেসকে উড়িয়ে দিয়েছেন লেওয়ানডস্কি। বার্সার কোচ ফ্লিকও মজেছেন লেওয়ানডস্কিতে।

একচেটিয়া আধিপত্য নিয়ে জয়ের পর ফ্লিক বলেছেন, 'বর্তমানে লেওয়ানডস্কিই বিশ্বের সেরা বক্স স্ট্রাইকার। ওর সঙ্গে আমি বায়ার্ন মিউনিখেও কাজ করেছি। বায়ার্নের ফর্ম চলতি মরশুমে লেওয়ানডস্কির খেলায় দেখতে পাচ্ছি। ওর মতো স্ট্রাইকার দলে থাকলে কোচের চিন্তা অনেকটাই কমে যায়। ওকে নিয়ে আমি খুশি।' লেওয়ানডস্কির দুরন্ত ফর্মের পিছনে দলের বাকিদের অবদানের কথাও জানাতে ভোলেননি ফ্লিক। তাঁর কথায়, 'রবার্ট অবশ্যই বিশ্বমানের। কিন্তু চলতি মরশুমে ওকে এই জায়গায়

> রাফিনহা, লামিনে ইয়ামালদের থেকে আমি বেশকিছু ভালো পাস পেয়েছি। যা আমার কাজ সহজ করে দিয়েছে। আমরা প্রথম মিনিট থেকে আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলেছি। গোলগুলি তারই ফসল। বিরতির পর ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ আমাদের আরও বেশি ছিল। তবে আমরা আরও ভালো খেলার ক্ষমতা রাখি।
>
> **রবার্ট লেওয়ানডস্কি**

পৌঁছে দিতে দলের বাকিদেরও প্রচেষ্টা রয়েছে।'

লেওয়ানডস্কির মুখেও সতীর্থদের কথা। বলেছেন, 'রাফিনহা, লামিনে ইয়ামালদের থেকে আমি বেশকিছু ভালো পাস পেয়েছি। যা আমার কাজ সহজ করে দিয়েছে। আমরা প্রথম মিনিট থেকে আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলেছি। গোলগুলি তারই ফসল। বিরতির পর ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ আমাদের আরও বেশি ছিল। তবে আমরা আরও ভালো খেলার ক্ষমতা রাখি।'

বার্সার সুখী পরিবারে একটাই দুঃসংবাদ। উরুর চোট নিয়ে সাত-আট সপ্তাহের জন্য ছিটকে গিয়েছেন লেফট উইঙ্গার ফেরান টোরেস।

ভিয়েতনামের নাম ডিনে প্রীতি ম্যাচের প্রস্তুতিতে আপুইয়া রালতে ও লালরিনলিয়ানা নামতে।

নাম ডিনে অনুশীলন ভারতের

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৭ অক্টোবর : ভিয়েতনাম পৌঁছেই অনুশীলনে নেমে পড়ল ভারতীয় ফুটবল দল। এদিন হ্যানয় বিমানবন্দরে নেমে প্রায় ১০০ কিলোমিটার সফর করতে হয় তাদের। ভারতের ম্যাচ নাম ডিন নামের একটি ছোট শহরে। এতটা লম্বা যাত্রার পরেও কোচ মানোলো মার্কুয়েজ সময় নষ্ট করতে রাজি হননি। তিনি ফুটবলারদের নিয়ে নেমে পড়েন স্থানীয় নাম ডিন স্পোর্টস প্যালেস গ্রাউন্ডের মাঠে। ১২ অক্টোবর ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে একটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে ভারত। কোচ হিসাবে প্রথম জয় পেতে এবার মরিয়া মানোলো।

ব্রুয়েনকে নাসেরে চান রোনাল্ডো

রিয়াধ, ৭ অক্টোবর : বেলজিয়ান মিডিও কেভিন ডি ব্রুয়েনকে দলে চান পর্তুগিজ মহাতারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। ইউরোপিয়ান সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, এই বেলজিয়ান তারকাকে দলে নেওয়ার ব্যাপারে আল নাসের কর্তাদের অনুরোধ করেছেন পর্তুগাল অধিনায়ক। তিনি নিজে ডি ব্রুয়েনের খেলার বড় ভক্ত। তাই আগামী মরশুমে ডি ব্রুয়েনের সঙ্গে জুটি বাঁধতে চাইছেন রোনাল্ডো।

বেলজিয়ান তারকা ডি ব্রুয়েনের সঙ্গে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির চুক্তি শেষ হচ্ছে আগামী বছর। ফলে আগামী মরশুমে ডি ব্রুয়েনকে দলে নিতে কোনও অসুবিধা হবে না আল নাসেরের। এই প্লে মেকারকে দলে নিতে পারলে মাঝমাঠে আরও শক্তিবৃদ্ধি হবে নাসেরের। তাই ব্রুয়েনকে দলে নিতে মরিয়া তারা।

যদিও সৌদিতে খেলার বিষয়ে এখনই কিছু ভাবছেন না স্বয়ং ডি ব্রুয়েন। তিনি বলেছেন, 'সৌদিতে খেললে হয়তো প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে পারব। গত ১৫ বছরে যে পরিমাণ অর্থ উপার্জন করেছি তার থেকে বেশি অর্থ দুই বছর সৌদিতে থাকলে পাব। তবে আমার এখনও ম্যান সিটির সঙ্গে একবছরের চুক্তি বাকি আছে। তাই এই মুহূর্তে আমি সৌদিতে খেলার বিষয়ে কিছু ভাবছি না।'

সৌদি প্রো লিগে এই মরশুমে ছয় ম্যাচে পাঁচ গোল করে ফেলেছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। এবার তিনি পাশে চাইছেন বেলজিয়াম প্লে মেকার কেভিন ডি ব্রুয়েনকে।

বিগত কয়েক বছর ধরে ম্যান সিটির মাঝমাঠের অন্যতম স্তম্ভ ডি ব্রুয়েন। পেপ গুয়ার্দিওলার দলকে ত্রিমুকুট জেতানোর মূল কারিগর এই শিল্পী ফুটবলার। তবে গত বছরটা মোটেও ভালো কাটেনি বেলজিয়াম তারকার। চোটের জন্য লিগে মাত্র ১৮টি ম্যাচ খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন। চলতি মরশুমেও চোটের কবলে পড়েছেন তিনি। গত মাসে এসি মিলানের বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে থাইতে চোট পান ডি ব্রুয়েন। চোট সারিয়ে তিনি মাঠে ফিরবেন অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে।

কোচ জয়সূর্যে আস্থা শ্রীলঙ্কা বোর্ডের

১৫২৪ দিন পর শতরান মাসুদের

-খবর এগারোর পাতায়

নোটিশ

নাম- সম্রাট রায়
সমর নগর, চম্পাসারী, শিলিগুড়ি
গত 24/08/2024 থেকে উক্ত ব্যক্তি আমাদের সংস্থার সঙ্গে আর যুক্ত নেই, আমাদের গ্রাহকগণ যদি তার সঙ্গে কোন প্রকার আর্থিক লেনদেন করেন, তার দায়িত্ব সংস্থার নয়।
বিনীত
OSL Automotives Pvt. Ltd.
Sevoke Road, Siliguri

বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি হেডকে দিয়ে হবে না, মত ইয়ানের

মেলবোর্ন, ৭ অক্টোবর : বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে ট্রাভিস হেডকে দিয়ে ওপেনিংয়ের চিন্তাভাবনা থাকলে তা অবিলম্বে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলুক অজি থিংকট্যাংক। হেডকে দিয়ে টেস্টে ওপেনিং হবে না। ঠিক এভাবে প্যাট কামিন্সদের সতর্ক করছেন ইয়ান চ্যাপেল।

নভেম্বরের ভারত সিরিজে ওপেনিং কম্বিনেশন নিয়ে জট জারি অস্ট্রেলিয়া শিবিরে। ডেভিড ওয়ার্নারের অবসরের পর স্টিভেন স্মিথকে দিয়ে চেষ্টা চলে। কিন্তু তা ফলপ্রসূ হয়নি। সতীর্থরাই স্মিথকে ওপেনিংয়ে চাইছেন না। এখন প্রশ্ন, উসমান খোয়াজার ওপেনিং পার্টনার হবেন কে তাহলে?

হেডের নাম ঘুরপাক খাচ্ছে। ওডিআই এবং টি২০, দুই ফর্ম্যাটেই ওপেন করে সফল উইকেটকিপার-ব্যাটার। যদিও ইয়ানের মতে, 'টেস্ট আলাদা মঞ্চ। সাদা এবং লাল নতুন বল সামলানোর ক্ষেত্রেও অনেকটাই তফাত। হেড মূলত শুরু থেকেই আগ্রাসী শট খেলতে পছন্দ করে। প্রতিপক্ষ বোলারদের মাথায় চেপে বসে। উইকেটে টিকে যাওয়া মানে বোলারদের সমস্ত পরিকল্পনা ঘেঁটে ঘ।

মুদ্রার ওপিঠের ছবিটা সম্পূর্ণ আলাদা। টেস্ট আবহে প্রথম থেকে আগ্রাসন দেখানো কার্যত নিজের পায়ে কুড়ুল মারার শামিল। প্রতিপক্ষ বোলারদের জন্য বাড়তি সুযোগ। টেস্টে মিডল অর্ডারে খেলে অভ্যস্ত হেড। ওপেনিংয়ে নামালে হিতে বিপরীত হতে পারে। যেমনটি ঘটছে স্মিথের ক্ষেত্রে। ওপেনিংয়ে অনভ্যস্ত জায়গায় নেমে চূড়ান্ত ব্যর্থ। হেডকে ওপেন করানোও বুমেরাং হয়ে ফিরতে পারে। একমাত্র বিকল্প না থাকলে বাধ্য হয়েই এহেন পদক্ষেপ করা উচিত।'

ইয়ানের যুক্তি, 'অনভ্যস্ত ওপেনিংয়ে স্মিথ, হেডদের খেলানো মানে প্রতিপক্ষ বোলারদের সামনে বাড়তি সুযোগ। তারাও মুখিয়ে থাকবে হেডদের নতুন বলে পরীক্ষায় ফেলতে। শরীরের কাছে বাড়তি ফিল্ডার রেখে ঝাঁপানোর সুযোগ পাবে জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজরা। হেডের আক্রমন যেমন বোলারদের লাইন-লেংথ বিগড়ে দিতে পারে, তেমনই উলটো সম্ভাবনাও থাকবে।'

অফস্পিনের বিরুদ্ধেও হেডের দুর্বলতার কথাও মনে করিয়ে দিচ্ছেন প্রাক্তন অধিনায়ক। ইয়ানের মতে, 'হেডের অতি-আগ্রাসী ব্যাটিং নিয়ে রবিচন্দ্রন অশ্বীনের মাথা খারাপের কিছু নেই। অবশ্য ওপেন করতে নেমে ক্রিজে জমে যাওয়ার পর অশ্বীনকে সামলাতে কিছুটা সুবিধাই হবে। তবে ধুরন্ধর অধিনায়ক নতুন বলেই হেডের সামনে অফস্পিনের চ্যালেঞ্জ ছুড়েও দিতে পারে।' ইয়ানের দাবি, সবমিলিয়ে বাস্তব হল টেস্ট ফরম্যাটে হেড কখনোই ওপেনার হিসেবে সঠিক বিকল্প নয়।

> হেডের অতি-আগ্রাসী ব্যাটিং নিয়ে রবিচন্দ্রন অশ্বীনের মাথা খারাপের কিছু নেই। অবশ্য ওপেন করতে নেমে ক্রিজে জমে যাওয়ার পর অশ্বীনকে সামলাতে কিছুটা সুবিধাই হবে। তবে ধুরন্ধর অধিনায়ক নতুন বলেই হেডের সামনে অফস্পিনের চ্যালেঞ্জ ছুড়েও দিতে পারে।
>
> **ইয়ান চ্যাপেল**

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়ী হলেন মালদা-এর এক বাসিন্দা

সাপ্তাহিক লটারির 87K 88483 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ঈশ্বরের আশীর্বাদ ছাড়া একজন কোটিপতি হওয়া কারোর কাছে সহজ কাজ নয়। ডিয়ার লটারির মাধ্যমে এই বিপুল পরিমাণ পুরস্কারের অর্থ জেতার পর আমার আনন্দের সীমা ছিল না। পুরস্কারের এই বিশাল পরিমাণ অর্থ আমাকে সাহায্য করবে আমার পরিবারের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করে একটি ভালো জীবন পরিচালনা করতে। আমাকে এই সুযোগটি দেওয়ার জন্য আমি ডিয়ার লটারি ও নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।"

পশ্চিমবঙ্গ, মালদা - এর একজন বাসিন্দা হায়াত আলি - কে 28.07.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার